চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 275 Monday, 4 September, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৭৫ সংখ্যা ✱ ১৭ ভাদ্র, ১৪৩০, সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

সল্টলেকের বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী বেসরকারি সংস্থার কর্মী। রবিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মালদহ স্টেশন ছাড়ার সময় তিনসুকিয়াগামী ডাউন বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট ট্রেনে আগুন লাগে। রবিবার ট্রেনটিতে আগুন দেখতে পান রেলকর্মীরা। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কোন জিনিসটি আপনাকে ধূমপান করতে আগ্রহী করে তুলবে তা আপনিই ভাল জানবেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন ধূমপানের ইচ্ছা হলেই অন্য কাজ করুন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আজ, ৪ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফিটনেস টেস্ট দেবেন লোকেশ রাহুল। এশিয়া কাপের টিমে রাখা হয়েছে তাঁকে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

## 'উপাচার্যের ভূমিকা পালন করছে না আচার্য', বিতর্কে মুখ খুললেন বোস

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ** রাজভবনের নয়া নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে ফের চরমে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। রাজভবনের এই নয়া নির্দেশিকা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। তাতে বলা হয়েছে অন্তবর্তী উপাচার্যের নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে আধিকারিকদের। রাজ্যের কোনও নির্দেশ পালন করবেন না। নির্দেশিকা পাঠিয়ে এমনটাই বলেছে রাজভবন। এদিকে অন্তবর্তী উপাচার্যদের স্বীকৃতি দেয়নি রাজ্য সরকার। রাজ্য উপর চাপ বাড়াতেই কী তাহলে পাল্টা এই নির্দেশিকা? উঠেছে এই প্রশ্নও। প্রসঙ্গত, উপাচার্যহীন রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভিসির দায়িত্ব সামলাবেন খোদ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কয়েকদিন আগেই জানা গিয়েছিল এই সিদ্ধান্তের কথা। যা নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল শিক্ষামহলে। কিন্তু, পড়ুয়াদের নানাবিধ সমস্যার কথা মাথায় রেখে

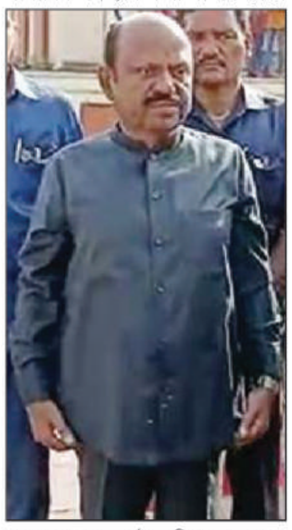

রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্ত বলে রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছিল। যদিও রাজ্যপালের বক্তব্য বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যেই এই নয়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বললেন, ''বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আচার্য নয়, রাজভবন থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। উপাচার্যদের কাজ করতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়। এই উদ্দেশ্যেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।'' একইসঙ্গে তাঁর এও বক্তব্য, ''আচার্য উপাচার্যের ভূমিকা পালন করছে না, করতে পারে না, করা উচিত নয়। পড়ুয়াদের শংসাপত্র পেতে যাতে অসুবিধা না হয়, এই বিশেষ ক্ষেত্রেই পড়ুয়াদের বিশেষ দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে।'' যদিও রাজভবনের নির্দেশিকা নিয়ে বাংলার রাজনৈতিক মহলেও চলছে জোর চাপনউতোর। যদিও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, উনি আইন মেনেই করেছেন। আইনে হয়তো সেই ক্ষমতা আচার্যকে দেওয়া আছে। একই সুর নিশীথ প্রামাণিকের গলাতেও। তিনিও বলছেন, ''রাজ্যপাল ঠিক করেছেন।'' তোপ দেগেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলছেন, ''বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার বারোটা বেজে গিয়েছে। উপাচার্য কে হবেন? রাজ্যপাল হবে। তারমানে, রাজ্যপাল উপাচার্য হিসাবে শুধু তাঁর কথাই শুনবেন। আর কারও কথা শোনা যাবে না। একদম তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইলে রাজ্যপাল চলছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমি সব, রাজ্যপাল বলছেন আমি সব। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমি আচার্য হব। রাজ্যপাল বলছেন আমি আচার্য হিসাবে রাজ্যপাল উপাচার্য হব।'' কটাক্ষের সুর রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের গলাও। বলেন, ''উনি আচার্য, উনিই উপাচার্য। উনি কী করবেন করবেন না জানি না। পারলে এবার রেজিস্ট্রারও হয়ে যান। দরকারে ছাত্রের সিটেও বসে পড়বেন। অসুবিধা কী আছে! আচার্যই উপাচার্য এটা তো বাপের জন্মে শুনিনি। এখন শুনছি।''

## 'দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত!' 'এক দেশ, এক ভোট'কে নিশানা রাহুলের

**নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ** 'এক দেশ, এক ভোট' ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং রাজ্যগুলির উপর আঘাত। রবিবার এক্সে (পূর্বতন নাম টুইটার) এ নিয়ে একটি পোস্ট করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সেখানেই তিনি এই মন্তব্য করেছেন। কংগ্রেস নেতা লিখেছেন, ''ইন্ডিয়া তথা ভারত হল সমস্ত রাজ্যগুলির সমন্বয়। 'এক

দেশ, এক ভোট' চালু করা হবে এই সমন্বয়ে আঘাত।'' 'এক দেশ, এক ভোট' চালু করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার একটি প্যানেলের ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। এই প্যানেলের নেতৃত্ব রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এছাড়া এই প্ল্যানেলে রয়েছেন, স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী, রাজ্যসভার প্রাক্তন বিরোধী নেতা গুলাম নবী আজাদ, ১৫তম অর্থ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এন কে সিং, প্রাক্তন লোকসভা সাধারণ সম্পাদক সুভাষ কাশ্যপ, প্রবীণ আইনজীবী হরিশ সালভে এবং প্রাক্তন মুখ্য ভিজিল্যান্স কমিশনার সঞ্জয় কোঠারি। অর্জুন রাম মেঘওয়াল, আইন প্রতিমন্ত্রী আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে প্যানেলের বৈঠকে যোগ দেবেন। এই প্যানেল খতিয়ে দেখবে সংবিধান বর্তমান কাঠামো সামনে রেখে একসঙ্গে লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা এবং পঞ্চায়েত ভোট করা যায় কিনা। যদি কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এই প্যানেলে থাকছেন না। এ কথা জানিয়ে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে একটি চিঠিও দিয়েছেন। চিঠি তিনি লেখেছেন, 'এই কমিটিতে কাজ করতে অস্বীকার করাতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। আমি আশঙ্কিত যে এটি সম্পূর্ণ চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। সাধারণ নির্বাচনের কয়েক মাস আগে এই ধরনের একটা অবাস্তব উদ্যোগ সাধারণ মানুষের চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। তাই সরকার উদ্দেশ নিয়েই সন্দেহ জাগে।'' কেন্দ্রের এই উদ্যোগের সমালোচনায় সরব হয়েছে আম আদমি পার্টিও। আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ এএনআই-কে বলেন, ''মনে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ভয় পাচ্ছে। তারা যেভাবেই হোক জিততে চায়। ইন্ডিয়া জোট গঠনের পর, তারা সরকার গঠনের (বিজেপি) নতুন উপায় নিয়ে ভাবছে।''

# ডুরান্ড কাপের রং সবুজ-মেরুন

## দশ জনের মোহনবাগান ডার্বিতে হারাল ইস্টবেঙ্গলকে

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ** কথায় আছে, 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বোধ হয় এই কথায় অনেক বেশি বিশ্বাসী। ডুরান্ড কাপের শুরুতে গ্রুপ পর্বের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হেরে গিয়েছিল তারা। ফাইনালে সেই লাল-হলুদকেই হারিয়ে ১৭ বারের জন্যে এই ট্রফি ঘরে তুলল তারা। এত দিন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যৌথ ভাবে ১৬ বার ডুরান্ড কাপ জিতেছিল মোহনবাগান। এ বার লাল-হলুদকে টপকে তারাই সবচেয়ে বেশি ডুরান্ড জিতল। রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মোহনবাগানের হয়ে একমাত্র গোল করলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। ম্যাচের শেষ আধ ঘণ্টা দশ জনে খেলে মোহনবাগান শুধু জিতলই না, গোলও করল। টানা আটটি ডার্বি জেতার পরে হেরে গিয়েছিল তারা। আবার ইস্টবেঙ্গলকে হারাল সবুজ-মেরুন। তবে ম্যাচ যে একতরফা হয়েছে তা কোনও ভাবেই বলা যাবে না। গোটা ম্যাচ জুড়েই দু'দলের আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছে। কাজে লাগাতে পারলে এই ম্যাচ তারাই জিততে পারব। মোহনবাগানের চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা। অতীতে যে ভাবে ডার্বি হলেই একপেশে জিতত মোহনবাগান, তা এ দিন হয়নি। এই ডার্বি বুঝিয়ে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলে এখনও গোল করার লোকের অভাব রয়েছে। ক্লেটন সিলভাকে নামানোই হল না গোটা ম্যাচে। স্ট্রাইকার হিসাবে যাঁকে রাখা হয়েছিল, সেই জেভিয়ার সিভেরিয়োকে গোটা ম্যাচে খুঁজেই পাওয়া গেল না। অন্য দিকে, তিন জন শক্তিশালী স্ট্রাইকার থাকা সত্ত্বেও মোহনবাগান বার বার খেই হারাল ফাইনাল থার্ডে এসে। পেত্রাতোসের একক প্রয়াস বাদে তাঁরা প্রচুর গোলের মুখ খুলেছে এমন বলা যাবে না। প্রথম ডার্বির মতোই মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো এ দিনও প্রথম একাদশে রাখেননি বিশ্বকাপার জেসন কামিংসকে। আক্রমণভাগে ছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস এবং আর্মান্দো সাদিকু। একটু পিছন থেকে খেলছিলেন হুগো বুমোস। সঙ্গে ছিলেন অনিরুদ্ধ থাপা এবং সাহাল সামাদ। অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গলের কোচও প্রথম একাদশে রাখেননি ক্লেটন সিলভাকে। ডান দিকে উইং সচল রাখার কারণে নিশু কুমারের জায়গায় খেলান মহম্মদ রাকিপকে। আগের ডার্বিতে যে দাপুটে ইস্টবেঙ্গলকে

দেখা গিয়েছিল, রবিবারও তার ব্যতিক্রম নেই। মোহনবাগানও ছেড়ে কথা বলছিল না। ফলে শুরু থেকেই চলছিল আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণের খেলা। মোহনবাগান মাঝে একটা সময় টানা আক্রমণ করে যাচ্ছিল। কিন্তু গোলের রাস্তা খুলতে পারছিল না। অন্য দিকে, ইস্টবেঙ্গলের ভরসা ছিল প্রতি আক্রমণেই। বল পেলেই নিজেদের মধ্যে পাস দেওয়া নেওয়া করে উঠে যাচ্ছিল মোহনবাগানের অর্ধে। ম্যাচের প্রথম ভাল সুযোগ আসে মোহনবাগানের কাছেই। ইস্টবেঙ্গলের বক্সের ভিতরে ঢুকে ডান দিক থেকে বল ভাসিয়েছিলেন আশিস রাই। বাঁ দিকে দাঁড়ানো সাহাল সামাদ মাটিতে ড্রপ খাওয়ানো শটে গোল করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বল গোলের অনেকটাই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এর পর দুই দলই অন্তত দুটো ভাল সুযোগ পেয়েছিল। চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে অহেতুক পাস খেলতে গিয়ে ভুল করছিল ইস্টবেঙ্গল। যে কারণে আক্রমণ করলেও কাজের কাজ হচ্ছিল না। অন্য দিকে, মোহনবাগানের ফুটবলারদের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল ফিনিশিংয়ে ব্যর্থতা। বুমোসের পরিচিত পাস দেখা যাচ্ছিল না। বার বার আটকে যাচ্ছিলেন আশিক কুরুনিয়ান। মোহনবাগানের বেশিরভাগ আক্রমণ হচ্ছিল বাঁ প্রান্ত দিয়ে, যে দিকে খেলছিলেন আশিক। বল নিয়ে ইস্টবেঙ্গলের বক্সের কাছাকাছি এগোলেও তাঁকে আটকাতে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল না রাকিপকে। প্রথমার্ধ শেষের মিনিট কয়েক আগে একটা ভাল সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ডান প্রান্ত ধরে তৈরি হওয়া আক্রমণ থেকে বল পেয়েছিলেন বোরহা হেরেরা। বক্সে তাঁর ভাসানো ক্রস আনোয়ার আলি হেড করে ক্লিয়ার করেন। ফিরতি বলে নন্দকুমারের শট অল্পের জন্যে বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়। এর পরেই ম্যাচে তুমুল উত্তেজনা। ইস্টবেঙ্গলের কর্নারের পর বল গিয়েছিল বোরহার পায়ে। কিন্তু বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি তিনি। প্রতি আক্রমণে উঠছিলেন সাদিকু। তাঁর সামনে কেউই ছিলেন না। কিন্তু গোল আটকানোর চেষ্টায় বোরহা টেনেহিঁচড়ে ফেলে দেন আলবেনিয়ার ফুটবলারকে। এর পরেই শুরু হয় ঝামেলা। বোরহাকে এসে ঠেলা মারেন বুমোস। ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় পেত্রাতোসের। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার পর বোরহা এবং বুমোসকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি রাহুল গুপ্তা। উত্তেজনা তখনও থামেনি। পরের মুহূর্তেই একটি বল আটকাতে গিয়ে অনিরুদ্ধ খারাপ ট্যাকল করেন। তাঁকেও হলুদ কার্ড দেখানো হয়। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমের খেলা চলাকালীন পেত্রাতোসের একটি শট অল্পের জন্যে পোস্টের উপর দিয়ে উড়ে যায়। এবপরে প্রথমার্ধে আর গোলের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধেও দুই দল একই ভঙ্গিতে খেলা শুরু করে। ইস্টবেঙ্গল যেমন ভরসা করছিল প্রতি আক্রমণে, তেমন মোহনবাগানের ছন্দবদ্ধ আক্রমণ দেখা যাচ্ছিল। ৫৭ মিনিটের মাথায় বুমোস একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। ডান দিক থেকে মনবীর সিংহের পাস পেয়েছিলেন। বল রিসিভ করে শট মারার সময় ছিল। কিন্তু চলতি বলে তাঁর মারা শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৬০ মিনিটের মাথায় লাল কার্ড দেখেন অনিরুদ্ধ। সিভেরিয়ো একটি বল হেড করতে গিয়েছিলেন। আচমকা তাঁর মুখে পা চালিয়ে দেন অনিরুদ্ধ। মোটেই ইচ্ছাকৃত ছিল না। কিন্তু বল ছাড়া এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হয়। রেফারি অনিরুদ্ধকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তথা লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। স্বাভাবিক ভাবেই হতাশ মুখে মাঠ ছাড়েন মোহনবাগানের মিডফিল্ডার। মোহনবাগান দশ জনে হয়ে যাওয়ার পরেও আক্রমণের রাস্তা থেকে সরে আসতে চাননি ফেরান্দো। কোনও ডিফেন্ডার নামানোর বদলে তিনি বুমোসের বদলে নামান কামিংসকে। বাঁ দিকে আশিকের বদলে নামেন লিস্টন কোলাসো। সেই সিদ্ধান্তের সুফল মেলে সঙ্গে সঙ্গে। ৭০ মিনিটেই এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ডান দিকে বল নিয়ে এগোতে থাকেন পেত্রাতোস। তাঁকে আটকানোর কোনও চেষ্টাই করেননি ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারেরা। বল নিয়ে এগিয়ে আসতে দিলেন। বুমোস সামান্য কাট করে বাঁ পায়ে নিখুঁত শট রাখেন। ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার প্রভসুখন গিলের কিছু করার ছিল না। এর পর আক্রমণ করার বদলে মোহনবাগান নিজেদের কিছুটা গুটিয়ে নেয়। গোল ধরে রাখার লক্ষ্যে রক্ষণাত্মক খেলতে শুরু করে তারা। ফেরান্দো রক্ষণে নামিয়ে দেন ব্রেন্ডন হ্যামিলকে। এই সময় একের পর এক সুযোগ তৈরি করছিল ইস্টবেঙ্গল। কিছু মোহনবাগানের রক্ষণ ভেদ করতে পারেনি তারা। শেষ ৩০ মিনিট দশ জনে খেলেও গোল ধরে রাখে সবুজ-মেরুন।

## কলকাতায় আসছে 'স্বদেশী' মেট্রো রেক, ৬০০০ কোটি টাকা অনুমোদন করল কেন্দ্র

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ** কলকাতা মেট্রোর ভোল বদলে যাচ্ছে। নতুন চেহারায় আসতে চলেছে কলকাতা মেট্রো। মেট্রো কোচেরও আমূল পরিবর্তন হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। দিন কয়েক ধরেই মেট্রো রেলে নানা ধরনের প্রযুক্তির কথা শোনা যাচ্ছিল। এবার পুরোপুরি বদলে ফেলার খবর মিলল। রবিবার কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। সেখানে জানানো হয়েছে, নতুনভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে রেকগুলি। চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরিতে তৈরি হবে সেগুলি। রেকগুলি সেজে উঠবে বাংলার নানান শিল্পকর্মের ছোঁয়ায়। যেমন থাকবে টেরাকোটা শিল্প, তেমনই নানান লোকশিল্পের প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে মেট্রো রেকে। এতো গেল নকশার কথা। যাত্রীদের সুবিধার্থে কোচের মধ্যেই মোবাইল চার্জ করার সুবিধা থাকবে। প্রতিটি কোচের দুই পাশে ইউএসবি চার্জিং পোর্ট থাকছে নতুন রেকে। এছাড়াও কোচের কোণের আসনগুলির নীচে অনেকটা জায়গা রাখা হচ্ছে, যাতে বড় কোনও লাগেজ সেখানে রাখতে পারেন যাত্রীরা। কোচের মধ্যেকার হ্যান্ডেলগুলো বিশেষভাবে বানানো হচ্ছে। এছাড়াও যাতে কোচের মধ্যে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে কেউ হড়কে না পড়ে যান, সেই জন্য অ্যান্টি-স্কিড ফ্লোরিংয়ের ব্যবস্থা থাকছে। শুধু তাই নয়, জরুরি পরিস্থিতিতে চালকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারবেন যাত্রীরা। থাকছে 'টক টু ড্রাইভার ইউনিট'। কোচের মধ্যে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থাও থাকছে। কবে চালু হবে এই নতুন রেক? কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ আশা করছে, ২০২৬ সালের মধ্যে কলকাতা মেট্রোর সঙ্গে জুড়বে এই নতুন রেকগুলি। ধাপে ধাপে ৮৫টি নতুন রেক অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের। এই কাজের জন্য ৬ হাজার কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে রেল মন্ত্রক।

## ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা

**নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ** ইন্ডিয়া জোটকে ফের তুমুল নিশানা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। সম্প্রতি সনাতন ধর্মকে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিনের ছেলে উদয়নিধি স্ট্যালিন। তাঁর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতেই এবার ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজস্থানের ডুঙ্গারপুরে একটি সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বিরোধী জোটের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেন, ''আপনারা কীসের মূল্যে ক্ষমতা চান? আপনারা সনাতন ধর্ম এই দেশের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে অসম্মান করছেন।'' প্রসঙ্গত ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে রয়েছে স্ট্যালিনের পার্টি ডিএমকে। তাই উদয়নিধির মন্তব্যকে ধরেই অমিত শাহ আক্রমণ শানিয়েছেন। এদিনের জনসভায় শাহ বলেন, ''প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ছেলে চাইছেন সনতান ধর্মকে শেষ করে দিতে। আপনারা কি সেটাই চান?'' অমিত শাহ বলেন, ''ডিএমকে এবং কংগ্রেস নেতারা ভোটের জন্য সনাতন ধর্মকে অপমান করছেন।'' তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের ছেলে উদয়নিধির মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সনাতন ধর্মকে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী বর্ণনা করে স্ট্যালিন সুম্প্রতি বলেন, ''এটি বিলুপ্ত করা উচিত।''

## আজই যাদবপুর ক্যাম্পাসে আসছে ইউজিসি'র টিম

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ আগস্টঃ** সোমবারই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি-র টিম। প্রসঙ্গত, প্রথমবর্ষের পড়ুয়ার রহস্যজনক মৃত্যুর থেকেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে যাদবপুরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রাজ্যের ১ নম্বর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠতেই তা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় শিক্ষা মহলে। তদন্তে নেমে পুলিশ এখনও পর্যন্ত ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে। যার মধ্যে একজন জামিনে মুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে আলাদাভাবে তদন্ত করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। এদিকে ঘটনার পরই যাদবপুরকে দফায় দফায় চিঠি দিয়েছিল ইউজিসি। ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে। অভিযোগ, সিসিটিভি লাগানো থেকে নিরাপত্তাব্যবস্থা, বহু ক্ষেত্রেই হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট এমনকী ইউজিসির গাইড লাইন মানছে না যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কেন তা মানা হবে না সেই প্রশ্ন তুলে আগেই যাদবপুরে চিঠি দেয় ইউজিসি। প্রথম দফায় উত্তরও দেয় যাদবপুর। কিন্তু, তখনই শোনা যায় যাদবপুরে আসতে পারে ইউজিসির প্রতিনিধি দল। যদিও রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু আবার জানিয়েছিলেন তাঁদের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছে ইউজিসি। কিন্তু, সেই জল্পনা বাড়তে বাড়তেই আরও এক চিঠি এসে যায় যাদবপুরে। আগের উত্তরে যে সন্তুষ্ট নয় ইউজিসি, তা জানানো হয়। ফের চাওয়া হয় উত্তর। সহজ কথায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠানো রিপোর্টে সম্পূর্ণ খুশি নয় ইউজিসি। এরইমধ্যে তাঁদের টিমের ক্যাম্পাসে সিদ্ধান্তে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে নান মহলে। সূত্রের খবর, ক্যাম্পাসে এসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের সাথে কথা বলবে ইউজিসি-র বিশেষ দল। ক্যাম্পাসের সামগ্রিক অবস্থা, পরিস্থিতি, ঘটনার পরের পরিবেশ বুঝে দেখারও চেষ্টা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে চিন্তিত ইউজিসি। সে কারণেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

## পাটনা, বেঙ্গালুরু, মুম্বইয়ের পর কি এবার কলকাতা?

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

'এনডিএ' জোটের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে 'ইন্ডিয়া' জোট। প্রথমে পটনা, তারপর বেঙ্গালুরু এবং সদ্য মুম্বইয়ে তিন-তিনটি বৈঠক করেছেন জোটের নেতারা। প্রথম দুই বৈঠকের শেষে, পরবর্তী বৈঠকের সম্ভাব্য স্থান ও কাল জানিয়ে দিয়েছিলেন জোটের নেতারা। তবে, মুম্বইয়ের বৈঠকের পর, পরবর্তী বৈঠক নিয়ে মুখ খোলেননি কেউ। সূত্রের খবর, পরবর্তী বৈঠকের স্থান হিসেবে উঠে এসেছিল কলকাতার নাম। কিন্তু, কলকাতায় বৈঠক করা নিয়ে জোটের নেতাদের মধ্যে মতভেদ দেখা গিয়েছে। কলকাতায় বৈঠক হলে জোটের অস্বস্তি বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন একাংশের নেতারা। কিন্তু কেন? কলকাতায় বৈঠকে সমস্যা কোথায়? বাংলায় কী ধাক্কা খাবে ইন্ডিয়া জোটের মসৃণতা? জোটের প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল পটনায়। তখনও অবধি জোট বাঁধার বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না বেশ কয়েকটি বিরোধী দলের নেতারা। সেই বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। নীতীশ-তেজস্বী জুটির ডাকে পটনার বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন ২০টির বেশি রাজনৈতিক দলের নেতারা। সেই বৈঠকের অবশ্য একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও ছিল। ইন্দিরা গান্ধি সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে বিরোধী দলগুলিকে একজোট করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অনেকটা সেই ধাঁচেই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে দলগুলিকে একত্রিত করার প্রয়াস শুরু করেছিলেন নীতীশ। সেই প্রয়াস সফল হয়েছিল। জোট বাঁধার বিষয়ে সম্মত হয়েছিলেন বিরোধী নেতারা। পরের বৈঠক আয়োজনের দায়িত্বে ছিল, ইন্ডিয়া জোটের সবথেকে বড় দল কংগ্রেস। তারা প্রথমে জানিয়েছিল, বৈঠক হবে কংগ্রেস-শাসিত হিমাচল প্রদেশের সিমলায়। পরে স্থান বদলে কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বলতে গেলে, এই সভা একপ্রকার কর্নাটকে কংগ্রেসের বড় জয়ের উদযাপন ছিল। শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। সেই সভাতেই জোটের নাম স্থির হয় 'ইন্ডিয়া'। পরের বৈঠকের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় মুম্বইকে। মূল আয়োজক ছিল উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা এবং শরদ পওয়ারের এনসিপি। দুই দলেই ভাঙন ধরিয়েছে বিজেপি। তার উপর শিবসেনা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির জোট সঙ্গী ছিল। তাই ইনক্লুসিভনেস বা অন্তর্ভুক্তির বার্তা দেওয়ার জন্য মুম্বই ছিল আদর্শ জায়গা। কিন্তু,

এরপর কোথায়? কোথায় হবে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক? সূত্রের খবর, আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব প্রস্তাব করেছিলেন কলকাতার নাম। লোকসভায় সাংসদ সংখ্যার নিরিখে ইন্ডিয়া জোটের দ্বিতীয় বড় দল তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোটের অন্যতম ভরকেন্দ্র। তাছাড়া, বাংলাই হল সেই রাজ্য, যেখানে মোদি-শাহের নির্বাচনী অশ্বমেধের ঘোড়া বাধা পেয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকেও সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই কলকাতার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তৃণমূল সরকারের শাসনে, কলকাতায় ইন্ডিয়া জোটের সভা করতে কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু, সূত্রের খবর লালুপ্রসাদের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। ইন্ডিয়া জোটের তিন শরিক-তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআইএম এবং কংগ্রেস-ইন্ডিয়া জোটের তিন শরিক দলই বাংলায় পরস্পরের বিরুদ্ধে যুযুধান। বাম-কংগ্রেস কিংবা তৃণমূল-কংগ্রেস এর আগে জোট গঠন করলেও, সিপিআইএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জোট-বাংলায় প্রায় অভাবনীয় বিষয়। আসলে তিন সভায় জোটের নাম, যৌথ কর্মসূচি, সোশ্যাল মিডিয়ায় যৌথ প্রচারের মতো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেও, ইন্ডিয়া জোট এখনও আসন ভাগাভাগির মতো গুরুত্বপূর্ণ অথচ অস্বস্তিকর বিষয়ের সমাধান করতে পরেনি। বিশেষ করে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলায়। এই অবস্থায় কলকাতায় ইন্ডিয়া জোটের সভা হলে, তৃণমূল এবং বাম নেতাদের একই মঞ্চে থাকতে হবে। বাংলার রাজনীতির প্রেক্ষিতে, যা তাদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাম নেতারা। সিপিআইএম দলীয় সূত্রে খবর, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট একেবারেই মানতে নারাজ বাংলার নেতা-কর্মীরা। এই অবস্থায় তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগাভাগি করলে দলই উঠে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাম নেতারা। বস্তুত ইতিমধ্যে তার ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে। মুম্বইয়ের মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সিপিআই নেতা ডি রাজার আলিঙ্গনের ছবি মোটেই ভালভাবে নেননি বাংলার সিপিআই নেতারা। দুই তরুণ নেতা সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, এই ছবি তাদের লজ্জিত করেছে। কলকাতায় একই মঞ্চে বাম-তৃণমূল নেতাদের দেখা গেলে, প্রতিবাদটা আর সোশ্যাল মিডিয়ায় নয়, একেবারে রাস্তায় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাম নেতারা। আসলে, বিজেপিকে পরাজিত করতে ইন্ডিয়া জোট গঠন হলেও, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার বিষয়ে একেবারেই নারাজ বাম নেতা-কর্মীরা। তাদের এই মনোভাবের আঁচ পেয়েই কলকাতায় ইন্ডিয়া জোটের সভা করার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন ইয়েচুরি, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবশ্য, বামেদের সঙ্গে মঞ্চ ভাগ করার বিষয়ে এতটা ছুৎমার্গ নেই। সূত্রের খবর, ঘরোয়া আলোচনায় তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব জানিয়েছে, কলকাতায় বৈঠকে অসুবিধা কোথায়? কেরলে বৈঠক হলে কি আমরা যাব না? তবে, বাংলার বুকে ইন্ডিয়া জোটের সভা তৃণমূলের সমস্যাও বাড়াতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

## গ্রামবাসীদের খোঁজখবর নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

বাগেশ্বর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শুক্রবার সকালে গরুড়ের কাছে ভাউনখোলা গ্রামে পৌঁছেছেন। এদিন তিনি গ্রামে পৌঁছে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন।এলাকাবাসীর সঙ্গে দেখা করে এলাকার সমস্যাগুলো শুনে নেন ধামি। তিনি গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেছেন, বিজেপি সরকার জনগণের উন্নতির জন্য কাজ করছে। প্রসঙ্গত, বাগেশ্বর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের প্রচারের জন্য ধামি এলাকায় সফর করেছেন।

## গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই তিনটি পরিবারের সর্বস্ব

তনুজ জৈন,মালদা,৩সেপ্টেম্বরঃ গভীর রাত্রে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই প্রায় তিনটি পরিবারের সর্বস্ব। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের হরিশ্চঃদ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের রহমতপুর গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আশরাফুল হকের বাড়িতে প্রথমে আগুন লাগে তারপর সেই আগুন সাদ্দাম আলীর বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষণিকের মধ্যে জ্বলতে থাকে আশরাফুল, মান্নান, ও সাদ্দাম আলীর বাড়ি সহ একটি গোয়ালঘর। কোনো রকমে বাড়ির লোকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। গভীর রাতে হঠা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাড়ি থেকে কোনো সামগ্রী বার করতে পারেন নি,আগুন দেখে আশেপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসেন। গ্রামের বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তারপর তুলশিহাটা দমকল কেন্দ্র থেকে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় কোন ভাবে আগুন নিযন্ত্রণে আসে। ততক্ষণে আগুনে তিনটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।আসবাবপত্রসহ ,বাড়িতে মজুদ থাকার বিভিন্ন শস্য ,সহ মূল্যবান সামগ্রী নিমিষের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সর্বস্ব হারিয়ে সরকারি সাহায্যের দাবি তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি পরিবারের সদস্যরা।কি ভাবে আগুন লেগেছে তা সঠিক জানা যাচ্ছে না। তবে আনুমান করা যাচ্ছে শর্ট সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে।হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অনির্বাণ বসু বলেন, ব্লক থেকে ত্রানের ব্যবস্থা করা হবে।

## প্রয়াত রায়গড় নগরের চেম্বারের সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ আগরওয়াল

রায়গড়, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্রয়াত ছত্তিশগড়ের রায়গড় নগরের চেম্বারের সভাপতি ৭১ বছর বয়সী রাজেন্দ্র প্রসাদ আগরওয়াল। শনিবার গভীর রাতে জিন্দাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সারা জীবন জনসাধারণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন ।বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। দুই ছেলে জয় আগরওয়াল, সুরজ আগরওয়াল এবং চার মেয়ে সহ একটি বড় পরিবার রেখে গেছেন তিনি। রবিবার বিকেল সাড়ে ৩ টে নাগাদ বাসভবন থেকে তাঁর শেষ যাত্রা বের হবে। কেয়াঘাটের মুক্তিধামে তাকে দাহ করা হবে। তার আকস্মিক মৃত্যুর খবরে সামাজিক, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে।

## পিলিভীতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত লখনউয়ের চার

পিলিভীত, ৪ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার ভোরে উত্তর প্রদেশের পিলিভীতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চারজনের। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছেপুলিশ জানিয়েছে, লখনউ খাদ্রার বাসিন্দা ২৫ বছর বয়সী আবদুল্লাহ একটি অল্টো গাড়িতে তার পরিবারের সাথে রাত ১১ টায় নৈনিতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। এদিন ভোররাতে খুতার হাইওয়ের গাড়ওয়াখেদার কাছে একটি দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানকে তার গাড়িটি ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় আব্দুল্লাহ, তার স্ত্রী সায়মা, ২৯বছরের নাসিম, ১৮ বছর বয়সী মরিয়ম এবং আট মাসের শিশু ঘটনাস্থলেই মারা যায়। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা আরও দুইজন গুরুতর আহত হন। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার বিষয়টি পরিবারকে জানানো হয়েছে।

# ভারতে আসন্ন জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের শেষ হাসিনা-মোদি বৈঠকের সম্ভাবনা১০ সেপ্টেম্বর

শ্যামল সান্যাল,ঢাকাঃভারতে আসন্ন জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিনে আগামী ১০সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ওভারতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।এতে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।বৈঠক শেষ করে ওইদিন রাতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরেএসে পরদিন ঢাকায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ।প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ ও ভারতের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদির মধ্যে এটিই হচ্ছে শেষ দ্বিপক্ষীয় বৈঠক।বৈঠককে কেন্দ্র রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলের দৃষ্টি এখন দিল্লিতে। ওই বৈঠকের সময় সদ্য নির্মিত আখাউড়া-আগরতলা রেললাইন উদ্বোধন করতে পারেন দুই প্রধানমন্ত্রী।সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সম্মেলনগুলোর একটি জি-২০ কে সামনে রেখে বাংলাদেশ ' নিচ্ছে।সম্মেলনে বাংলাদেশ কি বলবে, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সংযোগ কীভাবে ঘটাবে-তার সব বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে।তবে ওই সম্মেলনে বাংলাদেশ দুটো অংশে গুরুত্ব দিচ্ছে।এর একটি হচ্ছে,সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি এবংপরের অংশে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক।এরই মধ্যে ৩১ লআগষ্ট বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ' ঃঢাকা থেকে নয়াদিল্লি' শীর্ষক একটি সেমিনারেরও আয়োজন করে। দিনব্যাপী এই সেমিনারে জি-২০ সম্মেলনকে ঘিরে নানা বক্তব্য উঠে আসে। প্রসঙ্গত,আগামী ৯-১০সেপ্টেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে দুই দিনব্যাপী জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। এতে বাংলাদেশ সম্মানিত বোধ করছে।জি-২০তে বাংলাদেশের প্রত্যাশার কথা জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড.এ কে আব্দুল মোমেন ভোরের কাগজকে বলেন,মোটা দাগে ৬টি বিষয় নিয়ে সম্মেলনে বাংলাদেশ কথা বলবে।এছাড়াও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের জন্য একটি সূচি নির্ধারিত হয়েছে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর এই বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, জি-২০সম্মেলন এবং দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ' ওস্থিতিশীলতা চাইলে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই'-কথাটি গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাইবে বাংলাদেশ।বাংলাদেশের উপহাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যম এএনআইকে বলেন, নয়াদিল্লির তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক নিশ্চিত করা হয়েছে যদিও তারিখ এবং সময় এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করা হয়নি। আসন্ন জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশের এই কূটনীতিক বলেন, আমরা জি-২০র ফলাফল নিয়ে খুবই আশাবাদী।আমরা আমন্ত্রিত দেশ হিসেবে এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছি। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দেখেছি,ভারত নিজেকে একটি নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। সংস্থাটির সভাপতি হিসেবে ভারত লক্ষ্য অর্জন করেছে।তিনি বলেন,বাংলাদেশ জি-২০ র সদস্য না হলেও জি-২০র নেয়া সিদ্ধান্তগুলো সব উন্নয়নশীল দেশকে প্রভাবিত করেছে। তারমতে,যখন আমাদের নিকটতম বন্ধুদের মধ্যে একজন সেই সংস্থার সভাপতি হন, তখন এটি অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করে।নথিপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে, আগামী ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর প্রগতি ময়দানের আইটিপিও কনভেনশন সেন্টারে ' মন্ডপম'-এ জি-২০শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।এটি হবে ভারত তথা দক্ষিণএশিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রথম জি-২০শীর্ষ সম্মেলন।জি-২০ নয়াদিল্লি শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।ভারতের সভাপতিত্বে সংস্থাটির কার্যক্রম২০২২ সালের পয়লা ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল। এর আগে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ২০২২সালের শীর্ষ সম্মেলনের পর ভারত এর সভাপতি হয়।সম্প্রতি মাসিক মন কি বাত রেডিও সম্প্রচারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ভারত জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত এবং ৪০টি দেশের প্রধান এবং অনেক বৈশ্বিক সংস্থা এতে অংশ নিতে দিল্লিতে আসছেন।ভারত জি-২০কে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক ফোরামে পরিণত করেছে।ভারতের আমন্ত্রণে আফ্রিকান ইউনিয়নও জি-২০তে যোগ দিয়েছিল এবং আফ্রিকার জনগণের কণ্ঠস্বর বিশ্বের এই গুরুত্বপূর্ণপ্ল্যাটফর্মে পোঁছেছে। সংশ্লিদের মতে, জি-২০তে বাংলাদেশ কেন গুরুত্বপূর্ণ-প্রশ্নটি ঘুরেফিরে আসছে। একেক বিশ্লেষক একেকরকম উত্তর দিয়েছেন।তাদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক তাদের সম্পর্কেরসোনালি অধ্যায়'পার করছে। এই দ্বিপক্ষীয় বন্ধুত্বের উপর সীলমোহর দিতেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের বিশেষ অতিথি হিসেবে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন।এতে বাংলাদেশকে অতিথি হিসেবে ভারতের আমন্ত্রণ দেশটি তার নিকটতম প্রতিবেশীকে ' ফ্রেন্ড'হিসেবে উচ্চ অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে।ভারতের কাছে বাংলাদেশ কেন গুরুত্বপূর্ণ-এমন প্রশ্নের বিশ্লেষণে জানা গেছে,২০২১-২২ সালে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।মহামারি সত্ত্বেও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২০১৯ সালের ৯ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২১ সালে১৪ শতাংশ হারে বে।ছেে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক অংশীদারত্ব বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির একটি হিসেবে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে ভারতের জন্য আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভৌগোলিকভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবংভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলোর মধ্যে অবস্থিত বাংলাদেশ তার বাণিজ্য এবং যোগাযোগ উন্নত করার জন্য কাজ চলছে।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাধিকবার ভারতকে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসাম ও ত্রিপুরাকে উপকৃত করবে।দুই দেশের বাণিজ্যের জন্য বেশ কিছু নতুন পোর্ট অফ কল এবংপ্রোটোকল রুট যুক্ত করা হয়েছে। সড়ক যোগাযোগ আরো উন্নত করার জন্যে ২০২১সালে ফেনী নদীর উপর মৈত্রী সেতু নির্মিত হয়েছে,যা ভারতের ত্রিপুরার সাব্রুমকে বাংলাদেশের রামগ।রে সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।সদ্য উদ্বোধন হওয়া পদ্মা সেতুওদুই দেশের মধ্যে সংযোগ উন্নত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। রেল সংযোগের দিক দিয়ে ২০২২ সালে উত্তর পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকা পর্যন্ত মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন হয়েছে। আখাউড়া-আগরতলা রেললাইন আগামী ১০ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হচ্ছে।রিজিওনাল কানেক্টিভিটি বাদ দিলে,অশান্তিপূর্ণ উত্তর-পূর্ব ভারতকে শান্তি এনে দিয়েছে বাংলাদেশ।এর ফলে নিরাপত্তা ইস্যুতে বাংলাদেশ ভারতের কাছে অসামান্য অংশীদার হয়েছে। বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ' মনোভাব বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি গোষ্ঠী সীমান্ত থেকে নিশ্চিহ্ন হওয়ায় ভারত উপকৃত হয়েছে।জানতে চাইলে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ওয়ালিউর রহমান বলেন,উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বিশ্বে উদাহরণ তৈরি করেছে।এরফলেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জি-২০তে আমাদের আমন্ত্রণ দিয়েছেন এবং আমরা তাতে যোগ দিচ্ছি। এটা আমাদের জন্য খুব ভালো হয়েছে।এরআগে গত ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ঢাকায় ' সম্মেলনঃঢাকা থেকে নয়াদিল্লি' শীর্ষক সেমিনারে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা বলেছিলেন, বাংলাদেশকে গুরুত্ব দেয় ভারত। এ জন্য জি-২০ সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও স্বাগত জানাতে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

# আদিবাসী পড়ুয়াদের পাশে মঙ্গলকোট পুলিশ ও ভলেন্টিয়ার

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,মঙ্গলকোটঃ মঙ্গলকোটের চাণক গ্রামে আদিবাসী পাড়ায়পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু বিদ্যালয়ে মঙ্গলকোট থানার পক্ষ থেকে এক মহতি উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। দেড়শ পড়ুয়া বিশিষ্ট এই বিদ্যালয়ে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার ফ্রি কোচিং নিতে দেখা যায় পুলিশ অফিসারদের। আজকে থেকে শুরু হয।এর আগে পুলিশ দিবস শুক্রবার আ।।ইশো খাতা, বই,পেন্সিল, কলম, স্লেট সহ বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী সহ টিফিন তুলে দেওয়া হয়। সকলের হাতে ।এই মহতি উদ্যোগ পুরোভাগেই ছিলেন

স্থানীয় থানার আইসি পিন্টু মুখার্জি,চাণক পঞ্চায়েত প্রধান সহ এলাকাবাসীরা।মঙ্গলকোট থানার আইসি পিন্টু মুখার্জি জানান - গত বছর আগস্ট মাসে আমাদের জেলার পুলিশ সুপার ও স্থানীয় বিধায়ক এই শিক্ষাকেন্দ্রে ফ্রি কোচিং সেন্টার উদঘাটন করেন।আদিবাসীদের দুস্থ পড়ুয়াদের শিক্ষার প্রসারের জন্য আমরা সর্বদাই পাশে আছি। এর আগে রাখী বন্ধন পালন করে কৈচর গ্রামে।ঐ দিন জেলায় রক্ত ঘাটতি পূরণ করার জন্য রাখী বন্ধন সাথে ১৫৬ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরী কর্মাধ্যক্ষ মাহবুব চৌধুরী ও রেজাউল মুন্সী। কাটোয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কৈশিক বসাক।ফাড়ী ইনচার্জ সাইফুল সেখ ও মঙ্গলকোটর আই সি পিন্টু মুখার্জী সহ আরো অনেক।

# বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে কাজের ধারার বিপুল এক পরিবর্তন

অতুল কুমার তিওয়ারী, দক্ষতা বিকাশ ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের সচিব(নয়াদিল্লি)ঃবর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে কাজের ধারার বিপুল এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমাদের সামনে চতুর্থ পর্যায়ের শিল্প বিপ্লব, জ্বালানী ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে কাজের ভবিষ্যতে কিছু পরিবর্তন আসছে। যার ফলে, 'কাজ', 'কর্মক্ষেত্র' এবং 'শ্রমিক'-এর সম্পর্কে ধারণায় পরিবর্তন ঘটছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত নানা পরিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করছি। নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উন্নত জ্ঞান এবং সামাজিক ক্ষেত্রে আবেগের মিশ্রণের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। কাজের ভবিষ্যতের বিষয়ে আর্থসামাজিক প্রতিটি স্তরে একদিকে যেমন নতুন নতুন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, পাশাপাশি আমরা সংশয়ের দোলাচলেও রয়েছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের বিষয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠক হল এধরনের আলোচনার যথাযথ মঞ্চ। সারা পৃথিবীর মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ এই দেশগুলি থেকেই পাওয়া যায়। আবার বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশই জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির নাগরিক। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কী ধরনের কাজ তৈরি হবে এবং সেই কাজে মানব সমাজের কল্যাণের জন্য কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা উপযুক্ত হবে, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনার আদর্শ স্থান জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠক। ভারতের সভাপতিত্বে এই গোষ্ঠীর আলোচনায় যেসব গুরুত্বপূণ উৎপাদানগুলিকে বিবেচনা করা হচ্ছে সেগুলি হল - দক্ষতা, কৌশল এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবনের পথে চলতে চলতে শিক্ষালাভ এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। সারা বিশ্বের জন্য যা প্রাসঙ্গিকও বটে। নতুন নতুন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা যাতে যুবসমাজ অর্জন করতে পারে তার জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলতে হবে। আজ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা, বিগ ডেটা, কৃত্রিম মেধা সহ অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের চতুর্দিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল ব্যবস্থাপনায় কাজের ভবিষ্যতের নতুন নতুন উৎপাদান সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি। এর ফলে একদিকে যেমন উপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং তার ব্যাপ্তি নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। বেশকিছু উন্নত অর্থনীতির দেশে ২০৫০ সালের মধ্যে মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশের কম মানুষ কর্মক্ষম থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জনসংখ্যাজনিত এধরনের তথ্য সারা বিশ্বের কাছে উদ্বেগের অন্যতম কারণ। জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শিক্ষা ও শ্রম সংক্রান্ত কর্মগোষ্ঠী এই বিষয়গুলি নিয়ে মতবিনিময় করেছে। তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য বেশকিছু বিষয় চিহ্নিত করেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - স্কুল ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষাদান এবং পাঠদান প্রক্রিয়াকে আরও আকর্ষণীয় ও উন্নত করে তোলা। ২০২০-র জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রক বিভাগ ও রাজ্যজুড়ে শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি অভিন্ন ক্রেডিট সঞ্চয় ও স্থানান্তরের ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এরফলে ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে যাঁরা উত্তীর্ণ হচ্ছেন তাঁরা অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন। কাজের ভবিষ্যতের জন্য এমন এক জনসম্পদ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে সেই জনসম্পদের সদস্যরা নানা ধরনের কাজ করতে সক্ষম হবে। তাদের সৃজনশীলতা, দক্ষ বিশ্লেষণাত্বক ভাবনা-চিন্তা করতে হবে যার মাধ্যমে ভবিষ্যতের অর্থনীতির চাহিদা পূরণ হয়। উৎপাদন ক্ষেত্র এবং পরিষেবা - দুটি ক্ষেত্রেই দ্রুত দক্ষতার মূল্যায়নের প্রয়োজন। কারণ, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনায় গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে হবে। স্থানীয় স্তর, জেলা, রাজ্য এবং জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে। প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজের ভবিষ্যকে যুক্ত করার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ, সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য বিশেষ সুযোগ তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবেই অর্থনীতির নতুন নতুন সমস্যাগুলি সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসবে। ভারতের নেতৃত্বে গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনা করে তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। একই সঙ্গে জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এই দেশগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র ইতিমধ্যেই জনসংখ্যা এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত নানা সমস্যার সম্মুখীন।

## দিল্লিতে আয়োজিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ৩০০টির বেশি ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃরাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত আসন্ন জি-২০ শিখর সম্মেলনের দরুণ ৩০০টিরও বেশি ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে।যেসব ট্রেন চলাচলে সমস্যা তৈরি হবে সেগুলির তালিকা উত্তর রেলের তরফে এক্স (ট্যুইটার) হ্যান্ডেলের মাধ্যমে শেয়ার করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে ইন্টারসিটি ও এক্সপ্রেস ট্রেনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উত্তর রেলওয়ে এক্সের মাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছে, ৯ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে আয়োজিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের জন্যই ট্রেন পরিচালনা প্রভাবিত হবে।উত্তর রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য এই ট্রেনগুলি ৮ থেকে ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাতিল করা হয়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই ট্রেনগুলির গন্তব্য পরিবর্তন করা হয়েছে। যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে, জম্মু তাউই-নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, তেজস রাজধানী হজরত নিজামউদ্দিন এক্সপ্রেস, বারাণসী-নিউদিল্লি এক্সপ্রেস সহ ৭০টি ট্রেনের থামার জন্য অতিরিক্ত স্টেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩৬টি ট্রেনের প্রস্থান এবং গন্তব্য স্টেশন পরিবর্তন করা হয়েছে। রেলের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জি-২০ সম্মেলনের সময় দিল্লির কিষাণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে তিনটি ট্রেন থামবে না।

## ফের অসুস্থ সনিয়া গান্ধী, ভর্তি দিল্লির হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী। শনিবারই দিল্লির একটি হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানা যাচ্ছে হাসপাতাল সূত্রে।শুক্রবারই মুম্বইয়ে বিরোধী জোট ' বৈঠক সেরে দিল্লি ফেরেন তিনিন। তার পরই শনিবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে খবর। সনিয়ার বুকে সংক্রমণ রয়েছে। তাঁর গায়ে হালকা জ্বরও রয়েছে। ইতিমধ্যেই লোকসভার বাদল অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন তিনি। লোকসভা ভোটের মুখে বিজেপি বিরোধী জোট ' তিনটি বৈঠকের মধ্যে দু'টি বৈঠকেই সশরীরে উপস্থিত থেকেছে। জুলাইয়ে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন। অগস্টের শেষ মুম্বইয়ে দু'দিনের বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন সনিয়া। সেখান থেকে ফেরার পরই তাঁর বুকে সংক্রমণের সমস্যা নতুন করে দেখা দেয়। সূত্রের খবর, তার পর তড়িঘড়ি দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়ে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সনিয়াকে। উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল সনিয়াকে।

## হিমাচলে বৃষ্টির জেরে জাতীয় সড়ক সহ ১১২টি রাস্তা অবরুদ্ধ

শিমলা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টির জেরে জাতীয় সড়ক সহ ১১২টি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।রবিবার সকাল থেকে হিমাচল প্রদেশে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ৩০৫ জাতীয় সড়ক সহ ১১২টি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। তারফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। স্টেট এমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। এছাড়াও ১২টি জল সরবরাহ প্রকল্প ব্যাহত হয়েছে।এছাড়াও গত ২৪ ঘন্টায় একটি আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। জুনের শেষের দিকে বর্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে হিমাচলে ৪০০ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানিয়েছে, প্রায় সব মিলিয়ে ১২ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে হিমাচল প্রদেশে। এনডিআরএফ আরও জানিয়েছে, প্রায় ১৩৬ জন মানুষ ভূমিধসের ফলে প্রাণ হারিয়েছেন এবং ২৩১ জনের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে।হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু সরকার হিমাচলকে 'প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা' বলে ঘোষণা করেছেন। সরকারি আধিকারিকরা স্বীকার করেছেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

## হকি-৫ এস এশিয়া কাপ জেতার জন্য প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় পুরুষ হকি দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী এশিয়া কাপ বিজয়ী পুরুষ হকি দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স ( ট্যুইট)-এর মাধ্যমে অভিনন্দন জানান। তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে পোস্টে লেখেন, হকি-৫ এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় পুরুষ হকি দলকে তাদের অসাধারণ জয়ের জন্য অভিনন্দন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এটি আমাদের খেলোয়াড়দের অটল উসর্গের প্রমাণ এবং এই জয়ের মাধ্যমে আমরা আগামী বছর ওমানে হকি-৫ বিশ্বকাপে আমাদের জায়গাও নিশ্চিত করেছি। আমাদের খেলোয়াড়দের দৃঢ়তা আমাদের দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে।উল্লেখ্য, ভারত পেনাল্টি শুটআউটের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ওমানের সালালায় পুরুষদের হকি-৫ এস এশিয়া কাপ, ২০২৩ জিতেছে। পাকিস্তান ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল, কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়রা চূড়ান্ত বাঁশি বাজানোর আগে খেলাটি ৪-৪-এ সমতা আনে।

## পুনে থেকে ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় ঢুকে পড়া নকল সেনা অফিসার গ্রেফতার

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বর ঃপুনে থেকে এক ভুয়ো সেনা অফিসারকে গ্রেফতার করল রেল পুলিশ। এবছর ১৫ আগস্ট নকল সেনা সেজে ধৃত ব্যক্তি লালকেল্লায় ঢুকে পড়েছিল বলে অভিযোগ।ধৃত ব্যক্তির নাম নীরজ বিক্রম বিশ্বকর্মা। সে উত্তরপ্রদেশের ইটাওয়া জেলার বাসিন্দা বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুনে রেলওয়ে পুলিশ জানিয়েছে, নীরজ বিশ্বকর্মা সেনা অফিসারের ইউনিফর্মে পুনে রেলওয়ে চত্বরে চলাফেরা করছিল। তখন রেলওয়ে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রথমে সে এলোমেলো উত্তর দেয়। এরপর তার কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া হলেও তার থেকে কোনও সদুত্তর মেলেনি। নীরজের ইউনিফর্মে নেমপ্লেট, প্যারা ব্যাচ, লেফটেন্যান্টের ব্যাচ ছিল।জিআরপি সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ডেকে নীরজের বিষয়ে তদন্ত করলে সে ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। এরপর নীরজকে গ্রেফতার করে রেল পুলিশ। তদন্তে জানা গিয়েছে, নীরজ বিশ্বকর্মা সেনা অফিসারের ইউনিফর্ম পরে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রায়ই ঘুরে বেড়াতো। জানা গিয়েছে, নীরজ ১৫ আগস্ট লাল কেল্লার প্রাচীরে পতাকা উত্তোলনের সময় সামরিক ইউনিফর্ম পরে পাস ছাড়াই প্রবেশ করেছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে সামরিক অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সঙ্গে ছবিও তোলে নীরজ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬০ জন

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬০ জন । শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যুর কোনও ঘটনা সামনে আসেনি । এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৪২ জন।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫১০ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০২৩। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৪,৭৯৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮২ শতাংশ।

## উত্তর প্রদেশে জাতীয় সড়কের ধারে টিনের বাক্স থেকে তরুণীর অর্ধদগ্ধ দেহ উদ্ধার

লখনউ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরপ্রদেশে জাতীয় স।কের ধারে টিনের বাক্স থেকে তরুণীর অর্ধদগ্ধ দেহ উদ্ধার ঘিপরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। তাঁর মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।জানা গেছে, শনিবার রাতে উত্তরপ্রদেশের ভদোহী জেলার লালা নগর টোল প্লাজার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি সন্দেহজনক বাক্স পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। বাক্সটি থেকে পোড়া গন্ধ বার হচ্ছিল বলে জানান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাক্সের ভিতর থেকে তরুণীর আধপোড়া দেহ উদ্ধার করে। তরুণীকে যাতে শনাক্ত করা না যায়, তা নিশ্চিত করতেই দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের দাবি।রবিবার পুলিশ সূত্রে খবর, বাক্সের ভিতর তরুণীর দু'টি পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা ছিল। মুখ থেকে কোমর পর্যন্ত পেট্রল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছে। মুখ ঝলসে যাওয়ায় তাঁকে শনাক্ত করতে সমস্যা হচ্ছে। তবে তরুণীর বয়স ২০ বছরের কাছাকাছি বলে অনুমান পুলিশের। শনিবার রাতে পুলিশ কুকুর দিয়ে এলাকার তল্লাশি চালানো হয়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৪সেপ্টেম্বর ঃসোমবার, ১৭ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৪সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৭ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৭ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৬ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০৪ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৬৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে কিন্তু ভ্রমণ ধকলসাধ্য এবং চাপের প্রমাণিত হতে পারে।

**বৃষভ রাশিঃ**আপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন, বিশেষ করে পার্টিতে

**মিথুন রাশিঃ**অপ্রত্যাশিত ভ্রমণ ক্লান্তিকর হতে পারে যা আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আপনার শরীরকে তেল দিয়ে মালিশ করা পেশীগুলিকে আরাম দেবে।

**কর্কট রাশিঃ**যদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।

**সিংহ রাশিঃ**আপনার আবেগপ্রবণ স্বভাব আপনার স্বাস্থ্যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

**কন্যা রাশিঃ**আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার হবে

**তুলা রাশিঃ**সংসারে শান্তি হবে। বাড়িতে অতিথি আসবে আজ

**বৃশ্চিক রাশিঃ**যেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা ।

**ধনু রাশিঃ**শরীরে ব্যথা বেদনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না। অর্থ যে কোনও সময় প্রযোজন হতে পারে, তাই আপনার আর্থিক পরিকল্পনা হবে

**মকর রাশিঃ**আপনার দীর্ঘায়িত অসুস্থতার সাথে লড়াই করার সময় উপলব্ধি করুন যে আত্ম বিশ্বাসই হল বীরত্বের সারবত্তা। কোন দীর্ঘ-স্থায়ী লগ্নি এড়িয়ে চলুন এবং বাইরে গিয়ে আপনার ভালো বন্ধুর সাথে কিছু সুখপ্রদ

**কুম্ভ রাশিঃ** বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।

**মীন রাশিঃ**আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা আপনার সময়ের বেশির ভাগটাই দখল করবে। আপনার প্রেম জীবন

# অরূপ রায়ের নেতৃত্বে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এলাকার সব পুজো কমিটিগুলোকে নিয়ে ফোরাম ফর দুর্গোৎসব

শ্রেয়া আদক, হাওড়া,৩ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এলাকার সকল পূজো কমিটিগুলোকে নিয়ে ফোরাম ফর দুর্গোৎসব, হাওড়া নামের এক সংগঠন তৈরি করা হলো। ওই 'অরাজনৈতিক' সংগঠনের তরফ থেকে রবিবার সকালে শরৎ সদনে আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ওই বৈঠকের পৌরোহিত্য করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী তথা ফোরামের আহ্বায়ক অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন বেলুড় মঠের স্বামী মুক্তেশানন্দজি মহারাজ, হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল রাজকুমার শর্বরী, হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, বিধায়ক প্রিয়া পাল, কল্যাণ ঘোষ, গৌতম চৌধুরী, এডিএম পঞ্চায়েত সৌমেন পাল, সমাজসেবী সংগঠক সত্যব্রত সামন্ত, শ্যামল মিত্র, ভাস্কর ভট্টাচার্য, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, অরূপেশ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। এই বৈঠকে হাওড়া শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন থেকেই এই ফোরাম আনুষ্ঠানিকভাবে তার পথ চলা শুরু করলো। এদিন হাওড়া কমিশনারেট এলাকার মোট ১,৩৩২টি পুজো কমিটির মধ্যে প্রায় ৯০০র বেশি পুজো কমিটি অংশ নিয়েছিল বলে ফোরামের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরূপ রায় বলেন, একতাই বল। হাওড়ার রেজিস্ট্রার্ড দুর্গা পুজোগুলো ঐক্যবদ্ধ করে আগামী দিনে আমরা এগিয়ে যাব। এদের নিয়ে একটা ফোরাম তৈরি হয়েছে। ফোরামের লক্ষ্য হাওড়া পুজোর ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ইউনেস্কো কলকাতার পুজোকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে। সেই লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এই ফোরামে রাজনীতির কোনও গন্ধ নেই। সকল পুজো কমিটিকেই ডাকা হয়েছে। রাজনীতির বাইরে ফোরাম তৈরি করা হয়েছে। এই ফোরাম সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবে। হাওড়া প্রায় ১,৩৩২ রেজিস্ট্রার্ড পুজোর মধ্যে ৯০০ পুজোর কর্মকর্তারা এদিন অংশগ্রহণ করেছেন। হাওড়ার উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রতিমা দর্শনের যাতায়াতে সমস্যা আছে। সেই ব্যাপারটি পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যাতে সমন্বয় ঠিক হয়। উত্তর ও দক্ষিণের যোগাযোগ যাতে ঠিক থাকে। এদিন ফোরামের প্রথম সভায় অরূপ রায় বলেন, আগেই এই ধরনের ফোরাম করা উচিত ছিল। অনেক দেরিতে হলো। মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাবো কারণ তিনি উপলব্ধি

করেছিলেন কিভাবে ক্লাবগুলো কষ্ট করে দুর্গাপূজার আয়োজন করে থাকে। এবার ৭০ হাজার টাকা করে দেবার কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। সত্যিই ক্লাবগুলো এতে খুবই উপকৃত হবে, বিশেষ করে যারা খুবই কষ্ট করে পূজোর আয়োজন করে থাকে। হাওড়া কমিশনারেট এলাকায় এই ফোরাম তৈরি করা হলো। এর আগে অনেকে ছোট করে কোথাও কোথাও ফোরাম তৈরি করে থাকতে পারেন। তবে আমরা গোটা কমিশনারেট এলাকা জুড়ে এই ফোরাম তৈরি করলাম। আমরা আজকে থেকে ঐক্যবদ্ধ হলাম। আজ আমাদের পথ চলা শুরু হলো। এরপর এই ফোরামের কমিটি তৈরি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপূজাকে আলাদা মাত্রা দিয়েছেন। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে কলকাতার পুজো। কলকাতার পূজো যখন ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে তখন হাওড়ার পূজো যেন স্বীকৃতি পায় আমরা এটাই চাই। কলকাতার সঙ্গে সমান তালে হাওড়াও এগিয়ে চলুক। হাওড়ার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাক এটাই আমরা চাই। সারা বছর ধরেই এই ফোরাম কাজ করবে। বছরে অন্তত একটা করে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা, শীতকালে একটা করে স্পোর্টসের আয়োজন করা, বছরের শেষে একটা করে পিকনিক করা এরকম বিভিন্ন কর্মসূচি বছর ভর রাখতে হবে। সারা বছর আমাদের মিলিত হতে হবে। সেখানে সকলের মতামত নিতে হবে। আপাতত আমরা ৫৬, মহাত্মা গান্ধী রোডে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এর অফিসে আমাদের অফিস করেছি। এবার কাঠামো তৈরি করে একটা রেজিস্ট্রেশন করা, এভাবেই আমাদের ধাপে ধাপে এগোতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, এই ফোরাম হাওড়ার সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করবে সারা বছর এটাই আমরা আশা করব। বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, এই ধরনের ফোরাম অনেক আগেই তৈরি করা উচিত ছিল। কলকাতার পাশাপাশি হাওড়ার পুজোরও প্রতিযোগিতা আছে, থাকবে।'

# দিনভর ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,৩ সেপ্টেম্বর ঃ বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। রবিবার দিনভর ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা ছিল।এদিকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কমতে পারে বৃষ্টি। বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। সোমবার নতুন একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে বঙ্গোপসাগরে, যা নিম্নচাপের রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর এই দুইয়ের প্রভাবেই বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩২ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত ২৪ ঘণ্টায় শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি এবং রবিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৯৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬৫ শতাংশ। এদিন কলকাতায় দিনভর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। একই পরিস্থিতি থাকবে সোমবারও। মঙ্গলবার থেকে ফের একবার হাওয়া বদলের সম্ভাবনা। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে উপকূলের জেলাগুলিতে রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে হতে পারে বৃষ্টিপাত। সোমবার আরও বৃষ্টি বাড়তে পারে। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই রয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। সোমবারও একই পরিস্থিতি বজায় থাকবে। বৃষ্টিপাত সামান্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে মরশুমের শুরু থেকেই অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টিপাত পেয়েছে উত্তরবঙ্গ। গত সপ্তাহেও সেখানে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। কিন্তু, ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গেও কমবে বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এই জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কোথায় ভারী বৃষ্টিপাত হবে না।

# ভোজুডি এবং পোকলা স্টেশনে ট্রেনের নতুন স্টপেজ

কলকাতা, ৩রা সেপ্টেম্বর ঃ যাত্রীদের সুবিধার জন্য, পরবর্তী পরামর্শ পর্যন্ত নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ভোজুডি এবং পোকলা স্টেশনে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ দেওয়া হবে। ভোজুডিতে ট্রেনের স্টপেজ ১২৮১৫।১২৮১৬ পুরী-আনন্দ বিহার-পুরী এক্সপ্রেস, ০৬.০৯.২০২৩ থেকে শুরু হওয়া যাত্রা পুরী এবং আনন্দ বিহার উভয়ই ভোজুডিতে থামবে। ও ১৩৩০১১৩৩০২ ধানবাদ-টাটানগর-ধানবাদ এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৬.০৯.২০২৩ থেকে ধানবাদ এবং টাটানগর উভয়ই ভোজুডিতে থামবে। পোকলায় ট্রেনের স্টপেজ ও ১৮৪৫১১৮৪৫২ হাতিয়া-পুরী-হাতিয়া এক্সপ্রেস যাত্রা শুরু হচ্ছে ০৭.০৯.২০২৩ থেকে হাতিয়া এবং পুরী উভয়ই পোকলায় থামবে।

# উত্তরপাড়ায় দাঁড়িয়ে একাধিক ট্রেন, যাত্রী বিক্ষোভ চরমে

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবারের ছুটির দিনে বিঘ্নিত উত্তরপাড়ায় ট্রেন চলাচল। যার জেরে চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা। সকাল দশটা থেকে অনিয়মিত হয়ে পরে ট্রেন। পৌনে এগারোটা থেকে ডাউন লাইনে বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল। কোন্নগর এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে ডাউন শেওড়াফুলি লোকাল। রেল সূত্রে খবর, উত্তরপাড়া স্টেশনে নন ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য পাওয়ার ব্লক হয়। যার জেরে বিঘ্নিত হয় ট্রেন চলাচল। একাধিক লোকাল দাঁড়িয়ে পড়ে। তবে আপ লাইনের ট্রেন স্বাভাবিকভাবেই চলে। এ দিন বিকাল চারটে পর্যন্ত এই সমস্যা থাকবে বলে জানিয়েছেন পূর্ব রেলের মূখ্য জনসংযোগ আধিকারীক কৌশিক মিত্র, কিন্তু রাতেও কাজ চলেছে। এ দিকে, সঠিক সময়ে ট্রেন না চলায় ক্ষুব্ধ ট্রেন যাত্রীরা। রেল চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। এক নিত্যযাত্রী বলেন, আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। এক ঘণ্টার উপরে কোন্নগর স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আরও এক নিত্য যাত্রী বলেন, কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি। কোনও টাইম নেই। আমাদের কাজের দেরী হয়ে যাচ্ছে। হাওড়া যাচ্ছিলেন আরও এক নিত্যযাত্রী, তিনি বলেন, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। প্রত্যকটা স্টেশনে দশ থেকে পনেরো মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন।

## সাঁপুইপাড়ায় প্রকাশ্যে শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার পশ্চিম শান্তিনগর সাঁপুইপাড়ায় প্রকাশ্যে চলে এলো শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। রবিবার সকালে তৃণমূল নেতা তারক দাসের বাড়িতে হামলা চালায় দলেরই অপর গোষ্ঠীর লোকজন। তবে যার বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তিনি আগে বিজেপি করতেন বলে তারকবাবুর অভিযোগ। সম্প্রতি তিনি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন এবং এরপরই এই হামলা। তবে কি কারণে আজকের ঘটনা তা এখনো জানা যায়নি। এদিন সকালে রীতিমতো শাবল নিয়ে অপর গোষ্ঠীর লোকজন তারক দাসের বাড়িতে হামলা চালায়। বাড়ির গেটে ভাঙচুর করা হয়।

# পানাগড়ে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসের পরীক্ষামূলক যাত্রাবিরতি স্থগিত

কলকাতা, ০৩ সেপ্টেম্বর ঃ পানাগড় স্টেশনে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসের যাত্রাবিরতির বিষয়ে ২.৯.২০২৩ তারিখে জারি করা পূর্ববর্তী প্রেস রিলিজের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে পরবর্তী পরামর্শ না দেওয়া পর্যন্ত ১৫০৪৭১৫০৪৮ কলকাতা-গোরক্ষপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসের পরীক্ষামূলক যাত্রাবিরতির প্রস্তাব স্থগিত রাখা হয়েছে।

**ভুলসংশোধন**

গত রবিবার ৩।০৯।২০২৩ তারিখের দুরন্ত বার্তার প্রথম পাতায় ভুলবসতঃ অশোক গেহলট-র ছবির পরিবর্তে অনুব্রত মন্ডলের ছবি ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী। সম্পাদক।

# 'সেভ লাইভ সেভ ড্রাইভ' সচেতনতা বাড়াতে অশোকনগরে মিছিল

দুরন্ত বার্তা, অশোকনগর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে পথ চলতি যানবাহন চালকদের সচেতন করতেই পথে নেমে মিছিলের মাধ্যমে একটি প্রচারের আয়োজন করেছে mount zion school সকল ছাত্রছাত্রী সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকরাও, এই র‍্যালিতে সকল ছাত্রছাত্রীরা সক্রিযভ়াবে বিভিন্ন ট্যাগ ফ্লেস্ক মাধ্যমে ও স্লোগানের মাধ্যমে প্রচারে নেমেছিল, অশোকনগর চৌরাঙ্গী মোর থেকে অশোকনগর ৮ নং কালীবাড়ি মোর পযর্ন্ত চলে এই প্রচার মিছিল, এবং এটি ব্যাপকভাবে সফল হয়েছে। অশোকনগরে বেশ কিছুদিন যাবৎ ভয়াবহ পথ দুঘটনা হয়, তাই সকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের মিলিত এই প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

# বই সংস্কৃতির সঞ্চালক ঃ ডঃ সত্য উপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ আজকের যান্ত্রিক সময়ে 'মন কি পীর' ও 'বিনয় যচনা' কবিতার বই নিয়ে আলোচনা মানুষের মনের কোমল দিক টিকে থাকার লক্ষণ। বই সংস্কৃতির সঞ্চালক। এমন অনুষ্ঠানের জন্য আয়োজকরা অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য'-শনিবার শ্রী বড়বাজার কুমারসভা লাইব্রেরির উদ্যোগে লাইব্রেরি হলে আয়োজিত 'এক শাম কিতাবো কে নাম'-এর তৃতীয় ইভেন্টে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন কলকাতা গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সত্য উপাধ্যায়। ডক্টর সত্য উপাধ্যায় এদিন তাঁর সভাপতির ভাষণে নির্বাচিত বইগুলির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিষয়বস্তু, নৈপুণ্য এবং ভাষার অনন্য ব্যবহারকে উল্লেখ করেন। এসব বইয়ের সমাজদারদের বক্তব্যে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই নতুন প্রজন্ম আশ্বস্ত করে যে আগামী সময়গুলো উজ্জ্বল হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে, শ্রী রাজেন্দ্র কানুনগোর রচনা বিনয় যচনা, শ্রী জযকুমার রুশওয়ার কাব্যগ্রন্থ মন কি পীর এবং শ্রী পরমজি পণ্ডিতের গ্রন্থ 'জিতেন্দ্র শ্রীবাস্তব এবং তাঁর জীবনদৃষ্টি' নিয়ে আলোচনা করা হয়।

# চেঙ্গাইল ল্যাডলো জুটমিল গেটে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এর গেট সভা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ জুটমিল শ্রমিকদের নুন্যতম মজুরি বৃদ্ধি, স্থায়ীকরণ ,স্পেশাল -বদলি সহ স্থায়ীকরন, কন্টাক্ট - ভাগা ভাউচার - ক্যাজুয়েল বন্ধ, জুট ইন্ডাস্ট্রিতে ৯০শতাংশ ও ২০শতাংশ শ্রম নিয়ম কার্যকরী করা, ডিএ, ঘর ভাড়া, শ্রমিক কোয়ার্টার ভালো করা সহ বিভিন্ন একাধিক দাবী নিয়ে এবং রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তরের গড়িমসিতে মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগসাজনে জুট ইন্ডাস্ট্রির ত্রিপাক্ষিক চুক্তি দীর্ঘ প্রায় আঠারো মাস হচ্ছে না। এর প্রতিবাদে আজ চেঙ্গাইল ল্যাডলো জুটমিল গেটে ন্যাশানাল ইউনিয়ন অব জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এর গেট সভা হলো ল্যাডলো মিলের শ্রমিকদের নিয়ে মিলগেটের সামনে। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজীব আলি লস্কর- রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক , সেখ আজিজ- ইউনিট সভাপতি, সেখ আজিজুল -ইউনিট সম্পাদক, ও গোপাল প্রামানিক প্রমুখ।

# ভারত-পাক ম্যাচে টাকার খেলা! খাস কলকাতায় ফাঁস বেটিং চক্র

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতায় ক্রিকেট বেটিং চক্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে খবর মিলেছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের মাঝেই বহুতলের বেসমেন্টে গাড়ির মধ্যে চলছিল ক্রিকেট জুয়া। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। শনিবার ছিল এশিয়া কাপের হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। ভারত বনাম পাকিস্তানের লড়াই ঘিরে উত্তাল আসমুদ্র হিমাচল। যদিও বৃষ্টিতে শেষপর্যন্ত ভেস্তে যায় গোটা ম্যাচ। পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে যায় দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই এই ম্যাচে ক্রিকেট বেটিং হবে তা বোধহয় আগেভাগেই জানত পুলিশ। সতর্কও ছিল তারা। গতকাল রাতে পুলিশ বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে ওয়াটারলু স্ট্রিটের একটি বহুতলে হানা দেয় কলকাতা পুলিশের বাহিনী। গাড়ির মধ্যে থেকে তিনটি মোবাইল উদ্ধার করা হয় বলে খবর। যার মাধ্যমে বেটিং চক্র পরিচালনা করা হচ্ছিল। আর বেটিং চক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল ২৯ বছর বয়সি সত্যেন্দ্র যাদব এবং ৩৩ বছরের সুমিত সিং। দুজনই হাওড়ার বাসিন্দা। উল্লেখ্য, আইপিএল ম্যাচের সময়ও কলকাতায় একের পর এক ক্রিকেট বুকি, বেটিং চক্রের হদিশ মিলছিল। পুলিশের চোখ এড়াতে ভ্রাম্যমান গাড়িতে চলছে ক্রিকেট বেটিং। এবার সেই বহুতলের বেসমেন্ট পার্কিংয়ে চলছিল সেই চক্র। যদিও পুলিশের তপরতায় ফাঁস হল বেটিং চক্রটি।

# পুরসভার উদ্যোগে প্রতিটি হাসপাতালে মায়েদের জন্য স্তন্যপানের কক্ষ 'পথক্ষণিকা'চালু হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সদ্যোজাতকে নিয়ে হাসপাতালে এসে বিব্রত হতে হবে না মায়েদের। তিলোত্তমার প্রতিটি হাসপাতালে মায়েদের জন্য স্তন্যপানের ব্যবস্থা করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। ইতিমধ্যেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠক হয়ে গিয়েছে। কথা হয়েছে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ, এমআর বাঙুর, লেডি ডাফরিন হাসপাতালের সঙ্গেও। মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানিয়েছেন, পুজোর আগেই অন্ততপক্ষে একটির উদ্বোধন হয়ে যাবে। কলকাতার দশ দিগন্ত স্কিমে তৈরি হওয়া এই স্তন্যপানের কক্ষের নাম দেওয়া হয়েছে পথ-ক্ষণিকা। মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানিয়েছেন, শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডেই এমন পথ-ক্ষণিকা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। চিঠি দেওয়া হয়েছে সমস্ত কাউন্সিলরকে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে জায়গা পেতে। শুধু স্তন্যপানের ঘর তো নয়। পথ-ক্ষণিকা আক্ষরিক অর্থেই মহিলাদের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর দু'টো অংশ। একটি ওয়েট জোন। অন্যটি ড্রাই জোন। ওয়েট জোনে বেবি কেয়ার রুম ছাড়াও থাকবে মহিলাদের জামাকাপড় বদলানোর জন্য চেঞ্জিং রুম।' স্নান করার জন্য বাথ এরিয়া।' পুরসভা সূত্রে খবর, প্রতিটি বাথ এরিয়াতে সাবান, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার। পথ-ক্ষণিকার ড্রাই জোনে থাকছে ওয়াটার ফিল্টার, স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন।

হাসপাতালে পথ-ক্ষণিকা' নিয়ে উৎসাহিত চিকিৎসকরা বলে জানা গেল। জনস্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অনির্বাণ দলুই জানিয়েছেন, অফিস থেকে শুরু করে এয়ারপোর্ট সব জায়গাতেই এমন ব্রেস্ট ফিডিং রুম তৈরি করা উচিত। তবে চিকিৎসকের কথায় স্তনপান নিয়ে ছুমার্গ যত তাড়াতাড়ি কেটে যায় ততই ভাল। ডা. অনির্বাণ দলুই জানিয়েছেন, স্তন্যপান নিয়ে কোনও রকম লজ্জা থাকা উচিত নয়। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। লজ্জা কেটে গেলে তখন আর আলাদা করে স্তন্যপান করানোর ঘরের প্রয়োজন হবে না। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতাল ছাড়াও আরও এগারোটি ওয়ার্ডকে পথ-ক্ষণিকার জন্য পছন্দ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের ইউসি ব্যানার্জি রোড, ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে ক্যানাল সার্কুলার রোডে, ২১ নম্বর ওয়ার্ডে নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে টেগোর ক্যাসল স্ট্রিট। স্বপন সমাদ্দার জানিয়েছেন, পথ-ক্ষণিকার জন্য মোট চারটি নকশা তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটির আকার আলাদা।

# ডাকাতির আগেই ধৃত তিন দূস্কৃতি জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ জয়নগর থানার পুলিশের তপরতায় ডাকাতির আগেই কাশিপুর মোড় থেকে ধৃত দুজনকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশ জয়নগর থানার কাশিপুর মোড়ে সনেদহজনক ভাবে দুই ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্দেহ হওয়ায় তাদেরকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত দুজন হল বিমল হালদার, বাড়ি ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রামে ও সুকদেব সরদার, বাড়ি মানিকনগর গ্রামে। ধৃত দুজনকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। আবার জয়নগর থানার পুলিশের তপরতায় ডাকাতির আগেই গোয়ালবেড়িয়া থেকে ধৃত ১ জন কে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশ জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া মোড়ে সন্দেহজনক ভাবে এক ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্দেহ হওয়ায় তাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত এক জন হল প্রভাস মন্ডল বাড়ি জয়নগর থানার সরবেড়িয়ার মলিঘাটি গ্রামে। ধৃতকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

# সিটি সেন্টারের হোটেল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সল্টলেকের বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী বেসরকারি সংস্থার কর্মী। রবিবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, সিটি সেন্টারের চারতলা থেকে ঝাঁপ দেন চন্দন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্মী ছিলেন। অফিসের কাজ নিয়ে মানসিক চাপ ছিল বলে গুঞ্জন শোনা গিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। চন্দন মণ্ডল রবিবার দুপুরে সল্টলেক সিটি সেন্দারের রয়্যাল বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তল থেকে পড়ে যেতে দেখেন আশেপাশের মানুষজন। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন চন্দনবাবুর স্ত্রী, মা ও অন্যান্য আত্মীয়রা। স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক চাপে ছিলেন চন্দন।

# নারায়ণপুরে গলার নলি কেটে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, রাজারহাট, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ নারায়ণপুরে গলার নলি কেটে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার ২ অভিযুক্ত। বাগুইআটি এলাকা থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। ঘটনার দিন ব্যবহৃত স্কুটিটি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ধৃতদের রবিবার বারাকপুর আদালতে তোলা হয়। তবে মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্ধেয় নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় শিখেরবাগান এলাকায় বাইকে করে এসে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতি ধারালো অস্ত্র দিয়ে হারু নাল রশিদ নামে এক ব্যক্তির গলার নলি কেটে চম্পট দেয়। তড়িঘড়ি এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে নারায়ণপুর শিখেরবাগান এলাকার বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হয়। এরপর পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে। মহম্মদ মিরাজ ও আলি হোসেনকে বাগুইআটি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের রবিবার বারাকপুর আদালতে তোলা হয়।

# ডার্বি ম্যাচ শুরুর আগেই, টিকিট ব্ল্যাক করার অভিযোগে ধৃত এক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার বিকেল চারটের সময় শুরু হবে ডুরান্ড কাপ ফাইনালে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল এর খেলা। এই খেলা ঘিরে উত্তেজনা চূড়ান্ত। পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে সল্ট লেক স্টেডিয়ামের সামনে থেকে টিকিট ব্যাক করার অভিযোগ হাতেনাতে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। যদিও ভূতের দাবি তার কাছে একটি মাত্রই টিকিট রয়েছে। এই মুহূর্তে পুলিশ তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

# শতাব্দী প্রাচীন জেসপ কারখানাটি অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ শতাব্দী প্রাচীন জেশপ কারখানা আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। জেসপ রক্ষা কমিটি, তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শ্রীকুমার ব্যানার্জি ,ভোলা যাদবের নেতৃত্বে । এই আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলছে । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই কারখানায় যে ক'জন কর্মচারী এখনো আছেন, তারা মাসিক ১০ হাজার টাকা করে অনুদান পান। কিন্তু এখনো এই কারখানায় কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার। এলাকার সমাজ বিরোধীরা দিনে রাতে পুলিশের চোখের সামনে থেকেই কারখানার ভেতর থেকে মালপত্র চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তার প্রতিবাদে জেশপ রক্ষা কমিটি দমদম গোড়া বাজারে একটি স্ট্রিট কর্নার করে, সেই স্ট্রিট কর্নার থেকে প্রশাসনকে সজাগ থাকার অনুরোধ জানায়। পাশাপাশি বর্তমানে কোম্পানির বহু অংশে পাঁচিল ভেঙে গিয়েছে সেইগুলি সারাই এর দাবি রাখে। যাতে সেখান থেকেই কোনো জিনিস চুরি হতে না পারে। দমদম থানাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা কারখানার ব্যাপারে উদাসীন। ভারতবর্ষ তথা

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত বড় বড় স্ট্রাকচার রয়েছে তার বেশির ভাগই জেসপ এর তৈরি করা। যেমন ধরে নেওয়া হোক ফারাক্কা ব্রিজ, মাইথন ড্যাম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর ওপরের পরী। তাছাড়াও রেলের ওয়াগান এবং রেলের কোচ তৈরির জন্য একসময় জেসপ ছিল বিশ্ব বিখ্যাত। কিন্তু কেন্দ্রে এবং রাজ্যে যে সরকারি আসুক না কেন এই কারখানাকে কিন্তু কোনদিনই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি এমন একজন ব্যবসায়ীর হাতে এই কারখানাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল যে কারখানাকে না চালিয়ে সমস্ত মাল বিক্রি করে দেওয়ার চক্রান্ত করে। পবন রুইয়া নামে এক ব্যবসায়ীর হাতে এই কারখানা চলে যাওয়ার পর তার দৈন্যদসা আরো বৃদ্ধি পায় ,তারপর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এই কারখানাটি। বর্তমানে এখন বেশ কিছু অসাধু প্রোমোটার চক্রান্ত চালাচ্ছে কিভাবে এই কারখানার জমি লুট করা যায়, আর প্রশাসনের একটা অংশ এদের সাথে সাত দিয়ে শ্রীকুমার ব্যানার্জি দের আন্দোলনকে যাতে থামিয়ে দেওয়া যায় তারই চক্রান্ত চলছে। জেসপ রক্ষা কমিটি এখনো আশাবাদী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহমর্মিতার সঙ্গে এই কারখানার আবার পুনর্জীবন ঘটাবেন।

# উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যাত্রীদের চুরি যাওয়া ১.৭৪ লক্ষ টাকার সামগ্রী উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১১ জন

মালিগাঁও, ০৩ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী নিজেদের জোনের মধ্যে ২৯ থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৩-এর সময়সীমায় নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ১১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযানের সময় আরপিএফ কাটিহার, লামডিং, নিউ হাফলং ও গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে সফলভাবে প্রায় ১,৭৪,৬০০ টাকার মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করে। ২৯ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় কাটিহারের আরপিএফ সিপিডিএস (ক্রাইম প্রিভেনশন ও ডিটেকশন স্কোয়াড) টিম ও কাটিহারের জিআরপি যৌথভাবে কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে নিয়মিত অভিযান চালানোর সময় ০৩ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং তাদের কাছ থেকে যাত্রীদের প্রায় ৩২০০০ টাকা মূল্যের ০৩টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোন ও ধৃত ব্যক্তিদের জিআরপিকাটিহারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ৩১ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় গুয়াহাটির

আরপিএফ টিম গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে অভিযান চালিয়ে একটি ব্যাগের মধ্যে প্রায় ৬০,৬০০- টাকা মূল্যের একটি সোনার চেন, একটি সোনার আংটি, একটি মোবাইল ফোন ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী সহ ০১ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। এই সামগ্রীগুলি ১৩১৭৫নং. (শিয়ালদহ-শিলচর) কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্রেস থেকে একজন যাত্রীর থেকে চুরি করা হয়েছিল। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত সামগ্রী সহ ধৃত ব্যক্তিদের জিআরপিগুয়াহাটির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) কিশোর-কিশোরীদের উদ্ধার করা, দালালদের গ্রেপ্তার করা, মাদক সামগ্রী, যাত্রীদের ফেলে যাওয়া অথবা চুরি যাওয়া ব্যাগ ইত্যাদি উদ্ধার করা থেকে শুরু করে রেল ব্যবহারকারীদের পূর্ণ মাত্রায় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সবসময় এক ডাইনামিক ভূমিকা পালন করে আসছে। যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেল ব্যবহারকারীদের দিকনির্দেশ ও সাহায্য করার ক্ষেত্রেও তারা প্রশংসনীয় পরিষেবা দিয়ে আসছে। ট্রেনে যাত্রা করার সময় কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে রেল যাত্রীরা ১৩৯ (টোল-ফ্রি) নম্বরে কল করতে পারেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৭৫ সংখ্যা, সোমবার, ১৭ ভাদ্র, ১৪৩০

## কোবিন্দ কমিটিতে থাকলেন না অধীর

**সম্পাদকীয়**

'এক দেশ এক ভোট' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করা হলেও সেখানে থাকতে নারাজ হলেন কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী। তিনি তাঁর নাম প্রত্যাহার করেছেন। তিনি বলেছেন এই কমিটি গঠন করার মানে হল সকলের চোখে ধুলো দেওয়া। কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আটজনকে এই কমিটিতে রাখা হয়েছে। তাঁরা হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, কংগ্রেসের লোকসভার দল নেতা অধীর চৌধুরী, প্রাক্তন রাজ্য সভার নেতা গোলাম নবি আজাদ, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এন কে সিংহ, লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল সুভাষ কাশ্যপ, বর্ষীয়ান আইনজীবী হরিশ সালভে, প্রাক্তন ভিজিল্যান্স কমিশনার সঞ্জয় কোঠারি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন। এই কমিটি দ্রুত রিপোর্ট জমা দেবে। তাঁদের রিপোর্টের ওপরে ভিত্তি করে মন্ত্রী সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রথম থেকেই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ছিল যে তারা এই কমিটিতে থাকবে না। তবে আবেদন পেলে কংগ্রেসের দলের সদস্যদের মত গ্রহণ করবে। রাজ্যসভার সদস্য মল্লিকার্জুন খড়্গেকে না রেখে কংগ্রেসের অপমান করা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। লোকসভায় কংগ্রেসের দলের নেতা বলেই অধীর চৌধুরীকে রাখা হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে 'এক দেশ এক ভোট' নীতিকে প্রাধান্য দিতেই কি অধীর চৌধুরীকে কমিটিতে রাখা হয়েছিল। এদিকে রাহুল কোনও কমিটিতে থাকতে চাইছেন না। তিনি ইন্ডিয়া জোটের ১৮ জন সদস্য কমিটিতে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। তার বদলে কংগ্রেসের বেণুগোপালকে কমিটির সদস্য করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা বেণুগোপাল বলেছেন বিজেপি দল গণতন্ত্রকে একেবারে নষ্ট করে দিতে চাইছে। রাজ্যসভার বিরোধী দল নেতা মল্লিকার্জুন খ ড়্গেকে না রেখে গোলাম নবি আজাদকে রাখা হয়েছে। আসলে আদানি কাণ্ডকে ঘোরাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের চাল দিতে শুরু করেছে। সাধারণ ঘর থেকে উঠে এসেছেন মল্লিকার্জুন খড়্গে। তাঁকেই কমিটিতে রাখা হয়নি। এদিকে বিজেপি দলের একজন নেতা বলেছেন কংগ্রেস দলের সবাইকে রাখতে হবে তার কোনও মানে নেই। অধীর চৌধুরীকে রেখে সরকার তার কোনও অপরাধ করেনি। অতীতে ভারত সরকার শুধু নির্বাচন করতে দেশের কয়েক শো কোটি টাকা ব্যয় করতে ফেলতো। তার ফলে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হতে থাকতো। আজকে ইসরো চাঁদ এবং সূর্য অভিযান করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে ভারতকে তার ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে। মহাকাশ গবেষণা দরকার রয়েছে। বিজ্ঞান চর্চার আরও উন্নতি করার দরকার। প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। নাহলে অতীতে চিন যেভাবে অতি সহজে ভারতের স্থান দখল করে নিয়ে ছিল সেটাই দেখতে পাওয়া যাবে। বিদেশি বহু রাষ্ট্র ভারতের চন্দ্রাভিযান এবং সূর্যাভিযানকে সহ্য করতে পারছে না। তারা ভারতের মহাকাশ গবেষণায় বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের বহু টাকা অপচয় হতে শুরু করেছে। এক সময়ে কাশ্মীরের নিরাপত্তা দিতে ভারত সরকারকে কোটি টাকার ওপরে ব্যয় করতে হতো প্রতি মাসে।

## তথ্য প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান

আজকে যে যুগটা এসেছে তাতে বলা যেতে পারে সফটওয়ারের যুগ। ডিজিটাল যুগও বলা যেতে পারে। লেখাপড়া থেকে শুরু করে কৃষি ব্যবস্থা এমনকী প্রশাসনও এখন ডিজিটালের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এটাকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি কোনও ধর্মীয় মন্দির দর্শন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। তিনি মনে করতেন মানব ধর্মের প্রধান মন্দির হচ্ছে আইটি পার্ক এবং সফটওয়্যার। ভারতে বহু ধর্মীয় মন্দির রয়েছে। এক পা ফেললেই বহু মন্দিরের দর্শন মেলে। কিন্তু তাদের কাজ তো শুধু পূজা অর্চনা করা। আর তাদের কোনও কাজ নেই। কিন্তু একটি তথ্য প্রযুক্তি দফতর, এবং এক একটি কলকারখানা মানব সেবায় ব্রতী। সেই কারণে বলা হচ্ছে বর্তমান যুগে মন্দির হচ্ছে আধুনিক শিল্পকলা যা দিয়ে মানব জাতির উন্নয়নের সোপান তৈরি হওয়া সম্ভব। এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আধুনিক যুগে চলবান বিশ্বের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারবে প্রতিটি ভারতবাসী। আর তা নির্মাণ করতে উৎসাহী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী। ১৯৫২ সালে সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস্তপের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' প্রসঙ্গে নেহরুর আপত্তি এবং অসহযোগিতার নিয়ে সরব রয়েছে সঙ্ঘ পরিবার। সব মিলিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে নেহরু মন্দির মতাদর্শ নিয়ে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গুজরাতের কানহাইয়া কুমার মুন্সি তাঁর 'প্রিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম' বইটিকে সামনে নিয়ে এসেছেন আরএসএসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনমোহন বৈদ্য। তিনি বলেছেন, নেহরুর ভারতীয়ত্ব ছিল ইউরোপের চেখে দেখা ভারত। আর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো নেতারা ভগবত গীতার আদর্শকে থেকে স্বাধীন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই প্রত্যয় থেকে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাঁরা। পণ্ডিত নেহরু ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই আদর্শে ওপরে ভিত্তি করে নতুন ভারত গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার ফলে পণ্ডিত নেহরু কোনও সময়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতেন না। তিনি যেমন সোমনাম মন্দির ধ্বংসের প্রাচীন ইতিহাসকে সামনে নিয়ে একে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে উস্কানি দিতে চাননি, ঠিক তেমনি তিনি আবার শিল্প কলকারখানার ওপরে বেশি করে জোর দিয়ে এগুলোকে এক একটি মন্দিরের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে বাঁধ নির্মাণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ঠিক সেই রকম অটল বিহারী বাজপেয়ী আইটি পার্ক এবং সফট ওয়্যারকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর মনের মধ্যে কোনও আলাদা করে ধর্মীয় আবেগ দেখা দেয়নি।

## অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

**হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্জনায় থাকে, উত্তমরুপে পরিষ্কার না করলে সেটার জ্যেতি বেরোয় না, তেমনই তিনি তো সংসারে অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমের সঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন**

## কালী সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল। তিনি সঙ্গীত সাধনা করেই শ্যামা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন। নারীদের একটি অসীম শক্তি আছে। এই শক্তি দিয়ে নারীরা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মায়েরা হচ্ছেন মহা শক্তির আধার। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না।

# একদা 'ফ্লপ মাস্টার' উত্তম কুমার বাংলা চলচ্চিত্রে মহানায়ক

রবীন্দ্রকুমার শীল

( মহানায়ক উত্তম কুমারের ৯৮ তম জন্মদিবস। তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সালে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আজকের প্রতিবেদন)

বাংলার চলচ্চিত্রে পা প্রথম রেখে ছিলেন উত্তম কুমার নীতীন বসুর রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' ছবিতে। মাত্র সাতাশ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। সেই কাটা দিয়েই তাঁর দিনের খরচ চলে যেত। তার পরে তিনি 'কামনা' ছবিতে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করতেন। সেই ছবিতে তিনি নিজেকে দাঁড় করাতে পারেননি। তারপরে আরও কয়েকটি ছবি ফ্লপ করলো। তিনি তখন টলিউড জগতে ফ্লপ মাস্টার বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। সরোজ মুখোপাধ্যায় উত্তমকে নিয়ে 'মর্যাদা' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করালেন। সেটাও ফ্লপ খেতে শুরু করলো। তার ফলে বাংলার চলচ্চিত্র জগতে তিনি ফ্লপ নায়ক বলে পরিচিত হয়ে গেলেন। সেই সময়ে পাহাড়ী সান্যাল উত্তম কুমারকে একটি চাকরি দিলেন। সেই চাকরি নিলেন সংসার চালানোর দায়ে। 'সহযাত্রী' এবং 'সঞ্জীবনী' (১৯৫১) দুটো ছবিই আবার ফ্লপ খেল। তার ফলে নায়ক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে তিনি আর নিজের যোগ্যতাকে প্রকাশ করতে পারছিলেন না। কিন্তু এর এক বছর পরেই উত্তম কুমারের ভাগ্য ঘুরে গেল। 'বসু পরিবার' ছবিটা খানিকটা সফল হলো। তারপরে ১৯৫৩ সালে 'সাড়ে চুয়াত্তর' উত্তম কুমারকে পাকাপাকিভাবে নায়কের পদে বসিয়ে দিল। সেই ছবিটা সারা বাংলা তথা বিশ্বের সমস্ত বাঙালিদের মনে গভীরভাবে রেখা পাত করেছিল। এখন এই ছবিটি বাঙালি চলচ্চিত্র প্রেমিকদের কাছে সাড়া জাগানো ছবি। 'হারানো সুর' ছবিকে উত্তম কুমার এবং সুচিত্রা সেন জুটি তৈরি হয়ে গেল। বাংলা সিনেমা তখন এই জুটি ছাড়া ছবি করতে একেবারে নারাজ। পুজো ছবি তখন প্রয়োজকরা করতো উত্তম-সুচিত্রা জুটি নিয়ে। 'স্ত্রী' ছবিতে উত্তম কুমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পা রাখতে সময় দেননি। আবার 'অপরিচিত' ছবিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সৌমিত্র সেখানে একেবারে হিরো হয়ে গিয়েছেন। উত্তম কুমারের রোমান্টিক অভিনয় দর্শকদের আকর্ষন করেছে। 'লালপাথর' ছবিতে যে উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছিলেন তা বাঙালিরা চিরকাল ধরে মনে রাখবে। 'লাল পাথর' ছবিতে যে অতুলনীয় অভিনয় করে গিয়েছিলেন সেটা আজও বাঙালিরা ভুলতে পারে না। ছবি, সংলাপ, সঙ্গীত সব মিলে একটি রঙিন সুর থেকে শুরু করে বিষাদের সুর একই সূত্রে বেঁধে দিয়ে তাকে উচ্চাসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন উত্তম কুমার এবং সুপ্রিয়া দেবী। বাঙালিরা আজও আক্ষেপ করেন উত্তম সুচিত্রা জুটি আর দেখতে পাওয়া গেল না। মহানায়ক উত্তম কুমার অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল মঞ্চে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে। ছোটবেলায় পাড়ার নাটকে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। চক্রবেড়িয়ার স্কুলেও তিনি অভিনয় করেছিলেন। সেই সয়ে তিন এই স্কুলে ছাত্র ছিলেন। 'গয়াসুর' চরিত্রে অভিনয় করে মাস্টারমশাইদের নজর কেড়ে নিয়েছিলেন। পাড়ার লুনার ক্লাবের হয়ে একের এর এক থিয়েটার করতে শুরু করলেন। 'কর্নাজুন'-এ শ্রীকৃষ্ণ, 'সাজাহান' নাটকে দিলদার, 'দুইপুরষ' নাটকে সুশোভন চরিত্রে অভিনয় করে সুনাম অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন। উত্তম কুমার যখন পোর্ট কমিশনার অফিসে কাজ করতেন তখন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসির নাটক 'ডিটেকটিভ'তে অভিনয় করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' নাটকে নায়ক অনিলের চরিত্রে ৪৮৪ রাত্রি অভিনয় করেছিলেন। এই থিয়েটারে অসম্ভব জনপ্রিয় অভিনয় করেছিলেন উত্তম কুমার। চলচ্চিত্রে অংশ গ্রহণ করলেও তিনি হাতে সময় পেলে নাটকে অভিনয় করতেন। তিনি 'অভিনেতৃ সঙ্ঘে'র সদস্য ছিলেন। পরে সেই সংস্থা থেকে বের হয়ে এসে 'শিল্পী সংসদ' তৈরি করলেন। ১৯৬৯ সালে উত্তম কুমার রবীন্দ্র সদনে 'অলীকবাবু' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। এখানে তিন নায়িকা ছিল। এদের মধ্যে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বাসবী নন্দী, লিলি চক্রবর্তী এবং জ্যোৎস্না বিশ্বাস। নাটক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা সুর দিয়েছিলেন শ্যামল মিত্র। ১৯৭০ সালে ক্ষিরোদ

প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকে বাবা মুস্তাফা চরিত্রে অতুলনীয় অভিনয় করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে বিশ্বরুপায় রবীন্দ্রনারে 'সূক্ষ্ম বিচার' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তারপরে বহু নাটকে অভিনয় করার ডাক আসলেই তিনি কিন্তু চলচ্চিত্রে ব্যস্ত থাকার জন্য মঞ্চে বেশি অভিনয় করতে সময় পাননি। তবে তিনি হাতে সময় পেলে নাটক দেখতে যেতেন। নাটক জগতের মধ্যে উত্তম কুমার আর নিজেকে ধরে রাখতেন পারেননি। রুপালি পর্দা তাঁকে বারবার হাতছানি দিতে শুরু করে দিয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' সিনেমাটিতে উত্তম কুমারের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ছায়া পড়েছিল। তবে উত্তম কুমারকে সামনে রেখে নায়ক ছবি চিত্রনট্য প্রস্তুত করেননি সত্যটিৎ রায়। তিনি তাঁর মতো করে নায়ক ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন এবং উত্তম কুমারকে নায়ক হলে বাংলায় সাড়া পড়ে যায়। একটি নতুন দিক উন্মোচন করে গেলেন সত্যজিৎ রায় তাঁর নায়ক ছবির মধ্যে দিয়ে। চলচ্চিত্রে নায়ক হতে গেলে কত রকমের অসুবিধা তৈরি হয় এবং সেই সব অসুবিধাকে কাটিয়ে কীভাবে নায়কের পদটাকে ধরে রাখা যার তার দৃশ্য দেখতে পাওয়া গেল। 'ঝিন্দের বন্দি' ছবিতে উত্তম কুমার এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গে অভিনয় করেছিলেন যা আজও দর্শকেরা মনে রেখেছেন। 'সপ্তপদী' ছবিতে যে ধরনে ক্লাসিক্যাল রোমান্টিক অভিনয় করেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল উত্তম কুমার আগে মঞ্চে ভালো অভিনয় করতেন। আসলে উত্তম কুমারের কাছে মঞ্চ হচ্ছে পাঠশালা এবং স্কুল। সেখানে তিনি অভিনয় কাকে বলা হয় কী রকমভাবে ভালো অভিনয় করা যায় তা রপ্ত করেছিলেন। আর টলিউডে এসে নিজেকে বিস্তার করে দিয়েছিলেন। স্কুল থেকে যা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বাংলার চলচ্চিত্রকে আরও বেশি করে আকর্ষনীয় করতে অভিনয়কে তিনি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করেছিলেন। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে উত্তম কুমারের পরামর্শ গ্রহণ করে ছবি দৃশ্য গ্রহণ করছেন পরিচালক। এতে সফল হয়েছে পরিচালক। নায়ক এবং পরিচালকদের মধ্যে একটি বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। যদি সত্যজিৎ রায় তাঁর নিজস্ব চিন্তা নিয়ে ছবি করতেন। সেখানে কাউকে বেশি মাথা গলাতে দিতেন না। তিনি তো ছবি করতেন না, তিনি চলচ্চিত্র শিল্প তৈরি করতেন। সেই কারণে সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ছবিই হচ্ছে এক একটি শিল্প। শিল্পের সমাহার বলা যেতে পারে। 'অগ্নি পরীক্ষা' (১৯৫৪) এবং 'শাপমোচন' (১৯৫৫) সালে বাংলার চিরকলের পেম স্পন্দনকে অনুভব করতে পারলো। আসলে তখন উত্তম সুচিত্রা ছাড়া কোনও ছবির কথা বাঙালিরা ভাবতে পারছিল না। উত্তম সুচিত্রা ঢেউ মুম্বইয়ের নীল সমুদ্রের ঢেউকে একেবারে ম্লান করে দিল। সেই খবর গিয়ে পৌঁছাল মুম্বইতে। মুম্বই চলচ্চিত্র জগতও বাংরা দুই নায়ক নায়িকা নিয়ে ছবি করার কথা ভাবতে শুরু করলো। কিন্তু বাংলার প্রেম আর মুম্বইয়ের প্রেমে মধ্যে একটি বিশাল ফারাক আছে। মুম্বইয়ের প্রেম হচ্ছে উচ্ছ্বাসপূর্ণ আর বাংলার প্রেম হচ্ছে অন্তরের মধ্যস্থল থেকে উঠে আসা প্রেম। দুই পরিবেশের প্রেম একোবরে ভিন্নতর। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে উত্তম কুমার অভিনয়ের মুহূর্তগুলিকে বাস্তবায়িক করেছেন। উত্তম কুমার প্রয়াত হওয়ার পর সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন আর একটি উত্তম কুমার হবে না। ইংরেজি সিনেমার গ্রেগরি পেকের চেয়েও উত্তম কুমার বড় অভিনেতা। শর্মিলা ঠাকুর পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে উনার অভিনয় দক্ষতা আমাকে অবাক করে দেয়। তাঁর অভিনয় শুধু শেখার মধ্যে দিয়ে অর্জন করা যাবে না। একটা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাও থাকতে হবে না হলে কিন্তু চলবে না। উত্তম কুমার যখ ন অভিনয় করতেন তখন সেই চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে যেতেন। কখন কীভাবে তাকাতে হবে, চলতে হবে সেটা তাকে পরবর্তী কালে কাউকে বলে দিতে হয়নি। 'নায়ক' ছবিতে একটি দৃশ্যের কথা না উল্লেখ করে পারা যাচ্ছে না। পেন দিয়ে সই করতে যাওয়ার সময়ে পেনের কালি শুকিয়ে গিয়েছিল। উত্তম কুমার পাশে রাখা জলের গ্লাসে পেনের কলম ডুবিয়ে খ াতার নিজের নামটা সই করে নায়িকা শর্মিলা ঠাকুরকে দিয়েছিলেন। এটা কিন্তু চিত্রনাট্যে লেখা ছিল না। উত্তম কুমার নিজের চিন্তা থেকে এই দৃশটাকে তুলে ছিলেন। সত্যজিৎ রায় বহবা দেন। শেষ কালে উত্তম কুমার কি খ ুবই বহেমিয়ান হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেকে একটি সুশৃঙ্খল রীতির মধ্যে দিয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতেন। কিন্তু তারপরে হঠাৎ কী রকমভাবে বেপয়োরা হয়ে গেলেন তা কিন্তু কেউ বলতে পারে না। ১৯৮০ সালে ২৪ জুলাই তিনি ইহজগত ত্যাগ করলেন। তবুও তাঁকে নিয়ে এক্খনও চর্চার শেষ নেই। তিনিও এখন বাংলার অদ্বিতীয় নায়ক হয়ে রয়েছেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে ফ্লপ মাস্টার উত্তম কুমারকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সুচিত্রা সেন না পর্দায় আসা পর্যন্ত। বাংলার সেরা নায়িকা সুচিত্রা সেন এসে উপস্থিত হতেই উত্তম কুমার তাঁর অভিনয়ের দক্ষতার দরজা সকলের জন্য একেবারে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। বলা যেতে পারে উত্তম কুমার আর ফ্লপ মাস্টার থাকলেন না। তিনি তখ ন নায়ক মাস্টারে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। একজন বাঙালি পরিচালক উত্তম কুমারের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন উত্তম কুমার হচ্ছেন দার্জিলিং এর কাঞ্চনজঙ্ঘা। যিনি দার্জিলিং গিয়েছেন তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবেনই। ঠিক সেই রকম বাংলা সিনেমা যারা দেখতে ভালোবাসেন তার সিনেমা দেখতে গিয়ে উত্তম কুমারের একবার নাম করবেন। আজকে যারা চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন তারা প্রত্যেকেই উত্তম কুমারের ছবি দেখেছেন। উত্তম কুমারের ছবি না দেখলে বাংলা সিনেমায় অংশ গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব। কতখানি হাঁটলে ভালো বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে পারা সম্ভব হবে তা কিন্তু উত্তম কুমার সবাইকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি ছবি এখন বলতে গেলে সিনেমা শিক্ষার্থীদের কাছে 'রেফারেন্স বুক' হিসাবে পরিচিত। উত্তম কুমার জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ২ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে আহিরীটোলাতে। কলকাতার গোয়েঙ্কা কলেজের ছাত্র। 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গ' (১৯৬৭) এবং 'চিড়িয়াখ ানা' (১৯৬৭) ছবিতে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪০-১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় তিন দশক ধরে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে একেবারে মাতিয়ে রেখে দিয়েছিলেন তিনি। উত্তম কুমার নেই আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর আগে মারা গিয়েছেন। এখনও কোনও জুটি তৈরি হল না বাংলায় চলচ্চিত্রে। যার ফলে বাংলা ছবি এখ নন আর বেশি সাড়া ফেলতে পারছে না। একই অবস্থা মুম্বই ছবিতেও। সেখানেও নেই দিলীপ কুমার-সায়রা বানু, শর্মিলা-রাজেশ খান্না। নেই রাজ কাপুর, দেবানন্দ। সব যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে গিয়েছে বাংলা মুম্বই চলচ্চিত্র। তবুও তার মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরি হচ্ছে। যেগুলো আবার বিশ্বের আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। সেই সব ছবি এখ ন অনেকটা আর্ট শিল্পে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায়িক রোমান্টিক ছবি বলতে গেলে উবে গিয়েছে মনে হচ্ছে। কবে সেই পরিবেশ ফিরবে তা কেউই বলতে পারছে না।

# অযোধ্যা নিয়ে নেপাল আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে

অযোধ্যা নিয়ে নেপাল আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বিদেশ মন্ত্রকের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এটা রসিকতার ছলে বলেননি সেটা পরিস্কার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, নেপাল যে অযোধ্যায় ছিল তার বহু প্রমাণ রয়েছে। আসলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা একেবারে টলমল অবস্থা। তার হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে এই ধরনের মন্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছেন। হিন্দুত্ব নিয়ে এখন পড়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া আর বাঁচার কোনও উপায় নেই। উত্তর প্রদেশের রাম মন্দির নিয়ে বহু জল ঘোলা হয়েছে। বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে আন্তর্জাতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। বাবরি মসজিদ আসলে রাম মন্দির ছিল বলে রাম ভক্তরা মনে করেন। সেই কারণে বাবরি মসজিদ ভেঙে সেখানে তৈরি হচ্ছে রাম মন্দির। প্রধানমন্ত্রী মোদি এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে পারছেন না। বিজেপি পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়ার যে চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। চিন এবং পাকিস্তান যৌথভাবে ভারতকে অস্থির করে তোলার চেষ্টা করছে। ভারত যাতে আগামি দিনে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সেনা অভিযান না করতে পারে তার জন্য লাদাখে চিনা সেনার অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে। এই ঘটনার পেছনে যাদের কৌশল ছিল তারা সম্ভব পাকিস্তানের আইএসআই। আইএসআই চুপ করে বসে নেই। তারা এখনও পর্যন্ত ভারত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে। ভারতের আর্থিক এবং প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে যাতে দুর্বল হয়ে পড়ে তার দিকে বরাবরই নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। বহুবার পাকিস্তানের আইএসআই মুম্বই শেয়ার বাজারের ওপরে হামলা করেছে। শেয়ার বাজারে ধস নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। দাউদ ইব্রাহিমকে মদত দিয়েছে। কিন্তু এত কিছু করেও ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে দেওয়া যায়নি। এবারে বিজেপি দল সেই সুযোগটা তুলে দিল। বিজেপি ক্ষমতায় এসে ঘরে মধ্যে দ্বন্ধ বাঁধিয়ে দিতে শুরু করলো। তার ফলে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এস সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কূটনীতিতে যে বেশ কাঁচা সেটা প্রমানিত। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বহুবার কথা বলেছেন। চিনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দোলনায় ঝুলতেও লাদাখ সীমান্তে চিন সেনারা অগ্রসর হয়েছে। ভারতের বন্ধু বলতে এখন ইসরায়েল এবং জাপান। আর কোনও বন্ধু নেই। জাপান তো পরিস্কার করে বলে দিয়েছে ভারত আক্রান্ত হলে চুপ করে তারা বলে থাকবে না। ইসরায়েল ভারতের পাশে রয়েছে বলে পরিস্কার করে ঘোষণা দিয়েছে। রাশিয়া শুধু ফাঁকতালে তাদের অস্ত্র ভারতকে গছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যত যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব দেখা যাবে ততই রাশিয়ার লাভ। রাশিয়া অস্ত্র বেচতে চায়। অস্ত্র বেচা ছাড়া রাশিয়ার কোনও শিল্প নেই। অস্ত্র এখন রাশিয়ার শিল্প। সেই অস্ত্র শিল্পকে বেচার জন্য খরিদ্দার দরকার। ভারত হচ্ছে রাশিয়ার একজন বড় খরিদ্দার। চিনকে সামাল রাশিয়া দিতে পারবে। রাশিয়া চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে কর্তৃত্ব না ফলালেও সেই পার্টির ওপরে তাদের প্রভাব খানিকটা রয়েছে। রাশিয়ার ওপরে চিন রুষ্ট নয় বা উত্তর কোরিয়ার ওপরে রুষ্ট নয় চিন। চিন কেবল বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ওপরে কুপিত। কারণ গণতান্ত্রিক দেশগুলো চায় বিশ্ব থেকে কমিউনিস্ট দেশগুলো নিপাত যাক। আমেরিকা চায় কমিউনিস্ট নিধন। কমিউনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখবে বটে। কিন্তু তারা কমিউনিস্ট শাসনের সমালোচনা করবে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছিল গোপনে আমেরিকা। রাশিয়া আর্থিক দিক দিয়ে যখন দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করলো তখন গোপনে কৌশল প্রয়োগ করে রাশিয়ার কমিউনিস্ট শাসনের মধ্যে গোলযোগ লাগিয়ে দিল। যার ফলে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হল। রাশিয়া ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পূর্ব জার্মান রাশিয়ার হাত থেকে বের হয়ে গেল। পশ্চিম এবং পূর্ব জার্মান এক হয়ে গেল। চেকোস্লাভাকিয়া রাশিয়ার হাত থেকে বের হয়ে গেল। রুমানিয়া রাশিয়ার হাত থেকে বের হয়ে গেল। রাশিয়ার হাতে যেসব দেশগুলো ছিল তারা স্ব স্বক্ষেত্রে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। ফলে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে দিল আমেরিকা। এবারে আমেরিকা চিনের কমিউনিস্ট শাসনের অবসান চাইছে। তার জন্য প্রয়োজন হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে হাত মেলানো। সে যাই হোক এখন চিন চেষ্টা করছে ভারতকে বিব্রত করছে। সেই কারণে চিন নেপালকে লেলিয়ে দিয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে। নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বামদেব গৌতম। শ্রীরাম জন্মভূমি ট্রাস্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিত্যগোপাল দাস বলেন, এখন অযোধ্যা থেকে শোভাযাত্রা নেপালের জনকপুরে যায়। অছি পরিষদের সদস্য মোহন্ত দীনেন্দ্র দাসের প্রশ্ন, অযোধ্যা যদি নেপালে হবে, তাহলে সরযূ নদী কোথায়?' মোহন্ত পরমহংস আচার্য বলেন, চিনের হাতে বিকিয়ে যাওয়ার অভিযোগের হাত থেকে রেহাই পেতে এখন নোপলের প্রধানমন্ত্রী রামকে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন।

# রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এখন মাথা ঘামাতে শুরু করেছে

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে কেন্দ্রী সরকার এখন মাথা ঘামাতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে সরকারের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা যাবে না। সরকারের কোনও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা কতখানি থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন সবারই। রাষ্ট্রদ্রোহ আইনকে সমানে রেখে সরকার এখন বহু ব্যক্তিদের বিনা বিচারে কারাগারে পুরে রাখতে পারে। তবে তা বেশিদিন নয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক করে রাখ তে পারে। তারপরে সে আইনের দ্বারস্থ হতে পারে এবং আইনী সাহায্য গ্রহণ করতে পারে। এখন তো মানবাধিকার কমিশন রয়েছে। তারাই মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা তার দিকে খেয়াল রাখে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়ার ভাবনা ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে বলে কানাঘুষা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার থাকতে হবে। আসলে কাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে তা আমরা ভালো করে জানি না। কথা বলার মধ্যে একটি মাপ থাকে। সেই মাপকে অতিক্রম করে গেলেই তা কিন্তু অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। আসলে কথার মধ্যেও মাপকাঠি থাকা উচিত। চলাফেরা থেকে শুরু করে জীবন যাপনের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকলে সেখানে মাপকাঠি থাকা উচিত। কাকে রাষ্ট্রদোহ বলে তা কিন্তু বর্তমান ভারতের নাগরিকদের নতুন করে শেখাতে হবে। নাহলে কিন্তু চলবে না। রাষ্ট্রদ্রোহ কীভাবে চিহ্নিত করা হবে তার কথাও আইনে উল্লেখ থাকবে। তবে প্রত্যেক ভারতবাসীরা কাকে রাষ্ট্রদ্রোহ বলে এবং কি কি আচরণ করলে রাষ্ট্রদ্রোহ তকমা পেতে পারে তা নিয়ে কর্মশালা করার প্রয়োজন হয়েছে। যাই হোক এখন কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এ ব্যাপারে সজাগ রয়েছেন। তিনিও রাষ্ট্রদ্রোহ আইন করার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিসর বৃদ্ধি করার দিকেই তাঁর লক্ষ্য বলে জানতে পারা গিয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি ১২৪ ধারার পুনরায় পরীক্ষা এবং পুনর্বিবেচনার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার মত প্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে এডিটর্স গিল্ড এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ মহুয়া মৈত্র সহ অন্যদের দায়ের করা মামলা নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনও প্রয়োজন নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ সরকার এখন এই আইন প্রণয়ন ব্যাপারে নতুন করে পর্যালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে। ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রেখে কীভাবে এই রাষ্ট্রদ্রোহ আইনকে শক্ত করা যেতে পারে তা নিয়ে মন্ত্রীসভা থেকে শুরু করে আইন মন্ত্রক এবং সংসদে বহু আলোচনা প্রয়োজন রয়েছে। সেই কারণে দেশের শীর্ষ আদালতকে প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে এখনই আইন তৈরি করা হচ্ছে না। আদালত যেন এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে। আগে বিল সংসদের পাশ হয়ে গেলে সেখানে কারোর কোনও অভিযোগ থাকলে নিশ্চয় তা বিবেচনা করা হবে। তবে সরকার যথেষ্ট আগ্রহী এই আইনকে প্রয়োগ করার ব্যাপারে। রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে বিনা বিচারে আটকে রাখতে পারে প্রশাসন। প্রশাসন যদি দেখে কোনও ব্যক্তির দ্বারা দেশের সার্বিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে তাকে গ্রেফতার করতে পারে। প্রয়োজন হলে গৃহবন্দি করে রাখতে পারে। আসলে কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার খুবই চিন্তিত। খালিস্তানপন্থীরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এদেরকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে বেশ কিছু বিদেশি সংগঠন। তারা অর্থ দেওয়া থেকে শুরু করে অস্ত্র দেওয়ার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে এই সব বিদেশি সংস্থা। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে সরকার সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু আইনের ফাঁক দিয়ে গলে সেই সব কৌশলকে একেবারে নষ্ট করে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাপন্থীরা। তারা এখন কাশ্মীরে সক্রিয় হওয়ার গোপন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

## কলকাতার ইতিহাস ঃ তারাপীঠ

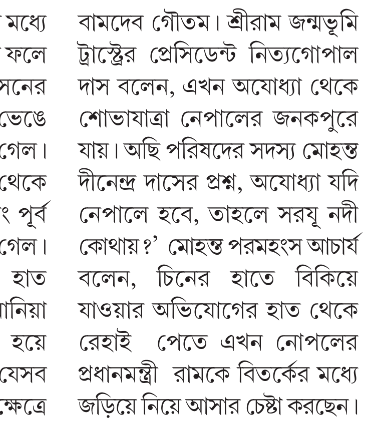

তারাপীঠ এখন ভারত বিখ্যাত একটি স্থান হিসাবে গণ্য হতে শুরু করে দিয়েছে। প্রতিদিনি প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মা কালীকে দর্শন করতে এখানে আসে থাকে। দ্বারকা নদীর তীর রামপুরহাট থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তারাপীঠ। তারাপীঠ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত মুণ্ডমালিনী তলা। এই স্থান নিয়ে বহু মতবাদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন যে নীলতারা এখানে মুণ্ডমালিনীতে পরিণত হয়েছিল। এখানে একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। ডাকাতেরা ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে পুজো করতো। তার আগে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিত। মায়ের মুণ্ডমালা তারা লুকিয়ে রেখে দিয়ে স্নান করতে যায়। স্নান করে ফিরে এসে আর তারা মুণ্ড মালা খুঁজে পায়নি। তার ফলে তারা সেদিন আর ডাকাতি করতে বের হয়নি। কথিত রয়েছে যে মা রাতের বেলায় মুণ্ডমালা রেখে স্নান করেন। সেই থেকেই এই স্থানটির নাম হয়েছে মুণ্ডমালা। এখানে ছোট গোঁসাই সাধনা করেছেন। সাধক বামাক্ষ্যাপা সাধনা করেছিলেন তারাপীঠে। তিনি তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তবে এখানে এসে পুজো দিলে সবাই ভোগ পেয়ে থাকেন। মা তারা কাউকে বঞ্চিত করেন না। তারাপীঠ এর মা কালী জাগ্রত বলে সবাই বিশ্বাস করে থাকেন। যারাই শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যান তারাই একবার করে তারাপীঠ ঘুরে আসেন। মায়ের পুজো দিয়ে আসেন। পুজোয় নকুলদানা এবং লালবাতাসা বা সাদা বাতাসা দিয়ে মায়ের পুজো দেওয়া যেতে পারে। এখানে পুজো দিতে গেলে লাল তাগা দেওয়া হয়। সেই লাল তাগা ধরান করলে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে ভক্তরা বিশ্বাস করে।

## এক্সপ্রেসে আগুন

দুরন্ত বার্তা, মালদা,৩ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা স্টেশন ছাড়ার সময় তিনসুকিয়াগামী ডাউন বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট ট্রেনে আগুন লাগে। রবিবার ট্রেনটিতে আগুন দেখতে পান রেলকর্মীরা। এরপরই জরুরি ব্রেক কষে দাঁড় করানো হয় ট্রেনটিকে। ফিরিয়ে আনা হয় মালদা স্টেশনে। এরপরই দ্রুততার সঙ্গে যাত্রীদের নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন রেল কর্মীরা। কারও কোনও ক্ষতি হয়নি বলেই রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে। রেল সূত্রে খবর, ২২৫০২ বেঙ্গালুরু সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনটি অসমের নিউ তিনসুকিয়া থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল। মালদা ছেড়ে এগোনোর পরই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বি১ কোচে আগুন লাগে। ট্রেনটিকে আপাতত মালদা স্টেশনে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন রেলের ইঞ্জিনিয়াররা। কী কারণে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল বি১ কোচটি থেকে, তা খতিয়ে দেখা হয়। আগুনের উৎস কী, তা বোঝার চেষ্টা করেন রেলকর্মীরা। রেলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বি১ কোচটি পরিবর্তন করার পরে ট্রেনটি ছাড়া হয়। এই ঘটনা কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে যাত্রীদের মধ্যে। তবে রেল সূত্রে খবর, ধোঁয়া বেরোতে দেখেই ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। যার জেরে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।

## শুভেন্দুর ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রচারে আসলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার সকালে তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গতকাল ধূপগুড়িকে মহকুমা করার কথা ঘোষণা করেছেন তাই নিয়ে অভিষেক ব্যানার্জিকে কটাক্ষ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, অভিষেক ব্যানার্জি তার পিসির কাছ থেকে অনেক গুন পেয়েছেন। গত ২০২১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহকুমা কথা বললেও আড়াই বছর পার হয়ে গেলেও এখনও করেননি। এবার ভাইপো মিথ্যা কথা বলেছেন। ইন্ডিয়া জোট জিতলে ৫০০ টাকা গ্যাস হবে অভিষেকের মন্তব্যের কটাক্ষ করে শুভেন্দু জানান, এখন গ্যাসের দাম ৯০০ হয়েছে। মোদি সরকার ২০০ টাকা কমিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত ২০০টাকা কম করার। তাহলে বোঝা যাবে এই তৃণমূল মানুষের সরকার। নারী সুরক্ষা নিয়ে রাজ্যকে একহাত নেন শুভেন্দু অধিকারী।

## যুগলের মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, কালিয়াগঞ্জ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে ফাঁকা মাঠের মাঝে শেওড়া গাছ থেকে উদ্ধার হল প্রেমিক ও প্রেমিকার ঝুলন্ত দেহ। রবিবার সকালে যুগলের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। তদন্তে নেমেছে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রেমিকের নাম প্রিয় বর্মন। তিনি ধনকৈল অঞ্চলের দৌলত বাটী এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। প্রেমিকার নাম অনুপমা রায়। তিনি রাধিকাপুরের বাগচা এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরেই প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন তাঁরা। তাঁদের দুই পরিবারই এই সম্পর্কের কথা জানতেন। কিন্তু কী কারণে তাঁরা আত্মঘাতী হলেন, তা জানা যায়নি। এদিকে, যুগলের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ।

## শনিবারও ছিলেন অভিষেকের সভামঞ্চে

# বিজেপিতে যোগ দিয়ে শুভেন্দুর সভায় তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ একদিনেই ফুল বদল। ধূপগুড়িতে উপনির্বাচনের ৪৮ ঘণ্টা আগেই তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক, গত নির্বাচনের প্রার্থী মিতালি রায় যোগ দিলেন বিজেপিতে। শনিবার রাত পর্যন্ত যিনি ছিলেন তৃণমূলে। অভিষেকের সভাও আলো করেছিলেন। রবিবার সকাল ঘাসফুল ছেড়ে তিনি যোগ দিলেন পদ্মে। কেন ভোটের প্রচার পর্ব শেষের দিনেই এমন দলবদল? শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী জনসভায় এসে তা ব্যক্ত করলেন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া মিতালি রায়। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতির উপস্থিতিতে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েই তিনি সক্রিয় শুভেন্দু অধিকারীর সভায়। ২০১৬ সালে মিতালি রায় তৃণমূলের টিকিটে ধূপগুড়ি বিধানসভার ভোটে জিতে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। টিকিট পেয়েছেন ২০২১-এও। কিন্তু বিজেপির বিষ্ণুপদ রায়ের কাছে তিনি হেরে যান। মিতালির দাবি, তারপর থেকেই দলে তিনি ব্রাত্য ছিলেন। তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এবার উপনির্বাচনে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। এরই মধ্যে শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় তাঁকে ডাকা হয়েছিল। তিনি চাননি তৃণমূলে আর সক্রিয় হতে। তিনি নিষ্ক্রিয় থাকতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু জোর করে সভায় নিয়ে যাওয়া তিনি ভালো চোখে নেননি। মিতালি বলেন, রাতেই সিদ্ধান্ত নিই আর তৃণমূলে থাকব না। বিজেপিতে যোগ দেব বলে মনস্থ করি। বিজেপির প্রতি রাজনৈতিক টান থেকে এই দলবদল নয়। বরং তৃণমূলের প্রতি ক্ষোভ থেকেই তাঁর দলবদলের সিদ্ধান্ত বলে তিনি জানান। তৃণমূল প্রায় আড়াই বছর ধরে তাঁকে ঘরে বসিয়ে রেখেছিল। সংগঠন বা প্রশাসন কোথাও কোনও কাজে লাগায়নি। মিতালি রায় এদিন বলেন, কাজ করতে চাই বলেই বিজেপিতে এসেছি। তাঁর কথায় বাস্তব মেনেই দলবদল করেছি, আবেগের বশে নয়। সমস্ত কথাই দিদি জানতেন। কিন্তু তিনি এখন ব্যস্ত। আমাদের মতো নেতা-নেত্রীদের কথা বলার মতো সময় তাঁর নেই। অভিমানও ঝরে পড়ে তাঁর গলায়। একইসঙ্গে তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারী ধূপগুড়ির জনসভায় এসে তাঁর খোঁজ করেছিলেন। শুভেন্দুর এই ডাক তাঁকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর অভিষেকের মঞ্চে তৃণমূল তাঁকে ডাকে। তিনি যান, অভিষেককে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। কিন্তু এই সভাতে গিয়ে তাঁর মনে হয়, দলের তাঁর সে অর্থে জায়গা নেই। তারপরে তিনি দলবদলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেন। তাঁর অভিযোগ, তিনি ভেবেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলবেন। কিন্তু তিনি তা বলেননি। তাই তাঁর মনে হয়, কাজের কোনও জায়গা নেই এই দলে। শেষমুহূর্তে তিনি বিজেপিতে যোগদান করে বিজেপির প্রার্থীর হয়ে প্রচারে শামিল হন। উল্লেখ্য, শনিবার ধূপগুড়িতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের হাত ধরে বিজেপি যোগ দেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি দীপেন প্রামাণিক। ওই যোগদানের পর অনেকেই ভেবেছিলেন ধূপগুড়িতে উপনির্বাচনের আগে এক গোল দিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু পাল্টা আক্রমণে গিয়ে সেই গোল শোধ করে দিল বিজেপি। গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন জেলার বিশিষ্ট তৃণমূল নেত্রী ও ধূপগুড়ির প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মিতালি রায়। ধূপগুড়ির নেতাজিপাড়ায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের হাত থেকে পদ্মপতাকা হাতে তুলে নেন মিতালি। তারপর সরাসরি শুভেন্দুর সভায়। ধূপগুড়ি উপ নির্বাচনের আগে মিতালি রায়ের বিজেপিতে যোগদানকে গুরুত্ব দিয়েই দেখছে রাজনৈতিক মহল। ছাত্র আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন মিতালি। কামাতাপুর আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ধূপগুড়ি থেকে তৃণমূলের বিধায়ক ছিলেন। রাতারাতি যে মিতালি এই সিদ্ধান্ত নেননি তা এরপ্রকার স্পষ্ট। শিবির বদল করার একটা যে প্রক্রিয়া চলছিল বোঝাই যায়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ফিরে আসার কথা থাকলেও তিনি গতকাল ধূপগুড়িতে থেকে যান। তারপরই সুকান্ত মজুমদার ও মঙ্গল পান্ডের উপস্থিতিতে মিতালি বিজেপিতে যোগ দেন। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের আগে বিজেপি তৃণমূলকে একটা ধাক্কা দিতে চাইছিল। তাতে তারা সফল।

রবিবার ধূপগুড়িতে রোড শো করলেন তারকা তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী ও কলকাতার মহানাগরিক তথা পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

## শ্বশুরকে গুলি করে ধৃত ঘরজামাই

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ঘরজামাইয়ের গুলিতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন শ্বশুর। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মল্লারপুর এলাকায়। শ্বশুরের ট্রাক্টর চালাতেন জামাই। সেটাই ছিল তাঁর পেশা। কিন্তু সম্প্রতি সেই ট্রাক্টর বিক্রি করে দেন শ্বশুর। আর সেই রাগেই শনিবার রাতে গুলি চালায় জামাই। গুলিবিদ্ধ শ্বশুর হাসপাতালে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। পলাতক জামাইকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বীরভূমের মল্লারপুর সন্ধিগড়া বাজার এলাকায় ঘরজামাই থাকতেন অনুপ বায়েন। পেশায় কৃষিজীবী মঙ্গল বায়েনের তৃতীয় মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। তবে অনুপের স্ত্রী বিশেষভাবে সক্ষম বলে খবর। মঙ্গল বায়েনের একটি ট্রাক্টর ছিল। সেটাই চালাতেন অনুপ। কিন্তু কিছুদিন আগে সেটি বিক্রি করে দেন মঙ্গল। তা নিয়ে শ্বশুর-জামাইয়ের মধ্যে সমস্যা চলছিল বলে খবর। ট্রাক্টর বিক্রি করে দেওয়ায় তা নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন অনুপ। শনিবার মঙ্গল বায়েন সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই রাস্তার মাঝে শ্বশুরকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে জামাই অনুপ। পেটে গুলি লাগে। মঙ্গলের চিৎকারে গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। তাঁকে তড়িঘড়ি রামপুরহাট মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে ঘটনার পরে জামাই অনুপ গা ঢাকা দিয়েছিল। তবে রাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার সকালে তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছে।

## ধান নষ্ট করল হাতি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বুনো দাঁতাল হাতি হানা দিয়ে প্রায় আধ বিঘা জমির ধান নষ্ট করল। যার ফলে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে মাদারিহাটের মেঘনাদ সাহা নগরে। গতকাল গভীর রাতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গলে থেকে একটি বুনো হাতি বেরিয়ে লোকালয়ে হানা দেয়। বুনো দাঁতাল হাতিটি মাদারিহাটের বাসিন্দা গৌতম মঙ্গরের প্রায় আধ বিঘার জমির ধান সাবাড় করে দেয়। ঘটনাস্থলে জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা পৌঁছে হাতিটিকে জঙ্গলে পাঠানোর চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে দাঁতাল হাতিটি জঙ্গলে চলে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক গৌতম মঙ্গর জানান যেভাবে প্রতিনিয়ত হাতি গ্রামে প্রবেশ করে হানা দিচ্ছে এখন চাষবাস করা মুশকিল হয়ে গিয়েছে। বন দফতর জানিয়েছে কৃষক আবেদন করলে নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

# রাতের অন্ধকারে পুরুলিয়ায় ব্যাঙ্ক ডাকাতির ব্যর্থ চেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুরুলিয়া শহরে সোনার দোকানে ডাকাতির রেশ কাটতে না কাটতে জেলায় এবার ব্যাঙ্ক ডাকাতির চেষ্টা। শনিবার রাতে জেলার হুড়া বাজারে এসবিআই-এর শাখায় ডাকাতির চেষ্টা হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কে ঢোকার পর অ্যালার্ম বেজে উঠলে পালায় ডাকাতদল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। কিন্তু রবিবার সকাল পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি তারা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শনিবার রাত ৯টা নাগাদ হুড়া বাজারে এসবিআই-এর শাখায় বিপদঘণ্টা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়রা বেরিয়ে আসেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে খবর চলে যায় থানাতেও। কয়েক মিনিটের মধ্যে সেখানে হাজির হন পুলিশ আধিকারিকরা। কিন্তু ততক্ষণে বিপদ বুঝে সরে পড়েছে ডাকাতরা। এর পর পুলিশ আধিকারিকরা দেখেন, প্রথমে এটিএম ভাঙার চেষ্টা করেছে ডাকাতদল। ব্যর্থ হয়ে পাশের একটি গলি দিয়ে ঢুকে ব্যাঙ্কের শাটার ভেঙেছে তারা। তার পর কোলাপসেবেল গেটের তালা ভেঙে ঢুকেছে ভিতরে। কিন্তু ভিতরে ঢুকতেই স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম বেজে ওঠে। যার ফলে বানচাল হয়ে যায় অপারেশন। ব্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকে সমস্ত জায়গায় তন্ন তন্ন করে ডাকাতদের খোঁজেন সশস্ত্র পুলিশকর্মীরা। তার পর তল্লাশি শুরু হয় এলাকায়। কিন্তু রবিবার সকাল পর্যন্ত কারও হদিশ পাননি তাঁরা। রবিবার সিসিটিভি ফুটেজ জোগাড় করার জন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তদন্তকারীরা। গত ২৯ আগস্ট পুরুলিয়া ও নদীয়ার রানাঘাটে সোনার শোরুমে ভয়াবহ ডাকাতি হয়।


**দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লি.**

**CIN : L51226WB1982PLC035467**

রেজি. অফিস ঃ ১৩এ, ডেকার্স লেন, ৫ম ফ্লোর, রুম নং. ৫০১, কলকাতা-৭০০০৬৯

**E-Mail : dantavypar@hotmail.com**

**বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানি সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে বৃহস্পতিবার, ২৮.০৯.২০২৩ বেলা ১.০০ ঘটিকায় কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে ১৩এ, ডেকার্স লেন, ৫ম ফ্লোর, রুম নং. ৫০১, কলকাতা-৭০০০৬৯ বানিজ্যিক আলোচ্যসূচী স্থির রয়েছে এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে।

কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে ২২.০৯.২০২৩ থেকে ২৮.০৯.২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) এজিএমের জন্য। কোম্পানি নিয়োগ করছে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোসিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) পরিষেবা ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য। কোন ব্যক্তি যার নাম রয়েছে সদস্য রেজিস্টার / বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টারে ২১.০৯.২০২৩ (কাট-অফ তারিখ) তিনিই কেবলমাত্র বিবেচিত হবেন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার জন্য বা এজিএমে ভোট প্রদানে পোল/ ব্যালটে। রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে ২৫.০৯.২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় এবং শেষ হবে ২৭.০৯.২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়।

আরও ভোটের সুবিধা পাওয়া যাবে পোল/ ব্যালটে সভার সময় সেখানে সদস্যরা ভোট প্রদান করতে পারবেন, যারা বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দেননি।

যদি কোন প্রশ্ন থাকে, দেখতে পারেন সদস্যদের এফএকিউএস এবং সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে- **www.evoting.nsdl.com** ডাউনলোড সেকশানে বা কল করুন টোল ফ্রি নাম্বারে.ঃ ১৮০০-২২২-৯৯০ বা যোগাযোগ করুন কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে বানিজ্যিক সময়ে।

**বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে**
**দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লি.-র পক্ষে**
স্বা /-
(বসুধা আগরওয়াল)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০২.০৯.২০২৩



প্রধানমন্ত্রী শহরি আবাস যোজনার অধীনে নির্মিত গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্ধ বর্ষের সামাজিক নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে। অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভা একটি পাইলট শহর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের এতদ্বারা অনুরোধ করা হচ্ছে যে এই প্রক্রিয়ায় যোগদান করে এই প্রকল্পের সুষ্ট রূপায়নে সহযোগিতা করুন।

**(প্রবোধ সরকার)**
**পৌরপ্রধান**
**অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভা**



**KANKNARRAH COMPANY LIMITED**

**CIN: L65110WB1900PLC000461**

**Regd.Office:** 29/1, Stephen House (2nd Floor), 4, B. B. D. Bagh (East), Kolkata-700 001, W.B., INDIA
Phone : (033) 4602 1050/1051,
Fax : (033) 2248 9063
E-mail : kankjute@rediffmail.com,
Website : www.kankjute.in

**NOTICE TO THE MEMBERS**

Notice is hereby given that the **214th Annual General Meeting** of the members of Kanknarrah Company Limited will be held at Subarna Banik Samaj Hall, 47, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata- 700013 on Friday the 29th September, 2023 at 12.00 Noon to transact the following business:

1. Adoption of audited Accounts and Reports for the financial year ended on 31st March, 2023.
2. To appoint Smt. Shreya Gangawat (DIN: 08712127), Director, who retires by rotation and being eligible, offers herself for re-appointment.
3. To appoint Mr. Mukul Jain (DIN: 06900282), Director, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. To appoint M/s. Ranjit Jain & Co., Chartered Accountants as Statutory Auditors.
5. To pass special resolutions for re-appointment of Mr. Bhag Chand Jain as Chairman-cum-Managing Director and payment of remuneration of Mr. B.C. Jain (DIN: 00337816) for a period of three years with effect from 1st June, 2023.

Notice is hereby further given that the register of members and share transfer book of the company will remain close from 21st September, 2023 to 29th September, 2023 (both days inclusive).

Please note that the printed copy of Annual Report for the financial year ended on 31st March, 2023 is being mailed and the copy will be available in company's WEB SITE: www.kankjute.in.

Dated : 04.09.2023
B.C.Jain
(DIN: 00337816)
Chairman-cum-Managing Director



**দ্য বিজয়নগর টি কোম্পানি লিমিটেড**

**(CIN : L011326WB1925PLC005088)**

রেজি অফিস ঃ ১১, গর্ভমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা-৭০০০৬৯

**নোটিস**

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে ৯৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ১১, গর্ভমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা-৭০০০৬৯ ঠিকানায়।

আরও, অনুসারী সেকশান ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত অনুসারী ধারা তৎপরবর্তী এবং ধারা ৪২ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা ২০১৫, কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত।

**বোর্ডের আদেশানুসারে**
**এস. ঘোষ**
**ডিরেক্টর**

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০২.০৯.২০২৩



**অ্যাল্পাইন কর্মাশিয়াল কোম্পানি লিমিটেড**

**CIN :** L65999WB1983PLC035690

রেজিস্টার অফিস ঃ ৬সি, মিডলটন স্ট্রীট, ইউনিট নং. ৬২, কলকাতা-৭০০০৭১ ফোন ঃ ৯৮৩১৮০৪৬৪৬

**Email :** info@alpinecommercial.co.in

**Website :** alpinecommercial.co.in

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী বন্দোবস্ত অধীন ধারা ১০১ ও ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) সংশোধনী ধারা, ২০১৫, কোম্পানি প্রদান করছে সদস্যদের নিজেদের ভোট দিতে যার আলোচনার বিষয় পাস করা হবে কোম্পানির ৪০**তম বার্ষিক সাধারন সভায় (এজিএম)** যা অনুষ্ঠিত হবে **বুধবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় ৬সি, মিডলটন স্ট্রীট, ইউনিট নং. ৬২, ৬ ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ**। সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থায় সভাস্থল ছাড়া অন্যস্থান থেকে (রিমোট ই-ভোটিং)।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত যোগাযোগ ইন্টার-আলিয়া সঙ্গে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সঙ্গে একটি এজিএম নোটিস কপি পাঠানো হয়েছে সদস্যদের ১৭ আগস্ট, ২০২৩।

এজিএমে বানিজ্যিক আলোচনা হবে ইলেকট্রনিকভাবে। শ্রী জগদীশ মোহতা, প্র্যাকটিসিং চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন পরীক্ষক হিসাবে ই-ভোটিং পদ্ধতি পরীক্ষা করার জন্য।

১. ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে সকাল ৯.০০ ঘটিকায় মঙ্গলবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় অধীন ধারা ২০(৩) (৬) কোম্পানিস (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) সংশোধনী ধারা, ২০১৫।

২. ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ হয়ে যাবে বৃহস্পতিবার ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায়। ই-ভোটিং গ্রহণযোগ্য হবে না ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকার পর।

৩. যে সকল সদস্যরা শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল ফর্মে অথবা ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে কাট-অফ তারিখ ১৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের মধ্যে তারাই ভোট দিতে পারবেন বৈদ্যুতিনভাবে।

৪. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস এবং ই-ভোটিং পদ্ধতি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- **www.alpinecommercial.co.in** এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিস ডিপোসিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) ওয়েবসাইটে-**https://www.evoting.nsdl.com**।

৫. কোন ব্যক্তি সদস্য হয়েছেন সভার নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে ১৮ আগস্ট, ২০২৩ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য অনুরোধ ইমেল পাঠান- **evoting@nsdl.co.in**। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি সভার নোটিসে দেওয়া রয়েছে যা পাওয়া যাবে কোম্পানি এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইটে। যদি কোন সদস্য ইতিমধ্যে এনএসডিএলের সাথে রেজিস্টার থাকেন ই-ভোটিংয়ের জন্য তাহলে নিজের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে রিমোট ই-ভোট দিতে পারবেন।

৬. যে সদস্যরা ই-ভোটিংয়ে নিজের ভোট দিয়েছেন তিনি সভায় যোগদান করতে পারলেও পুনরায় নিজের ভোট দিতে পারবেন না।

৭. ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা পাওয়া যাবে সভাস্থলে এবং সদস্যরা সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু যারা রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করেননি তারাই ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদান করতে পারবেন।

৮. সদস্যরা যোগাযোগ করতে পারেন ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোসিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) হেল্পডেস্কে -**evoting@nsdl.co.in** অথবা কল করতে পারেন টোল ফ্রি নাম্বারে ১৮০০-২২২-৯৯০ যে কোন সহায়তার জন্য ইলেকট্রনিক ভোট সংক্রান্ত সকাল ৯.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে যে কোন কাজের দিন।

**কোন সদস্য সভায় এসে ভোটদান করতে পারবেন এবং যদি প্রক্সি নিয়োগ করেন নিজের পরিবর্তে তাহলে প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হতে হবে না। প্রক্সিকে আদেশনামা সহ স্ট্যাম্প করা, সম্পূর্ন স্বাক্ষরিত করে কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে জমা করতে হবে সভা শুরু হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে।**

অ্যাল্পাইন কর্মাশিয়াল কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /- অনিমেষ কুমার ভার্মা
ডিরেক্টর

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২২.০৮.২০২৩


# বাড়ি ভাড়া নেওয়ার অজুহাতে ঘরে ঢুকে চুরি

# মালদায় ধরা পড়ল স্মার্ট চোর দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ স্মার্ট চোর। স্বামী এবং স্ত্রী রীতিমতো জিন্স, টপ, গেঞ্জি পরেই এলাকায়. বাড়ি ভাড়া নাম করে বাড়ির মালিকদের ঘরে ঢুকে নিমিষের মধ্যে হাওয়া করে দিচ্ছিল ঘরের জিনিসপত্র। এনিয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ি স্কুলপাড়া এলাকায় অধিকাংশ মানুষদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু কথায় বলে, চোরের সাত দিন তো গৃহস্থের একদিন। অবশেষে চুরির অভিযোগে ওই দম্পতিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে এক বাড়ির মালিক ও তার পরিবারের লোকেরা। এরপর রাস্তার খুঁটিতে ওই দম্পতিকে বেঁধে দেওয়া হয় গণপিটুনি। শনিবার রাতে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পুরাতন মালদা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ী স্কুলপাড়া এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে চুরির অভিযোগে ওই দম্পতিকে উদ্ধার করে পুলিশ। যদিও প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই মহিলাকে ছেড়ে দিলেও লব কর্মকার নামে ওই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। স্কুলপাড়া এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, ওই দম্পতি দু'জনেই নেশায় আসক্ত। তবে তাদের বেশভূষা দেখলে কখনোই মনে হয় না যে এরা চুরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। জিন্সের প্যান্ট, জামা পরে স্মার্ট হয়েই কিছুদিন ধরে মঙ্গলবাড়ীর এলাকা জুড়েই বাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথা বলেই যে কোন ঘরে ঢুকে পড়ছিল, এমনটাই অভিযোগ ওই দম্পতির বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে ওই মহিলা বাড়ির মালিকের সঙ্গে কৌশলে কথা বলার ব্যস্ত থাকতে গেলে চোখের নিমিষে পুরুষ সঙ্গী হাওয়া করে দিত মোবাইল অথবা অন্যান্য জিনিসপত্র। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, স্কুলপাড়া এলাকার এক প্রান্তে থাকে লব কর্মকার নামে ওই যুবক এবং তার স্ত্রী থাকে। প্রাথমিক তদন্তে মনে হয়েছে তারা বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত। সেই নেশার টাকা জোগাড়ের জন্যই হয়তো এই ধরনের চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তবে ওই যুবককে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই যুবকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।


**আর. কে. ওয়ার প্রোডাক্টস লি.**

রেজি. অফিস ঃ ইউনিট নং. ১৫০৭, ১৫ ফ্লোর, টাওয়ার১, থানা সৃজন কর্পোরেট পার্ক, ব্লক ইপি ও জিপি, সেক্টর-৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

ই-মেল ঃ **info@rkwire.com**

**CIN : L17233WB1983PLC036948**

**৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই ভোটিং এবং বুক ক্লোজার**

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় আর. কে. ওয়ার প্রোডাক্টস লি. (কোম্পানি) সদস্যদের প্রতি যে কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে ইউনিট নং. ১৫০৭, ১৫ ফ্লোর, টাওয়ার ১, থানা সৃজন কর্পোরেট পার্ক, ব্লক ইপি ও জিপি, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১ মঙ্গলবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) বানিজ্যিক আলোচনার সূচি এজিএম নোটিসে দেওয়া রয়েছে। উল্লেখিত নোটিস সঙ্গে প্রক্সি ফর্ম, উপস্থিতির স্লিপ, বার্ষিক ফলাফল ইন্টার-আলিয়া সহকারে ডিরেক্টরদের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট এবং নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী যা প্রদান করা হয়েছে সদস্যদের পারমিটিড মোডে এবং যা পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.rkwire.com।

সেই সদস্যরা বিবেচিত হবেন সভায় যোগ দিতে এবং ভোটদান করতে যারা প্রক্সি হিসাবে নিযুক্ত থাকবেন কোম্পানির সদস্যের প্রতিনিধি হিসাবে এবং সদস্যের প্রয়োজনীয়তা থাকবে প্রক্সির জন্য। প্রক্সির আদেশনামা লাগু হবে, যা জমা করতে হবে কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে, সম্পূর্ন এবং স্বাক্ষরিত করে, এজিএম শুরু হওয়ার পূর্ব ৪৮ ঘন্টা আগে।

অনুসারী বন্দোবস্ত অধীন ধারা ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে তৎপরবর্তী ধারা সমূহ, সংশোধনী এবং ধারা ৪২ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বন্ধ থাকবে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) এজিএমের জন্য।

আরও অনুসারী বন্দোবস্ত অধীন ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা ২০১৪, সময় সময় সংশোধনীসমূহ, এবং ধারা ৪৪ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ ঃ

ক) কোম্পানি আনন্দিত প্রদান করে সদস্যদের নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আলোচ্য বিষয়ে যা পাশ করা হবে ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (রিমোট ই-ভোটিং)।

খ) রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে এবং শেষ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

গ) কোম্পানি নিযুক্ত করেছে সেন্ট্রাল ডিপোসিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (এরপর উল্লেখ হবে সিডিএসএল) এজেন্সি হিসাবে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করার জন্য।

ঘ) কোন সদস্য যিনি কোম্পানির শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এজিএম নোটিস প্রেরণের পর কিন্তু 'কাট-অফ' তারিখের পূর্বে ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মে. নিস টেকনোলজিস প্রা.লি.-কে অনুরোধ চিঠি পাঠান-nichetechpl@nichetechpl.com।

যদি, কোন সদস্য ইতিমধ্যে রেজিস্টার থাকেন সিডিএসএল রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সেক্ষেত্রে নিজের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটপ্রদান করতে।

ঙ) রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত তথ্যাবলী, সদস্যরা পেতে পারেন ৪০তম এজিএমের 'নোট' সেকশান থেকে।

সদস্যদের আরও অনুরোধ দেখার জন্য ঃ

১. রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে সিডিএসএল সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫টায় ভোটপ্রদান প্রক্রিয়া শেষ হলে।

২. এজিএম সভাস্থলে ব্যালট পেপারে ভোটপ্রদানের সুবিধা পাওয়া যাবে।

৩. যে সকল সদস্যরা সভায় যোগদান করবেন এবং যারা ভোট প্রদান করেননি রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে সভার পূর্বে তারাই বিবেচিত হবেন এজিএম সভাস্থলে ভোট প্রদান করার জন্য।

৪. যে সদস্য শেয়ার ধরে রেখেছেন ফিজিক্যাল বা ডিমেটিরিয়ালাইজ মোডে কাট-অফ তারিখে যা হল ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারাই বিবেচিত হবেন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বা এজিএম সভাস্থলে ব্যালট পেপারে ভোটদান করতে।

যে কোন প্রশ্ন বা সহায়তা প্রয়োজন হয় রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত, সদস্যরা দেখতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চান (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে-www.evotingindia.com এবং/ অথবা ইমেল পাঠান -helpdesk.evoting@cdslindia.com। ই-ভোটিং / এজিএম ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বা তার পূর্বে। ঘোষিত ফলাফল, সঙ্গে পরীক্ষকদের রিপোর্ট, প্রদর্শিত হবে কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে এবং আরও প্রদান করা হবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.rkwire.com এবং প্রদান করা হবে স্টক এক্সচেঞ্জে।

আর.কে. ওয়ার প্রোডাক্টস লি.-র পক্ষে
স্বা /- শিবা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ০৪.০৯.২০২৩



**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following work :

**NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/318**

Name of work : **Installation of "I LOVE KOLKATA" glow sign board at R.B. Avenue opposite Lake Market in Ward No. 84;** Estimated Amount : **₹ 2,49,177.10;** Earnest Money : ₹ **5,000.00;** Period of completion : **30 days;** Last date and time of completion of bid : **12.09.2023 upto 2 pm**; Tender opening date : **13.09.2023 at 2 pm**; The bid forms and other details are available on and from **01.09.2023 from 2 pm.** For full and further details,, please visit the website **https://etender.wb.nic.in** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only.

**Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

**(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/181/23-24**

Name of work : **Improvement of bustee lighting system at Bapujinagar A-Block, Bapujinagar B-Block and other areas in Ward No. 96 under Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 2,97,432.59 (as per BOQ);** Earnest Money : **₹ 6,000.00;** Period of completion : **20 days.**

**(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/182/23-24 (2nd Call)**

Name of work : **Improvement of street lighting system at Bijaygarh 3 No., Bijaygarh 4 No. and other areas in Ward No. 96 under Br.-X;** Estimated Amount : **₹ 4,98,078.25 (as per BOQ);** Earnest Money : **₹ 10,000.00;** Period of completion : **30 days;** Last date and time of completion of bid : **11.09.2023 upto 12 Noon (Fro Sl. No. 1 & 2).**

**(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/169/23-24**

Name of work : **Supply and delivery of LED fittings of minimast at Patuli bypass Crossing, Green View Crossing and other minimast in Ward No. 101 under Br.-XII;** Estimated Amount : **₹ 1,97,497.78;** Earnest Money : **₹ 4,000.00.**

**(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/170/23-24**

Name of work : **Installation of decorative 40W post top fittings at Baishnabghata Patuli, Ganguly Bagan etc. areas in Ward No. 101 under Br.-XII;** Estimated Amount : **₹ 3,96,883.70;** Earnest Money : **₹ 8,000.00;** Period of completion : **25 days (For Sl. No. 3 & 4)**; Last date and time of completion of bid : **11.09.2023 upto 12.00 noon (For Sl. No. 1 & 2), 14.09.2023 upto 3 pm (For Sl. No. 3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **01.09.2023 from 2 pm (Fro Sl. No. 1 & 2), 02.09.2023 from 3 pm (For Sl. No. 3 & 4),** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

**Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV/B-XI, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works :

**(1) NIT No. : KMC/LTG/AB/23-24/16**

Name of work : **Operation and maintenance of street lighting arrangement at different places in Ward No. 104, Br.-XI;** Estimated Amount: **₹ 4,94,470.00;** Earnest Money : **₹ 10,000.00;** Period of completion : **365 days;** Last date and time of submission of bid : **13.09.2023 (5 pm)**; The bid forms and other details are available on and from **05.09.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**(2) NIT No. : KMC/LTG/IV/191/23-24**

Name of work : **Operation and maintenance of st. lighting systime in Ward No. 110, Br.-XI;** Estimated Amount : **₹ 4,95,520.00;** Earnest Money : **₹ 10,000.00.**

**(3) NIT No. : KMC/LTG/IV/193/23-24**

Name of work : **Maintenance of street light including daily On & Off operation at E.M. Bypass from Patuli Dhalai Bridge to Baghajatin over Bridge in Ward No. 110, Br.-XI;** Estimated Amount : **₹ 1,24,194.90;** Earnest Money : **₹ 3,000.00;** Period of completion : **365 days (For Sl. No. 2 & 3)**; Last date and time of completion of bid : **14.09.2023 upto 2pm (For Sl. No. 2 & 3)**; The bid forms and other details are available on and from **05.09.2023 from 2 pm (For Sl. No. 2 & 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 2 & 3).**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Z-VI, KMC** invites e-tender online two bid system for following work :

**NIT No. : KMC/EE(E)/LTGVI/123/23/23-24**

Name of work : **Lighting arrangement by energy efficient Eco Friendly LED lights at Kailash Ghosh Road near Loknath Mandir & Sarat Chandra Road Parker Math and adjacent areas in Ward No. 123 under Br.-XVI;** Estimated Amount : **₹ 4,49,771.00;** Earnest Money : **₹ 9,000.00;** Period of completion : **25 days;** Last date and time of submission of bid : **12.09.2023 - 12 Noon;** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **14.09.2023 - 12 Noon;** The bid forms and other details are available on and from **02.09.2023 - 6 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Z-V/G.R.U., KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :

**NIT No. : KMC/LTG/RS/23-24/41**

Name of work : **Repairing and renovation works of street lighting system at Ayub Nagar Bustee, Mollah Para Bustee and in Ward No. 141, Br.-XV;** Estimated Amount : **₹ 1,49,805.95;** Earnest Money : **₹ 3,000.00;** Period of completion : **30 days;** Last date and time of submission of bid : **18.09.2023 - 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **07.09.2023 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting/Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :

**(1) NIT No. : KMC/LTG/139/WD-10/BR.-II/Z-I/23-24**

Name of work : **Improvement of bustee lighting at Shyampukur Bustee, Talipara Lane Bustee and other diffrent bustees within Ward No. 10;** Estimated Amount : **₹ 2,98,064.72;** Earnest Money : **₹ 6,000.00;** Period of completion : **30 days.**

**(2) NIT No. : KMC/LTG/242/COM/BR.-II/Z-I/23-24**

Name of work : **Operation & maintenance of electrical installation in all UPHC, Polyclinic under Br.-II KMC;** Estimated Amount : **₹ 2,74,500.00;** Earnest Money : **₹ 5,500.00;** Period of completion : **300 days.**

**(3) NIT No. : KMC/LTG/216/WD-10/BR.-II/Z-I/23-24**

Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at Jatindra Mohan Avenue, Naba Kumar Raha Lane and other places in Ward No. 10;** Estimated Amount : **₹ 1,98,606.44;** Earnest Money : **₹ 4,000.00.**

**(4) NIT No. : KMC/LTG/222/WD-11/BR.-II/Z-I/23-24**

Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at A.P.C. Road, Raja Raj Krishna Street and other places in Ward No. 11;** Estimated Amount : **₹ 1,98,442.43;** Earnest Money : **₹ 4,000.00;** Period of completion : **25 days (For Sl. No. 3 & 4).**

**(5) NIT No. : KMC/LTG/223/WD-12/BR.-II/Z-I/23-24**

Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at Raja Dinendra Street, Galif Street and other places in Ward No. 12;** Estimated Amount : **₹ 1,98,632.73;** Earnest Money : **₹ 4,000.00;** Period of completion : **30 days;** Last date of submission of bid : **18.09.2023 at 1 pm (For Sl. No. 1 to 5)**; The bid forms and other details are available on and from **07.09.2023 at 5 pm (For Sl. No. 1 to 5)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The **Director General (Electrical), KMC** invites e-tender online, two bid system for following work :

**NIT No. : KMC/CRR/LTG/12/23-24**

Name of work : **Restoration of the damaged APC Items with allied electrical works at Cossipore Mahasmashan;** Estimated Amount : **₹ 3,96,965.00;** Earnest Money : **₹ 8,000.00;** Period of completion : **08 days;** Last date and time of submission of bid : **18.09.2023 at 5 pm;** The bid forms and other details are available on and from **07.09.2023 (5 pm)** from the website **https://wbtender.gov.in** 674/23-24

# স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

## সুখটানকে চিরতরে বিদায় জানানোর বেশ কিছু উপায়

**দুরন্ত বার্তা ঃ** কোন বিষয়টি আপনাকে ধূমপান করতে আগ্রহী করে তুলবে তা আপনিই ভালো জানবেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, দিনের যেই সময়গুলোতে আপনার ধূমপান করতে ইচ্ছা হয় সে সময় অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত। ধরা যাক কাজের বিরতির সময়টায় আপনার ধূমপান করার অভ্যাস, তাহলে ধূমপান ছাড়ার পর ওই সময়টুকু কাটাতে পারেন কোনো সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প করে, বই পড়ে বা হেঁটে আসুন এক চক্কর। আপনার অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসকে বদলে ফেলুন স্বাস্থ্যকর কিছুতে। আসলে ধূমপানের ইচ্ছা একেকজনের বেলায় একেক রকমভাবে জেগে ওঠে। তবে সাধারণভাবে বেশিরভাগ ধূমপায়ীর দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু সময় থাকে যখন ধূমপান করতে ইচ্ছা হয়। সেগুলো থেকে মুক্তি পাবেন এভাবে ঃ-

**১. অফিসের কাজ, পড়াশোনা কিংবা ঘরের কাজ থেকে বিরতি ঃ** একটানা কাজ করার পর একটু বিরতি পেলেই মনটা যেন আনচান করে ওঠে সিগারেটে এক টান দেওয়ার জন্য, তাই না? এমন সময় ধূমপানের বদলে যা করতে পারেন-

-একটু ফেসবুকে উঁকি দিন, ইউটিউবে কোনো ভিডিও দেখুন।
-রাস্তায় একটা চক্কর দিয়ে আসুন।
-স্বাস্থ্যকর কোনো খাবার খান, যেমন আপেল।
-রান্নাঘরে গিয়ে এক গ্লাস জল খান।

**২. খাওয়া-দাওয়ার পরে ঃ** অনেকেই খাওয়ার পরে সিগারেট খান, ধূমপান ছাড়ার পর এই ইচ্ছা দূর করা অনেক কঠিন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে যা করতে পারেন-

-স্বাস্থ্যকর কোনো ডেজার্ট খান।
-খাওয়া শেষে সোজা চলে যান প্লেট পরিষ্কার করতে।
-কোনো পাজল অথবা এক কথায় উত্তর দেওয়ার কুইজে মেতে উঠুন, এতে আপনার মনোযোগ ধূমপান থেকে দূরে সরে যাবে।

**৩. চা-কফি ঃ** অফিস কিংবা ক্লাসের ফাঁকে দোকানে দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দেওয়া অনেকের রোজকার অভ্যাস, সঙ্গে সিগারেট তো থাকবেই। ধূমপান ছাড়ার পর এই অভ্যাসকে যেভাবে বদলাবেন-

-সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নিউজ ফিডটা দেখুন।
-ঘুরে আসুন চা-কফি খেতে খেতে।
-কোনো বই কিংবা পত্রিকা পড়ুন।
-এমন কোনো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠুন যিনি ধূমপান করেন না।

**৪. দুশ্চিন্তা ঃ** দুশ্চিন্তা অনেকের ধূমপান করার প্রধান কারণ। তবে ধূমপান করে কিন্তু দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না, আছে আরও উপায়-

-আপনার ফোনে মেডিটেশন অ্যাপ ডাউনলোড করে নিন, ৫ মিনিটের জন্য ধ্যান করুন।
-৫ মিনিট হেঁটে আসুন।
-আপনার দুশ্চিন্তার কারণ নিয়ে কোনো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন, হয়তো তিনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

**৫. ট্রাফিক জ্যামে কিংবা অপেক্ষার প্রহরে ঃ** অপেক্ষার কঠিন সময়টা সহজ করতে অনেকেই সিগারেট জ্বালান। এ ক্ষেত্রে ধূমপান ছাড়ার পর আপনি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারেন অন্যকিছু দিয়ে-

-কোনো অডিও বুক কিংবা গানের প্লে লিস্ট ডাউনলোড করে নিন, শুনতে শুনতে সময় পার করে দিন।
-এমন কোনো বন্ধু কিংবা আত্মীয়কে ফোন করুন যার সঙ্গে অনেকদিন কথা হয় না।
-চিনিমুক্ত কোনো লজেন্স খান বা চিউয়িং গাম চিবান।
-বাসে বসে থাকলে নতুন কোনো বই পড়ুন।

এমন আরও অনেক উপায় আছে ধূমপান থেকে বাঁচার, একটিতে কাজ না হলে আরেকটি চেষ্টা করতে থাকুন। তবে যে পথে হাঁটা শুরু করেছেন, সেই পথ ভুলবেন না যেন।

## অসম ডেঙ্গু

**দুরন্ত বার্তা ঃ** আগে ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেত। ইদানীং তেমন লক্ষণ প্রকাশ ছাড়াই মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে। দৃশ্যমান বা লক্ষণযুক্ত ডেঙ্গু হলে কিছুটা বোঝা যায় এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা নিয়ে সুস্থও হওয়া যায়। কিন্তু লক্ষণবিহীন ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেও বুঝতে পারে না যে তারা এই রোগে আক্রান্ত। পরে এই ব্যক্তিরাই কিন্তু অসম ডেঙ্গু ভাইরাসে (যেমন-প্রথম আক্রমণ ডেঙ্গু ১, পরে ডেঙ্গু ২, ডেঙ্গু ৩ বা ডেঙ্গু ৪ ইত্যাদি) আক্রান্ত হলে তাদের অবস্থা জটিল হতে পারে।

**ডেঙ্গু যেভাবে অসম হয় ঃ** এখন ডেঙ্গুর মরশুম। এই সময়ে জ্বর হলে অনেকে নিজ দায়িত্বেই ডেঙ্গু শনাক্তকরণে রক্ত পরীক্ষা করাচ্ছে। চিকিৎসকরাও এমন পরামর্শ দিয়ে আসছেন। সমস্যা হলো, ডেঙ্গুর মরশুম বহির্ভূত সময়ে কেউ জ্বরে আক্রান্ত হলে সাধারণত ওই সময় ডেঙ্গু শনাক্তকরণে প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষাগুলো করানো হয় না। কিন্তু এসব রোগীর অনেকের হয়তো আগে ডেঙ্গু হয়েছিল। আগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি অগোচরে থেকে যাওয়ায় সময়মতো প্রতিরোধব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে না। ঠিক এই ক্যাটাগরির রোগীরাই পরবর্তী কোনো সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে জটিল ডেঙ্গুর শিকার হতে পারে।

-ডেঙ্গুর মরশুম থাকুক আর না থাকুক, ডেঙ্গু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কারো জ্বর হলেই ডেঙ্গু শনাক্তকরণে রক্ত পরীক্ষা করান। এতে ডেঙ্গু ধরা পড়লে যথাযথ চিকিৎসা নেওয়া যাবে এবং ডেঙ্গুর বিস্তার রোধেও আগাম সতর্কতা অবলম্বন করা যাবে।

-শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অনেকে রুটিন টেস্ট করে থাকে। কেউ ডেঙ্গু ভাইরাস বহন করছে কি না, রুটিন টেস্টে ডেঙ্গু অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করে সেটি নিশ্চিত হয়। এই পরীক্ষাগুলো তিন মাস পর পর বছরে চারবার করা যেতে পারে। আগে জানা থাকলে ডেঙ্গুর মরশুম শুরু হওয়ার আগেই সে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

-সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ডেঙ্গু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সারা বছরই প্রতিটি হাসপাতাল, প্রাইভেট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রক্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত ডেঙ্গু পজিটিভ রোগীদের তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। এতে ডেঙ্গুর মহামারি রোধে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

-এলাকাভিত্তিক হাসপাতাল, ক্লিনিক, ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে আগত রোগীদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেও ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করা যায়। তখন ডেঙ্গু পজিটিভ রোগী বেশি পেলে ব্যাপক প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

-ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে মশার বংশবিস্তারের উৎসস্থল নির্মূল করা, মশা বিশেষ করে বয়স্ক মশা ধ্বংস করা উচিত। মশার কাম। থেকে রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও বিকল্প নেই।

## থাইরয়েড হল হরমোন জনিত সমস্যা

# সঠিক সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক চিকিৎসা করা প্রয়োজন

**দুরন্ত বার্তা ঃ** দেহের এক অপরিহার্য উপাদান থাইরয়েড হরমোন। এটি কমবেশি হলে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। প্রত্যেক মানুষের দেহে নির্দিষ্ট মাত্রায় থাইরয়েড হরমোন থাকা জরুরি। এর হেরফের হলেই নানা জটিলতা দেখা দেয়। অনেকে খাওয়া-দাওয়া খুব বেশি করছেন না, তার পরও তিনি মোটা হয়ে যাচ্ছেন। সব সময় শীত শীত একটা ভাব অনুভূত হচ্ছে। বিশেষ করে রাতের দিকে মনে হয়, শরীরের ভেতরে জ্বর বয়ে যায় কিন্তু বাইরে থেকে শরীর ঠাণ্ডা। পাশাপাশি অতিরিক্ত দুর্বলতা আছে। মন চায় সব সময় শুয়ে থাকতে, কাজকর্মেও এক ধরনের স্থবিরতা চলে এসেছে। সর্বদা বিষন্ন ভাব। কিংবা পেটে ক্ষুধা আছে, তার পরও ওজন কমে যাচ্ছে। সব সময় বুক ধড়ফড় করে। তাপ সহ্য হয় না। হাত-পা কাঁপে, মেজাজ সব সময় খিটখিটে থাকে। শরীরও সব সময় গরম থাকে। কেউ গায়ে হাত দিলে ভাববে জ্বর এসেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর চিকিৎসকরা জানালেন তিনি হাইপোথাইরয়েডে আক্রান্ত।

**থাইরয়েড কী ঃ** থাইরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয় থাইরয়েড নামের গ্রন্থি থেকে। এই গ্রন্থি গলার সামনের উঁচু হাড়ের পেছনের দিকে ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালিকে পেঁচিয়ে থাকে। এই গ্রন্থির কাজ হলো খাবারে যাওয়া আয়োডিনকে ব্যবহার করে থাইরয়েড হরমোন প্রস্তুত করা। ব্রেনের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে আসা সিগন্যালকে (টিএসএইচ) ব্যবহার করে থাইরক্সিন হরমোন (টি৪) প্রস্তুত করে এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড।

**থাইরয়েড হরমোনের কাজ কী ঃ** শর্করা, আমিষ, স্নেহজাতীয় খাবার খাওয়ার পর সেখান থেকে পাওয়া মূল অংশকে কাজে লাগিয়ে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও তাপ উপাদন করতে থাইরয়েড হরমোন ভূমিকা রাখে। দেহে এই থাইরয়েড হরমোন কম তৈরি হলে তাকে বলা হয় হাইপোথাইরয়ডিজম আর হরমোন বেশি তৈরি হলে তাকে বলা হয় হাইপারথাইরয়ডিজম। অর্থাৎ থাইরয়েড হরমোনের কার্যকারিতাবিষয়ক সমস্যা দুই রকম হতে পারে।

**হাইপোথাইরয়ডিজম ঃ** জেনেটিক কারণে, পিটুইটারি ফেলিওর, কিছু বিশেষ ওষুধ, থাইরয়েডের সংক্রমন এবং বিশেষ করে আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যদি ঠিকমতো কাজ না করে, তখন থাইরয়েড হরমোন (টি৩, টি৪) কম তৈরি হয়। থাইরয়েড হরমোনের অভাবে কোষগুলোতে স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম ব্যাহত হয়। চল্লিশোর্ধ্ব ব্যক্তি, বিশেষ করে নারীদের হাইপোথাইরয়েডের প্রবণতা একটু বেশি দেখা যায়। গ্রামের চেয়ে শহরাঞ্চলে এই রোগের হার বেশি। তবে সেটা খাদ্যাভ্যাসের কারণে, নাকি পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে তা এখনো জানা যায়নি।

**হাইপোথাইরয়েডের উপসর্গ ঃ**

-ওজন বেড়ে যাওয়া।
-ঠাণ্ডা সহ্য না হওয়া।
-শারীরিক দুর্বলতা।
-পায়ে জল আসা।
-সন্তান ধারণে সাময়িক অক্ষমতা।
-শরীরে সব সময় ব্যথা ব্যথা ভাব।
-মানসিক বিষন্নতায় ভোগা ইত্যাদি।
-ক্ষুধামান্দ্য।
-ত্বক খসখসে হয়ে যাওয়া।
-স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া।
-শরীরে শীত শীত ভাব।
-অনিয়মিত পিরিয়ড, অতিরিক্ত রক্ত যাওয়া ইত্যাদি।

**হাইপোথাইরয়েডিজমের উপসর্গ ঃ** এ ক্ষেত্রে থাইরয়েড হরমোন বেশি নিঃসৃত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির প্রধান অভিযোগ হলো-

-ক্ষুধা স্বাভাবিক কিন্তু ওজন কমে যাওয়া।
-হাত-পা কাঁপা।
-বুক ধড়ফড় করা।
-গরম সহ্য না হওয়া।
-চোখ কোটরে ঢুকে যাওয়া।
-ডায়রিয়া।
-মেজাজ সব সময় খিটখিটে থাকা।
-অতিরিক্ত ঘাম দেওয়া।
-শরীরে গরম অনুভব।
-ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাওয়া।
-অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।

-মাসিকের সমস্যা।
-গর্ভপাত ইত্যাদি।

জটিলতা ঃ থাইরয়েড হরমোনজনিত সমস্যায় সঠিক চিকিৎসা না নিলে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে। যেমন-

**থাইরয়েড ক্যান্সার ঃ** অনেকের ক্ষেত্রে গলা কম সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত ফুলে যায় এবং সেখান থেকে ভবিষ্যতে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ ক্ষেত্রে চিকিসক নিশ্চিত হয়ে অপারেশনের পরামর্শও দিয়ে থাকেন। যাদের পরিবারে থাইরয়েড ক্যান্সারের ইতিহাস আছে, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। গলায় ছোট একটি নোডিউল যদি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

**গর্ভাবস্থা ও শিশুদের ক্ষেত্রে ঃ** বন্ধ্যাত্বের অন্যতম কারণ এই হাইপার বা হাইপোথাইরয়ডিজম। আবার গর্ভাবস্থায় মায়ের হাইপোথাইরয়ডিজম যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে সে ক্ষেত্রে অনাগত শিশুর মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। শিশুদের হাইপোথাইরয়ডিজম হয়। সম্ভব হলে জন্মের পর সব শিশুর থাইরয়েড পরীক্ষা করে দেখা উচিত। খেয়াল রাখতে হবে, কোনো শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ যদি বয়স অনুযায়ী না হয়, তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

**পরীক্ষা ঃ** থাইরয়েড গ্রন্থি ও হরমোনের বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে নিচের পরীক্ষাগুলো করা হয়-

-রক্তে হরমোনের মাত্রা।
-আল্ট্রাসনোগ্রাম।
-রেডিও-অ্যাকটিভ আয়োডিন আপটেক ও স্ক্যানটেস্ট।
-এফএনএসি ইত্যাদি।

**চিকিৎসা ঃ** হাইপো বা হাইপার দুই থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্যহীনতারই চিকিসা রয়েছে। তাই কারো এই ধরনের উপসর্গ থাকলে অহেতুক ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। হরমোন বা মেডিসিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিলে এবং নিয়মিত ওষুধ সেবনে এই সমস্যাগুলো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হয় বা ক্ষেত্রবিশেষে রোগটিই সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়।

থাইরয়েডজনিত সমস্যায় সব সময় যে লক্ষণ প্রকাশ পাবে, বিষয়টি এমন নয়। উপসর্গ না থেকেও থাইরয়েডজনিত সমস্যা থাকতে পারে, যাকে বলে ‘সাব-ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন’। তখন শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করতে হয়। তবে উপরোক্ত লক্ষণগুলো থাকলে, বিশেষ করে দ্রুত ওজন বেড়ে যাচ্ছে-এমন মনে হলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সুস্থ আছে কি না তা জানতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। শরীরের অতি প্রয়োজনীয় থাইরয়েড হরমোন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আয়োডিন। সেদিকটিও খেয়াল রাখতে হবে।

## প্রশ্নোত্তর

**পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।**

প্রশ্ন ঃ অনেকে বলেন ভাত খেলে শরীরে ওজন বাড়ে। তার চেয়ে রুটি খাওয়া নিরাপদ। কিন্তু যারা দু'বেলা রুটি খান তারা অনেকে বেশ মোটা। সেই তুলনায় ভাত খাওয়া লোকেরা অনেক রোগা। সত্যি কি ভাত খেলে শরীর মুটিয়ে যায়?

উত্তর ঃ ইদানীং দেখা যাচ্ছে, অনেকে ওজন কমানোর জন্য খাদ্যতালিকা থেকে ভাত, দুধ, ডিম ইত্যাদি খাবার বাদ দিয়ে দিচ্ছেন বিশেষ করে টিনএজ বা অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা। ভাতের পরিবর্তে তারা জাঙ্ক বা ফাস্ট ফুডের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে, যা ভাতের তুলনায় আরও বেশি ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার। ক্যালরির হিসেবে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখা যাবে, ১ কাপ ভাত থেকে ১৫০ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। অন্যদিকে, ১ কাপ পোলাও থেকে ৩০০ এবং ১ কাপ বিরিয়ানি থেকে ৫০০ ক্যালরি পাওয়া যায়। একইভাবে রুটির পরিবর্তে পরোটা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, লুচি-পুরি, শর্মা ইত্যাদি বেশি ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার। আমাদের মনে রাখতে হবে, ওজন বাড়ার পেছনে মূলত পরিমাণে বেশি খাবার খাওয়া, বেশি ক্যালরিসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া এবং ক্যালরি খরচ না করা অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম না করা দায়ী। প্রতিদিন যদি কেউ ১০০ ক্যালরি বেশি খাবার খায়, তাহলে তাকে ২০ থেকে ২৫ মিনিট দ্রুত হাঁটতে হবে। এতে শরীরে ক্যালরি জমার ঝুঁকি কম থাকবে। নইলে বছর শেষে চার থেকে পাঁচ কেজি ওজন বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। অনেকেই বলতে পারেন, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভাত বাদ দিলে ক্ষতি কী? ক্ষতি আছে। নিয়ম হলো, শরীরের শক্তি-চাহিদার অর্ধেক আসতে হবে শর্করাজাতীয় খাবার থেকে। আর আমাদের দেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের স্বাভাবিক বা সহজ শর্করার উৎস ভাত। শর্করা না খেয়ে আপনি প্রোটিন বা অন্যান্য যে খাবারই খান না কেন, তা সঠিকভাবে শরীরে কাজ করবে না। যদি স্নেহজাতীয় বা সোজা কথায় তেলজাতীয় খাবার খান, তাহলে লিভার, রক্ত ও শরীরে চর্বির পরিমাণ বাড়তে থাকবে। শর্করাজাতীয় খাবার না খেলে আপনার শরীরের ওজন সাময়িকভাবে কিছু কমবে ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি শারীরিক দুর্বলতা, কাজের ক্ষমতা কমে যাওয়া, আলস্য ও ঘুম ঘুম ভাব বাড়তে থাকবে, যা দীর্ঘ মেয়াদে আপনার শরীরের জন্য খারাপ ফল বয়ে আনবে। সে কারণে ওজন কমানোর জন্য ভাত খাওয়া বাদ দেওয়াটা কোনো ফল বয়ে আনবে না। পরিমাণমতো পারিবারিক খাবার খেয়েও আপনি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন বা কমাতেও পারেন। সকালে রুটি বা মুড়ি, সঙ্গে ডিম, সবজি ইত্যাদি খান। দুপুরে ভাত, সঙ্গে শাকসবজি, মাছ, ডাল বা এ রকম স্বাভাবিক খাবার খান। রাতে রুটি বা ভাত খান পরিমাণমতো। সঙ্গে যেকোনো শাকসবজি, মাছ, ডাল, লেবু, স্যালাড ইত্যাদি খান। বয়স, পরিশ্রম করার ধরন এবং শারীরিক অবস্থার ওপর নির্ভর করবে খাবারের পরিমাণ। তবে সারা দিনের খাবারকে তিন বেলায় না খেয়ে একই খাবার আপনি ৬ ভাগে ভাগ করে খেতে পারেন। বেশি খেয়ে ফেললে শারীরিক পরিশ্রম করুন। বাঙালিদের প্রধান খাবার ভাত। ‘ভাত-ডাল’ খাওয়া বাঙালির অভ্যাস। ডাল-ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন সবজি, মাছ খাচ্ছি আমরা শত শত বছর ধরে। এটি আমাদের সঙ্গে মানিয়ে গেছে সুন্দরভাবে। কাজেই পারিবারিক এসব খাবার নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। শুধু পরিশ্রমের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। পরিমিত খাবার খান।

প্রশ্ন ঃ বয়স ২০। মাসিকে অনেক বেশি রক্ত যায়। মাঝেমধ্যে ১০-১২ দিন থাকে। চুল পড়ে, সব সময় ক্লান্তি লাগে। আমার কী করা উচিত?

উত্তর ঃ থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতিতে এমনটা হতে পারে। তা ছাড়া জরায়ুতে ফাইব্রয়েড বা অন্য কোনো সমস্যা থাকতে পারে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে রক্তশূন্যতার ফলে ক্লান্তি লাগা, চুল পড়া হতে পারে। আপনার থাইরয়েড হরমোন, রক্তে হিমোগ্লোবিন, একটা আল্ট্রাসনোগ্রাম ইত্যাদি পরীক্ষা করা উচিত। একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ কিডনি রোগীদের জন্য সাইনোসাইটিস ও মাইগ্রেনের তীব্র ব্যথায় কী ওষুধ দেওয়া যেতে পারে?

উত্তর ঃ সাইনোসাইটিস ও মাইগ্রেনের মাথাব্যথার কারণ ভিন্ন তাই তীব্র ব্যথায় ওষুধও ভিন্ন। কিডনি রোগীদেরও তাদের গ্লোমেরুলার ফাংশন দেখে বিভিন্ন ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে কিডনি অথবা মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

## শল্য চিকিৎসায় পেটের ব্যথা থেকে মুক্তি

**দুরন্ত বার্তা ঃ** মাথা থাকলে যেমন ব্যথা হয় তেমনি পেট থাকলে পেটেব্যথাও হবে-এটিই স্বাভাবিক। শিশু থেকে শুরু করে যে কোনো বয়সেই পেটব্যথা হয়ে থাকে। বেশির ভাগ পেটব্যথাই ক্ষণস্থায়ী এবং ওষুধ খেয়েই ভালো হয়ে যায়। কখনো কখনো পেটব্যথা এত তীব্র ও জীবনবিপন্ন করে তোলে যে, শল্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়। এবার আমরা পেটব্যথার প্রধান কারণগুলো লক্ষ্য করি। যেগুলোর জন্য আপনারা অবশ্যই শল্য চিকিৎসকের সাহায্য নেবেন ঃ-

১. অ্যাপেনডিসাইটিস।
২. কলিসিসটাইটিস অর্থাৎ পিত্তথলি বা গলব্লাডারের সংক্রমন পাথরজনিত অথবা পাথরবিহীন।
৩. ইনটেসটিনাল অবস্ট্রাকশন বা খাদ্যনালির পথরোধ হওয়া রোগ।
৪. পাকস্থলী বা খাদ্যনালি (ইনটেসটিন) ফুটো হয়ে যাওয়া।
৫. একিউট একজারবেশন অব পেপটিক আলসার।
৬. কিডনি, মূত্রনালি ও মূত্রথলিতে পাথর বা ইনফেকশন।
৭. পিত্তনালির পাথর।
৮. অগ্নাশয় বা পেনক্রিয়াসের সংক্রমন বা পেনক্রিয়াটাইটিস পেনক্রিয়াসের পাথর।
৯. রাপচার একটোপিক প্রেগনেন্সি প্রধান।

পেটব্যথার এই পর্যায়ে আমরা আজ সবচেয়ে কমন যে কারণটির জন্য আপনারা সার্জনের শরণাপন্ন হন তা নিয়ে আলোচনা করব।

### পেটব্যথা ও অ্যাপেনডিসাইটিস

অ্যাপেনডিসাইটিস মানে অ্যাপেনডিকস নামক ক্ষুদ্র অঙ্গটির সংক্রমন। এই অ্যাপেনডিকস অঙ্গটি পেটের নাভির ডান দিকে অবস্থিত। এটা দেখতে অনেকটা ওয়ার্ম বা কৃমির মতো এবং এটা খাদ্যনালির বৃহদন্ত্রের অংশ। রোগ প্রতিরোধের ভূমিকা আছে বলে ধারণা করা হয়। তবে এই অঙ্গহানির ফলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না।

### বিভিন্ন কারণে অ্যাপেনডিসাইটিস হতে পারে

১. ফিকুলিথ (শক্ত মলের নুড়ি) দ্বারা অ্যাপেনডিকসের প্রবেশ মুখ বন্ধ হয়ে।
২. হজম না হওয়া খাদ্যের অংশ যেমন টমেটোর খোসা দ্বারা অ্যাপেনডিকসের প্রবেশ মুখ বন্ধ হয়।
৩. গুঁড়া কৃমির দ্বারা এবং ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে অ্যাপেনডিসাইটিস হতে পারে।

### অ্যাপেনডিসাইটিস রোগের লক্ষণ

১. রোগী বলবে প্রথমে আমার ব্যথা নাভির চার পাশে অথবা পেটের উপরিভাগে শুরু হয়েছিল এবং দু-তিন ঘণ্টা পর এই ব্যথা সরে এসে নাভির ডান পাশে অবস্থান নিয়েছে।
২. হাঁচি-কাশি দিলে নাভির ডান পাশে ব্যথা হয়।
৩. বমিভাব বা ১-২ বার বমি হতে পারে।
৪. ক্ষুধা নেই।
৫. হালকা জ্বর ভাব।
৬. কনস্টিপেশন ও কিছু ক্ষেত্রে ডায়রিয়াও হতে পারে।
৭. পরীক্ষা করলে নাভির ডান দিকে চাপ দিলে ব্যথা অনুভব করে বা ব্যথার জন্য ধরাই যাবে না।

পেটব্যথার অনেক কারণগুলোর কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এবার ইনটেসটিনাল অবস্ট্রাকশন নিয়ে আলোচনা করব।

**ইনটেসটিনাল অবস্ট্রাকশন কাকে বলে** বিভিন্ন কারণে খাদ্যনালির অবস্ট্রাকশন হতে পারে। খাদ্যনালির প্রতিবন্ধকতার যে কোনো বয়সেই হতে পারে। তবে প্রধানত একে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ-

১. এই অবস্ট্রাকশন হতে পারে। খাদ্যনালির ওয়ালের মধ্য থেকে টিউমার, পলিপ, টিবি বা ক্যান্সার হলেও হতে পারে।
২. আবার কখনো খাদ্যনালির ভেতর কৃমি, পুডবোলাস, ফরেনবডি যেমন- সোনা, রুপা, লোহা ও ইনটোলাসসেপশন হয়েও খাদ্য চলাচলে বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অবস্ট্রাকশন হতে পারে।
৩. খাদ্যনালির বহিরাগত কারণেও ইনটেসটিনাল অবস্ট্রাকশন হতে পারে। যেমন- ইনটেনটিনাল ব্যান্ড ও এডহেসন (জন্মগত ও অপারেশনের পর) হারনিয়া ও খাদ্যনালির আশপাশে টিউমার হয়ে খাদ্যনালির ওপর চাপ সৃষ্টি করেও এ অবস্ট্রাকশন ঘটাতে পারে। এ ছাড়া খাদ্যনালির ডেভেলপমেন্টের ত্রুটির ফলে এই রোগ দেখা যায়। যেমন- ইম্পারফোরেটেড এনাস (পায়ু পথ জন্মগতভাবে বন্ধ থাকা এবং ইনটেসটিনাল এট্রিশিয়া ইত্যাদি)।

## সমস্যার নাম যখন মেনোপজ

**দুরন্ত বার্তা ঃ** নারীদেহের এক বিশেষ শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের নাম মেনোপজ অথবা রজঃনিবৃত্তি। শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণের সময়- অর্থাৎ ১২-১৩ বছর বয়স থেকে একজন নারীর দেহ থেকে প্রতি মাসে যে রক্তক্ষরণ হয়, তাকে মাসিক বা ঋতুস্রাব বলে। আর ৪৫ বছরের পর থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এত দিন চলে আসা মাসিক যদি কোনো কারণ ছাড়াই বন্ধ হয়ে যায়, তখন নারীজীবনের এই সময়কে মেনোপজ বলে।

**উপসর্গ ঃ** মেনোপজের আগে মাসিক অনিয়মিত হয়ে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন-কারো দীর্ঘমেয়াদি মাসিক চলতে পারে অর্থাৎ একবার শুরু হলে বন্ধ হতে চায় না অথবা তিন-চার দিন স্থায়ী হলেও প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় অথবা দেখা যায়, দুই-তিন মাস পর পর হচ্ছে। সবার ক্ষেত্রে এক রকম না-ও হতে পারে। তবে মাসিকের অনিয়ম ছাড়াও কিছু শারীরিক সমস্যা সব মেনোপজাল নারীই উপলব্ধি করেন। এর কিছু উপসর্গ হলো-

-হঠাৎ করে গরম লাগা (সাধারণত এটা ৩০ সেকেন্ড সময় থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে), কান ও মাথা গরম হয়ে যাওয়া।
-হালকা ঘাম হওয়া।
-হাতের তালু ও পায়ের তালু জ্বালাপোড়া করা।
-ঠিকমতো ঘুম না হওয়া।
-মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া।
-কোনো কারণ ছাড়াই মন খারাপ হওয়া।
-কথায় কথায় কান্না পাওয়া ইত্যাদি।

এ ছাড়া বুক ধড়ফড় করা, কোনো কিছু আগের মতো মনে রাখতে না-পারা, প্রচুর ঘাম হওয়া, শারীরিক চাহিদা কমে যাওয়া এবং সহবাসে আগ্রহ না-থাকাও উপসর্গ।

**দুটি সমস্যা বাড়ে ঃ** এই সময় খুব মারাত্মক যে দুটি সমস্যায় নারীরা ভুগে থাকেন, তা হলো অস্টিওপরোসিস বা হাড়ক্ষয় সমস্যা ও প্রস্রাবের সমস্যা। বেশির ভাগ নারীরই এই সময় অভিযোগ থাকে ঠিকমতো প্রস্রাব না হওয়ার অথবা প্রস্রাব ধরে রাখতে না-পারার কিংবা ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়ার। এমনকি এ সময় তারা হাঁচি-কাশির সঙ্গে প্রস্রাব ঝরার সমস্যার কথাও বলে থাকেন। হরমোন না থাকায় প্রস্রাবের রাস্তার মাংসপেশি দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণেই মূলত এই সমস্যাগুলো তৈরি হয়। এ ছাড়া ওজন বেড়ে যাওয়া এবং মুখে, গলায়, হাতে, পায়ে অবাঞ্ছিত লোম আসা, প্রচুর ঘাম হওয়া, দুর্বল লাগা, মাথা ঘুরানো ইত্যাদি সমস্যার কথাও বলে থাকেন।

### সহায়ক খাবারদাবার

-তরুণ বয়সের খাদ্যতালিকায় প্রচুর পরিমাণ শর্করা, আমিষ ও চর্বিযুক্ত খাবারের পাশাপাশি শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি রাখা।
-মেনোপজাল নারীদের রোজকার খাদ্যতালিকায় ৪০ শতাংশ শর্করা, ১৫ শতাংশ আমিষ এবং ৪৫ শতাংশ শাকসবজি ও ফলমূল থাকা ভালো।
-ভাত, রুটি, আলুর পরিবর্তে এ সময় বাদামি আটার রুটি আর ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত খেলে উপকার মিলবে।
-আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য সপ্তাহে তিনটি ডিম যথেষ্ট। তবে খাসির মাংস না খাওয়াই উত্তম। সপ্তাহে এক বা দুই দিন খাওয়া যেতে পারে চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস।
-কোলেস্টেরলমুক্ত তেল অথবা সয়াবিন তেল ব্যবহার করা যাবে, তবে ঘি, ডালডা, বাটার অয়েল, মাখন, পাম অয়েল এ বয়সে না খাওয়াই শ্রেয়।
-প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অবশ্যই

ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন সি ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্সযুক্ত খাবার থাকা উচিত।
-দুধ ও দুধজাতীয় খাবার যেমন-দই, পনির, পালংশাকে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে বলে তা খাওয়া যেতে পারে। রোজ এক গ্লাস দুধের পাশাপাশি যদি কেউ একটি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খান, তবে তিনি হা।রে ক্ষয় হওয়ার কারণে শরীরের ব্যথা কম অনুভব করবেন।
-কাঁচা কলা, কচুশাক, ছোট মাছ, দুধ, ডালিম এবং যেসব খাবার কাটার পর কালো হয়ে যায়, তাতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। এসব খাবার খাওয়ার প্রতি আগ্রহ জন্মালে ভালো হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি লোহার কড়াইয়ে রান্না করে খাওয়া যায়।
-ভিটামিন সি'র জন্য লেবুর পাশাপাশি দেশীয় ফল যেমন-পেয়ারা, আমলকী, বেল খাওয়া যেতে পারে।
-পর্যাপ্ত জল ও পানীয় জাতীয় খাবার যেমন-ডাব, পানিফল, নাশপাতি, লেবুর শরবত ইত্যাদি খাওয়া ভালো। অন্ততপক্ষে দিনে সাত-আট গ্লাস জল পান করলে শরীরে জলের ঘাটতি হয় না। বোতলজাত কোমল পানীয়, অতিরিক্ত চা-কফি, অতিরিক্ত চিনি বা লবণ-কোনোটাই এ সময় খাওয়া উচিত নয়।

## জলাশয়ে মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ জলাশয় থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলা ব্লকের বাসরা গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম বীরেন মন্ডল, বাড়ি হবিবপুর ব্লকের জামালপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় মৃত ব্যক্তি গত বুধবার মেয়ের বাড়ি বাসরা যাওয়ার কথা বলে বের হলেও তিনি মেয়ের বাড়ি যাননি। তার পর থেকে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাসরা গ্রামের এক ব্যক্তি চাষের জমিতে যাওয়ার পথে ফাঁকা মাঠে জলাশয়ের মধ্যে মৃতদেহটি দেখতে পান। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বামনগোলা থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃত বীরেন মন্ডলের ভাইপো বলরাম মন্ডল জানান, আমার কাকা গত বুধবার মেয়ের বাড়ি যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। আজ জানতে পারি তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গত দুইদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করেও খোঁজ মেলেনি। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে বামনগোলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত নেমেছে।

## বিরল গিরগিটি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃট বাঁকুড়ায় উদ্ধার বিরল প্রজাতির গিরগিটি। গোটা শরীরের রং কচি কলাপাতা। আর সবুজের মাঝেই কালো রঙের ডোরাকাটা দাগ। সেটি আসলে বিরল প্রজাতির একটি ক্যামেলিয়ন। এই বিরল প্রজাতির ক্যামিলিয়ন উদ্ধার হল বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার শ্রীপল্লি এলাকার এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন বিরল প্রজাতির ক্যামেলিয়ন বা গিরগিটিটিকে চলাফেরা করতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরেই সেই প্রাণীটিকে ধরে বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের অন্তর্গত বড়জোড়া রেঞ্জ অফিসে বনকর্মীদের হাতে তুলে দেন। এরপর এই খবর দেওয়া হয় এগড়া বনদফতরে। বনদফতরের কর্মীরা এসে এরপর প্রাণীটিকে নিয়ে যান। বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বন আধিকারিক ওমর ইমাম বলেছেন, প্রাথমিকভাবে চিকিৎসার পর ওই প্রাণীটিকে ফের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

## ঠেকে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ গ্রামজুড়ে অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে মদ! মদের আসক্তিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গ্রামের যুব সমাজ। তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপালের এলাকায় অবৈধ মদের ঠেক ভাঙতে উদ্যোগ নিল গ্রামের প্রমিলা বাহিনী। রবিবার স্থানীয় প্রমিলা বাহিনী গ্রামের একটি বাড়ি ঘেরাও করে ভাঙচুর চালায়। তাদের অভিযোগ অবৈধভাবে গ্রামের এক মহিলার বাড়িতে প্রতিনিয়ত মদ বিক্রি হচ্ছে। বারংবার তাকে মদ বিক্রি বন্ধ করতে বলা হয়েছিল। তার পরেও চলছিল অবৈধ মদের ব্যবসা। তাই রবিবার গ্রামের প্রমিলা বাহিনী একত্রিত হয়ে বিকেলে ওই মহিলার বাড়ি ঘেরাও করে মদের ঠেক ভাঙচুর করে। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই মহিলাকে আটক করে।

## প্রতিবাদে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ধূপগুড়ি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মিতালি রায়ের দলবদলের জেরে অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ জানালো তৃণমূল যুব কংগ্রেস। ধূপগুড়ি বিধানসভার শালবাড়ী ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্থানীয় তৃণমূল যুব নেতৃত্ব বলেন, মিতালী রায় বেইমান। দল তাকে এত বড় সম্মান জানানোর পরেও টাকার লোভে বিজেপির কাছে বিক্রি হয়ে গেল।

# পাটপচা জলের কারনে সমস্যায় মৎস্যজীবীরা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ কথায় আছে 'কারো পৌষ মাস তো কারও সর্বনাশ'। আর এই সর্বনাশের কোপে পড়েই নিজেদের পেশা বদল করতে বাধ্য হয়েছেন নবদ্বীপ ব্লকের হুলোর ঘাট থেকে মহেশগঞ্জ বিস্তীর্ণ গঙ্গা, জলঙ্গী তীরবর্তী এলাকা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার অসংখ্য মৎস্যজীবী মানুষ। জানা যায় এই বিস্তীর্ণ এলাকায় কয়েক'শো পরিবারের রোজগারের মাধ্যম এই মৎস্য শিকার, অর্থাৎ কেউ দিনে আবার কেউ রাতে নদীতে মাছ ধরে আর তা বিক্রি করেই চলে দিন গুজরান। কিন্তু এই চলবান জীবনে গত ছয়-সাত বছর ধরে কয়েক মাসের বাধা তৈরী হয়েছে বলে দাবী এলাকার মৎস্যজীবীদের। বর্তমানে ভাগীরথীতে চলে আসছে পাট পচা জল, যার ফলে ছরিড়েছে দুর্গন্ধ, জলের রং হয়ে দাঁড়িয়েছে কুৎসিত কালো। বন্ধ হয়েছে মাছ ধরার কাজ। ফলে নৌকা, জাল সহ মাছ ধরার উপকরণগুলো কোথাও জলে, আবার কোথাও পড়ে আছে জঙ্গলে। গত কয়েক বছর ধরে এই সময় থেকে কার্তিক-অগ্রহায়ন মাস পর্যন্ত এমনই চেহারা নেয় নদীর। মৎস্যজীবীদের তরফে একাধিকবার বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়ে হয়নি কোন সুরাহা, দাবী স্থানীয় মৎস্যজীবীদের, মিলেছে শুধুই আশ্বাস। তারা আরও জানান, এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এই জলেই স্নান করে। ফলে চর্ম সহ বিভিন্ন জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে প্রবল, যার ফলে এই সময়টা আসলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় সকলেই। স্থানীয় মৎস্যজীবী মেঘনাথ হালদার জানান, আমি দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই পেশায় আছি, কিন্তু গত ৬-৭ বছর ধরে এই সময়ের সমস্যার মতো কখনো হয়নি। আগে পদ্মা থেকে এই পচা জল আসতো ওটা বন্ধ হয়েছে। এখন জলঙ্গি থেকে আসে। আমরা চাই এই জল আসাটা বন্ধ হোক তাহলে আমাদের রুজিটা বাঁচে। তিনি আরও জানান, বর্তমানে মাছ ধরার কাজ বন্ধ তাই সংসার চালাতে পেশা বদলে কখনো মাঠে, বা কখনো অন্য কাজে যেতে হচ্ছে। অনেকে এই সময় পরিযায়ী শ্রমিক হয়েও অন্যান্য জায়গায় কাজের জন্য চলে যান। স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের বিজেপির নবনির্বাচিত উপ প্রধান কানাই দাস জানান, এই সমস্যাটা নতুন নয়, দীর্ঘদিনের। অতীতেও আমরা দলীয়ভাবে বিভিন্ন দপ্তরে গিয়েছি, লিখিত জানিয়েছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি এমনকি এই সমস্যা নিয়ে বিক্ষোভও হয়েছিল। তবে আমরা চাই এর সমাধান। বর্তমানে আমদের পঞ্চায়েত ওই এলাকাগুলিতে লোক পাঠিয়েছে। আমরা চেষ্টা করবো ও গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখছি ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যা করার করবো। সবমিলিয়ে গত কয়েক বছর ধরে যেখানে এই সমস্যার আজও সমাধান হয়নি সেখানে এবার কি স্বরূপগঞ্জ পঞ্চায়েতের নতুন বোর্ডের তৎপরতায় সমাধান হবে এই সমস্যার, সেটা দেখা এখন সময়ের অপেক্ষা।

# ছাতনা স্টেশনে রেলের স্টপেজ দাবী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন আরণ্যক ও রূপসী বাংলা ছাতনা স্টেশনে স্টপেজের দাবীতে স্মারকলিপি পেশ করলেন স্থানীয়রা। রবিবার সকালে ছাতনার স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে আদ্রা ডিভিশনের জেনারেল ম্যানেজারের উদ্দেশ্য স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তাদের বক্তব্য বাঁকুড়া জেলার অন্যতম দর্শনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান হল সামন্ত রাজাদের রাজধানী তথা বৈষ্ণব কবি মা বাসুলির আরাধক বড়ু চন্ডীদাসের জন্মভূমি ছাতনা। কিন্তু এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৩টি ট্রেন দাঁড়ায় না। এনিয়ে এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে আদ্রা ডিভিশনের ডিআরএম-এর কাছে আবেদন করলেও কোনও ফল মেলেনি। বাঁকুড়ার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকারও এনিয়ে ভারতীয় রেল মন্ত্রকের কাছে বারবার চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু ছাতনায় না দাঁড়ালেও সোমবার থেকে ঝাঁটিপাহাড়ীতে দাঁড়াবে পুরুলিয়া এক্সপ্রেস। এতে ব্যবসায়ীদের ভীষন সুবিধা হবে। কিন্তু রূপসী বাংলা এবং আরণ্যক দাঁড়ায় না ছাতনা স্টেশনে দাঁড়ায় রবিবার ফের তার দাবি নিয়ে স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে ডিআরএম'কে স্মারকলিপি দিলেন ছাতনা, বাঁকুড়া ও শালতোড়া বিধানসভার কিছু নাগরিক। এদের নেতৃত্বে ছিলেন জীবন চক্রবর্তী, অশোক বিদ, কার্তিক মন্ডল ও শেখ সিরাজ। এদিন সকাল ১১ টায় ছাতনা রেল স্টেশন ম্যানেজারের কাছে এলাকার ছাত্র শিক্ষক, হকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজের বেশ কিছু প্রতিনিধি একটি স্মারকলিপি জমা দেন। অশোক বিদ বলেন, রূপসী বাংলা ট্রেনের স্টপেজ ছিল ছাতনা স্টেশনে। কি কারণে জানি না, করোনা পরিস্থিতির পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হলেও রূপসী বাংলা ছাতনায় আর স্টপেজ দেয় না। প্রবীণ সমাজকর্মী জীবন চক্রবর্তী বলেন, ছাতনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাদ দিলেও ছাতনা স্টেশন থেকে ৩ কিমি'র মধ্যে রয়েছে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি আইটিআই কলেজ এবং ডিগ্রি কলেজ। পাশেই আছে এশিয়া মহাদেশের সর্ববৃহৎ গৌরীপুর কুষ্ঠ হাসপাতাল। এই স্টেশনের অদূরেই রয়েছে শুশুনিয়া সিড ফার্ম এবং শুশুনিয়া পাহাড়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আইটিআই কলেজে এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করেন। তারা রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসে যাওয়া আসা করেন। শুশুনিয়া পাহাড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সারা বছর ধরে ট্রেকিং করতে আসেন বহু শিক্ষানবিশ পর্বতারোহী। তাছাড়াও পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই আছে। তাই ছাতনা স্টেশনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য আমরা আদ্রা ডিভিশনের ডিআরএম-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানজী এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীকে আমাদের আবেদন মেল করে পাঠিয়েছি। এবিষয়ে ছাতনার স্টেশন ম্যানেজার অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ওনাদের স্মারকলিপি পেয়েছি। সেটি আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেব।

# কৌষিকী অমাবস্যা ঘিরে প্রস্তুতি সভা তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ তারাপীঠে কৌষিকী অমাবস্যা ঘিরে নিজস্ব কার্যালয়ে প্রস্তুতি বৈঠক সারলো তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ। তারাপীঠে কৌষিকী আমাবস্যা নিয়ে মন্দির কমিটি, হোটেল মালিক, অটো ইউনিয়ন-দেরকে নিয়ে এদিন বৈঠকে করে প্রশাসন। উপস্থিত ছিলেন তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায়, মহকুমা শাসক সাদ্দাম নাভাস, তারাপীঠ ও রামপুরহাট থানার আধিকারিকরা। জানা গেছে, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা ও প্রকাশ্যে মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অটোরিকশা ভাড়া পঞ্চাশ টাকা এবং ট্রেকার ভাড়া চল্লিশ টাকার বেশি নেওয়া যাবে না। যারা তিন দিনের প্যাকেজে তারাপীঠে আসবেন এবং যারা একদিনের জন্য আসবেন তাদের ভাড়া খুব বেশি বৃদ্ধি করা যাবে না। কৌষিকী অমাবস্যা তিথি পড়েছে ২৭ ভাদ্র অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর। সেই দিনটি বৃহস্পতিবার। ১৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫.৩১ মিনিট থেকে শুক্রবার ভোর ৬ টা ৩০ পর্যন্ত থাকবে অমাবস্যা। অর্থাৎ তিথি শেষ হচ্ছে ভাদ্রের ২৮ তারিখ। সেই উপলক্ষ্যে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের আগমন শুরু হবে তারাপীঠে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে তারাপীঠ থেকে পুণ্যার্থীরা তারাপীঠ থেকে বের হতে শুরু করবেন। সেই কারণে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মন্দির কমিটি থেকে জেলা প্রশাসন। ভক্তদের জন্য বুধবার ও বৃহস্পতিবার পর পর দুই দিন সারা রাত্রি খোলা থাকবে। বীরভূম ছাড়াও ভিন জেলা থেকে হাজির হয়েছে প্রচুর পুলিশ। পর্যাপ্ত পুরুষ, মহিলা পুলিশ, মহিলা উইনার্স টিম ও বিপর্যয় মোকাবিলা টিম প্রস্তুত আছে। রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র বলেন, ১৫টি ওয়াচ টাওয়ার, ২৫টি ড্রপগেট ও ১৩৫টি সিসিটিভি রাখা হয়েছে। মন্দিরে নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী ছাড়াও থাকছে প্রচুর পুলিশ। মনসুবা মোড় থেকে হয়েছে যান নিয়ন্ত্রণ। কোনো তিন বা চার চাকা গাড়ি প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। পর্যটকদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা হেল্প ডেস্ক খোলা হবে। ভক্তদের ভিড় সামালাতে মন্দির কমিটি থেকে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তারক্ষী। মন্দির চত্বরে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে। পুরো মন্দির চত্বরে থাকছে সিসিটিভি। মন্দিরে চত্বর লাইট দিয়ে সাজানো হবে।বড় পর্দার মাধ্যমে ভক্তদের আরতি দেখার ব্যবস্থা থাকবে।

## পথ দুর্ঘটনায় ডাক্তারি পড়ুয়ার মৃত্যু বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রাতের খাবার খেতে বাইরে বেরিয়ে আর ফেরা হল না মেডিকেল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের পড়ুয়ার। মালবাহী একটি গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দার। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও প্রাণ বাঁচানো যায়নি। ওই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম অভিনীত কুমার (২৫)। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলায়। ডাক্তারি পাঠক্রমে এটাই ছিল তাঁর শেষ বছর। শনিবার রাতে বেশ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নবাবহাট মোড় এলাকার একাঠি ধাবায় খেতে যান। খাওয়াদাওয়া শেষ করে রাত ১১টা নাগাদ বাইকে চড়ে হস্টেলে ফিরছিলেন। পথে এটি ছোট মালবাহী গাড়ি পেছন থেকে অভিনীতের বাইকে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম হন অভিনীত। সঙ্গ থাকা বন্ধুরা তাকে এনে ভর্তি করেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। কলেজ সূত্রে খবর, মাঝে মধ্যেই কিছু ছাত্র অনেক রাত করে হস্টেলে ফেরে। কারও আবার রাতে ডিউটি থাকলে সেই সুযোগ নেন। কীভাবে রাত করে পড়ুয়ারা হস্টেলে ফেরে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাত্র ১১টা পর্যন্ত ছাত্রদের বাইরে থাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই নড়েচড়ে বসেছে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কৌস্তভ নায়েক জানিয়েছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের রাত্রি ৮টার মধ্যে হস্টেলে ঢোকার নিয়ম। ফাইনাল ইয়ারের জন্য রাত্রি ৯ টার মধ্যে হস্টেলে ঢুকতে বলা হয়। যদিও এর বাইরে রাতে অনেকেরই হাসপাতালে ডিউটি থাকে। ফলে তাদের হাসপাতালে যেতে হয়। এই সুযোগে অনেকেই অন্যত্র বেরিয়ে যায়। তবে কালই হস্টেল কমিটিকে ডাকা হয়েছে। ডিউটি ছাড়া যাতে কেউ হস্টেলের বাইরে না যায় তা সুনিশ্চিত করা হবে। পাশাপাশি নিয়ম অনুযায়ী সকলে হস্টেলে ঢুকছে কিনা তাও দেখা হবে।

# তৃণমূল নেতাকে মারধরে উত্তপ্ত

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ারের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/৩৫ বুথের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য সাফিউল মিয়াঁকে মারধর করে তাঁর গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে শনিবার রাত থেকেই উত্তপ্ত ছিল এলাকা। রবিবারও সরগরম আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক। রাতেই বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করেন তৃণমূল কর্মীরা। এদিন সকালে আবার ওই ঘটনায় যুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল করে তৃণমূল। এদিন মিছিলের পর সাহেবপোঁতা এলাকায় প্রায় দুই ঘণ্টা আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। অবরোধের জেরে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। বলপূর্বক গাড়ি আটক করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে অবরোধ তুলে দেয়। অন্যদিকে, তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধরের ঘটনায় বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুলছে তৃণমূল। আবার এই ঘটনাকে তৃণমূলের একটি সাজানো ঘটনা বলে পালটা দাবি করছে বিজেপি। নেতাদের মধ্যে চলছে কথার লড়াইও। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন দে এদিন তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হয়ে বলেন, বিজেপি কয়েক জায়গায় ক্ষমতায় এসেই এলাকায় তাণ্ডব করছে। আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধর করছে। মানুষ এটার প্রতিবাদ করছে। অন্যদিকে বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সাধন সাহা বলেন, পুরো ঘটনাটি একটি সাজানো ঘটনা। তৃণমূল পরিকল্পনামাফিক এটা করছে। আমাদের কর্মীদের মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর চক্রান্ত চলছে। সব মিলিয়ে গোটা ঘটনায় জোর আলোড়ন ফেলে দিয়েছে জেলায়। পাতলাখাওয়ার বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনায় প্রচুর পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে। চলছে পুলিশের লাগাতার টহলও।

## গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সিআইএসএফ-এর স্টিকার লাগানো গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল ডালখোলা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে হরিয়ানার নম্বরের একটি কন্টেনার লরি থেকে এই গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ডালখোলা থানার পুলিশ ৩১ নম্বরে জাতীয় সড়কে এই কন্টেনার ট্রাকটিকে আটক করে। এরপর গাড়িটিকে ডালখোলার মিঠাপুর পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। ডালখোলা পুলিশ মহকুমা আধিকারিক সৌম্যানন্দ সরকার ও করণদিঘির বিডিও নীতিশ তামাংয়ের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়। সূত্রের খবর, আনুমানিক দুই কুইন্টাল তিরিশ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১২ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, আটক হওয়া লরিটিতে বাড়ির আসবাবপত্রের সঙ্গে বেশকিছু ট্রলি ব্যাগ ও টিনের বাক্সে প্যাকেট করা অবস্থায় এই গাঁজা রাখা ছিল। এই ঘটনায় গাড়ির চালক উত্তরপ্রদেশের মায়েনপুরী জেলার বাসিন্দা টিঙ্কু যাদবকে পুলিশ আটক করে।

## শিশু পাচার চক্রের হদিশ মিলল দিঘায়

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ সদ্যোজাতের বার্থ সার্টিফিকেট সহ প্রয়োজনীয় নথি নেই কেন? শিশু পাচারচক্রের পর্দাফাঁস। গ্রেফতার নার্সিংহোমে মালিক, তাঁর স্ত্রীসহ ৪ জন। রেহাই পেলেন না শিশুটির দাদুও। ঘটনাস্থল, দিঘা। পুলিশ সূত্রে খবর, বয়স মাত্র ৪ দিন। গত সোমবার দিঘা হাসপাতালে টিকাকরণের সঙ্গে আনা হয়েছিল এক শিশুকে। সঙ্গে ছিলেন ৩ জন মহিলা। কিন্তু টিকাকরণে আগে শিশুটির জন্ম শংসাপত্র দেখাতে পারেননি তাঁরা। অসঙ্গতি ছিল কথাবার্তায়ও! তারপর? ঘটনাটি পুলিশের নজরে আনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শিশুটি তুলে দেওয়া হয় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্যদের হাতে। এদিকে তদন্তে নেমে প্রথমে মর্জিনা বিবি নামে এক মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এগরার এক নার্সিংহোম মালিক সঞ্জয় গোল ও তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়ার হদিস মেলে। গ্রেফতার করে ওই দম্পতিকেও। অভিযোগ, নিঃসন্তান মর্জিনাকে ২ লক্ষ টাকায় কিনতে সহযোগিতা করেছিলেন সঞ্জয় ও সুপ্রিয়াই। তদন্তে জানা গিয়েছে, এগরায় যে নার্সিংহোমে চালাতেন সুপ্রিয়, সেই নার্সিংহোমেই জন্ম হয় ওই শিশুটির চলতি বছরের ২৫ আগস্ট। এরপর তাকে ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিশুটির দাদু বিক্রি করে দেন অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এই গোটা প্রক্রিয়া মধ্যস্থকারীর ভূমিকা পালন করেন নার্সিংহোমের মালিকই! দাদুকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

## বিশেষ প্রদর্শনী

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ আর মাত্র কয়েকটা দিন পরে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। সেই উৎসবকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে সাজো সাজো রব। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এগিয়ে আমরা নারীর উদ্যোগে দুদিনের প্রাক পুজো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৯ টা পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা। তমলুকের হাসপাতাল মোড়ে তমলুক পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তমলুক পুরসভার কমিউনিটি হলে এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মহিলা বিক্রেতারা তাদের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হয়েছেন। রবিবার সকাল থেকে ক্রেতাদের ভীড় জমে উঠেছে। পুজোর আগে প্রছন্দের শাড়ি, সালোয়ার, কসমেটিক, সাজার নানা উপকরন রয়েছে এখানে। অল্প দামে প্রছন্দের জিনিস মেলায় বেজায় খুশি ক্রেতারা। খুশি বিক্রেতারাও। কারন তাদের সস্তার বিক্রি হওয়ায়। মহিলারা আজ পিছিয়ে নেই এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে আরও একবার প্রমাণিত হলো।

## সুজনের কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ রবিবার শেষ দিনের শেষ লগ্নে সিপিএম প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের সমর্থনে ভোট প্রচারের ঝড় তুলে সুজন চক্রবর্তী বলেন ধূপগুড়ির মানুষকে তৃণমূল ও বিজেপি প্রতারণা করেছে। বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যাকে মঞ্চে মালা পরায় মিতালি রায়। সেই মিতালি আজ বিজেপিতে যোগদান। বিজেপি ও তৃণমূলের দলবদল কারবার ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের দলকেও হার মানিয়ে দেয়। অভিষেক সবসময়ই বিধিভঙ্গ করেন। ফিরহাদ হাকিমের প্রচারে মানুষের সাড়া নেই।

# বিদ্যুৎ না থাকায় নাজেহাল অবস্থা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বর্ষাকালেও গরমে নাজেহাল অবস্থা রাজ্যবাসীর। তার উপর গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় লোডশেডিংয়ের সমস্যা হচ্ছে। এই দুয়ের কারণে চরম অস্বস্তিতে পড়েছেন রাজ্যবাসী। কোথাও ৩ ঘণ্টা আবার কোথাও ছ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ থাকছে না। আর মালদার পুরাতন মালদা ব্লকে তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ব্লকের নিত্যানন্দপুর, নাগেশ্বরপুর এবং সাহাপুর এলাকা গত তিন দিন ধরে বিদ্যুৎহীন রয়েছে বলে অভিযোগ। তার ওপর তীব্র জল সংকট দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত কারণে ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন সেখানকার বাসিন্দারা। এর প্রতিবাদে বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং পানীয় জলের দাবিতে বালতি হাতে নিয়ে বিক্ষোভ করেন মহিলারা। মহিলাদের অভিযোগ, এলাকায় ঘনঘন লোডশেডিং হয়। একটু বৃষ্টি বা বাতাস হলেই বিদ্যুৎ থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে এরকম চলে আসছে। এই গ্রামে ৩০০ থেকে ৪০০ টি পরিবারের বসবাস রয়েছে। এর ফলে তারা সমস্যায় পড়ছেন। তার ওপর এখানে তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই বলে গোটা এলাকা রাতের বেলায় অন্ধকারে থাকছে। এর পাশাপাশি পানীয় জল ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তারা। তাদের বক্তব্য, বাড়িতে বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। অথচ এই গ্রামের মানুষরা ঠিকমতো জল পাচ্ছেন না। এই দাবিতেই এদিন বিক্ষোভ করেন মহিলারা। তাদের হুঁশিয়ারি, দাবি মানা না হলে আগামী দিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, বিদ্যুৎ দফতরের কাছে বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও সেখানে ট্রান্সফর্মার বদল করা হচ্ছে না। সমস্যার সমাধান না হলে আগামীদিনে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের নামবেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। তাই সেখানে মানুষের জন্য তৃণমূল কাজ করতে পারছে না। কারণ বিজেপি শুধু রাজনীতি করতে ভালোবাসে। যদিও বিদ্যুৎ দফতরের এক আধিকারিকের বক্তব্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি থাকার ফলেই গোটা রাজ্যে এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

## আদিবাসী পড়ুয়াদের পাশে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ মঙ্গলকোটের চাণক গ্রামে আদিবাসী পাড়ায় পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু বিদ্যালয়ে মঙ্গলকোট থানার পক্ষ থেকে এক মহতি উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। দেড়শ পড়ুয়া বিশিষ্ট এই বিদ্যালয়ে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার ফ্রি কোচিং নিতে দেখা যায় পুলিশ অফিসারদের। আজকে থেকে শুরু হয়। এর আগে পুলিশ দিবস শুক্রবার আড়াইশো খাতা, বই, পেন্সিল, কলম, স্লেট সহ বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী সহ টিফিন তুলে দেওয়া হয়। সকলের হাতে। এই মহতি উদ্যোগ পুরোভাগেই ছিলেন স্থানীয় থানার আইসি পিন্টু মুখার্জি, চাণক পঞ্চায়েত প্রধান সহ এলাকাবাসীরা। মঙ্গলকোট থানার আইসি পিন্টু মুখার্জি জানান, গত বছর আগস্ট মাসে আমাদের জেলার পুলিশ সুপার ও স্থানীয় বিধায়ক এই শিক্ষাকেন্দ্রে ফ্রি কোচিং সেন্টার উদঘাটন করেন। আদিবাসীদের দুস্থ পড়ুয়াদের শিক্ষার প্রসারের জন্য আমরা সর্বদাই পাশে আছি। এর আগে রাখী বন্ধন পালন করে কৈচর গ্রামে।

## দোকানদারের হাতে খুন হলেন ক্রেতা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ প্যাকেটে বেশ কয়েকটি বিড়ি খারাপ ছিল। সেই বিড়ির প্যাকেট বদলে দিতে দোকানদারকে অনুরোধ করেন ক্রেতা। বিড়ির প্যাকেট বদলে দিতে অস্বীকার করায় বেধে যায় দুজনের মধ্যে বচসা। সেই বচসার জেরেই খুন হলেন ক্রেতা। রবিবার দুপুরে এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদম্বিনী চা বাগানের ডাঙ্গা লাইনে। যুবকের মৃত্যুতে উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম মিলন ওরাঁও(২০)। এদিন দুপুরে মিলন বিড়ি কিনতে যায় এলাকার রাজেশ ওরাঁওয়ের দোকানে। কেনার পর প্যাকেট খুলতেই দেখেন বেশ কয়েকটি বিড়ি নষ্ট। দোকানদারকে প্যাকেট বদলে দেওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু প্যাকেট বদলে দিতে অস্বীকার করে দোকানদার সঞ্জয় ওঁরাও। এরপরই দুজনের মধ্যে বচসা বেধে যায়। বচসা চরম পর্যায়ে পৌঁছলে আচমকাই দোকানের ভিতর থেকে একটি ধারাল কাঁচি এনে মিলন ওঁরাও-এর বুক ও শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করে। গুরুতর জখম অবস্থায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মিলনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে যুবকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই পালিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক রাজেশ ওরাঁও।

# বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতারে প্রথম প্রত্যয়

এজাজ আহম্মেদ, বহরমপুর, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলাতে শুরু হয়েছিল ৭৭ তম বিশ্বের দীর্ঘতম 'ন্যাশনাল ওপেন সুইমিং কম্পিটিশন' অর্থাৎ সাঁতার প্রতিযোগিতা। বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের ছেলে প্রত্যয় ভট্টাচার্য। ১০ ঘন্টা ৩৩ মিনিটে ৮১ কিমি সাঁতার কেটে বহরমপুর পৌঁছে সেরা হন প্রত্যয়। ৮১ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতাতে দ্বিতীয় স্পেনের ড্যানিয়েল পণস জিমেনেজ এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মহারাষ্ট্র থেকে ভারাদ ঘনশ্যাম কুভার। প্রসঙ্গত ভাগীরথী নদী বক্ষে ৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন ২২ জন প্রতিযোগী, তাঁদের মধ্যে পাঁচ জন মহিলা। সন্তরণ সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে স্পেন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ছাড়াও ভারতের একাধিক রাজ্য থেকে প্রতিযোগীরা ৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করেছেন এবছর। রবিবার ভোর পাঁচটার সময় মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা পতাকা নেড়ে আহিরণ ব্যারেজ ঘাট থেকে সাঁতার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। ৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটে। বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় বাংলার ছেলে প্রত্যয় ভট্টাচার্য প্রথম স্থান পেয়ে বাংলাজুড়ে নেমে এসেছে খুশির হাওয়া। অন্যদিকে জিয়াগঞ্জ থেকে শুরু হওয়া ১৯ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায় মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন কুমারটুলি পার্ক সুইমিং ক্লাবের প্রতিযোগী মৌবনি পাত্র। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিশাখা ধাড়া এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন অস্মিতা মৈত্র। অন্যদিকে ১৯ কিলোমিটার প্রতিযোগিতায় পুরুষদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন গৌরব কাবেরি, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বাংলাদেশের পলাশ চৌধুরী এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন সাগর সাহা।

# সাড়ে আট কোটির সোনার বিস্কুট উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিএসএফ ও ডিআরআই টিমের যৌথ অভিযানে নদীয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ থানার বিজয়পুর এলাকা থেকে উদ্ধার হল ১০৬টি সোনার বিস্কুট। ভারতীয় মুদ্রায় যার বাজার মূল্য ৮.৫০ কোটি টাকা। পাশাপাশি গ্রেফতার হয় ২ পাচারকারী। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে কৃষ্ণগঞ্জ থানার বিজয়পুর গ্রামে একটি বাড়িতে হানা দেয় বিএসএফের ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কর্মকর্তারা সহ কলকাতার রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর ডিআরআই টিমের সদস্যরা। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে ১০৬ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণে সোনার বিস্কুট পাচারের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে বসতবাড়িতে লুকিয়ে রাখার অভিযোগে বাড়ির মালিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও বিধান ঘোষ নামের ২ পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। এরা দু'জনেই বিজয়পুর গ্রামের বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুট গুলির ওজন ১৪.২৯৬ কেজি। বিএসএফের দাবি, জেরায় ধৃতরা জানায়, উদ্ধার হওয়া সোনার বিস্কুটগুলি শনিবার সকালে বাংলাদেশের নাস্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা মাসুদ ও নাসির নামের দুই চোরাচালানকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল। এবং সেগুলি বিজয়পুর এলাকা সংলগ্ন গেদে গ্রামের বাসিন্দা সন্তোষ হালদারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল তাদের। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের কড়া নজরদারি। যার কারণে সোনার বিস্কুট গুলিকে গোপনে বিজয়পুরের বাসিন্দা ধৃত রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ কর্মীরা ও ডিআরআই যৌথ অভিযানে সেগুলি উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত রবীন্দ্র নাথ বিশ্বাস ও বিধান ঘোষ নামের ২ পাচারকারী।

## সোহমের রোড শো

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর ঃ ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের শেষ দিনে রাজনীতিবিদ ও অভিনেতাদের মধ্যে চলছে প্রতিযোগিতা। রবিবার ধূপগুড়িতে দু'জন করে অভিনেতাকে মাঠে নামিয়েছে তৃণমূল। হুডখোলা জিপে সকাল থেকে তিনি এলাকায় রোড শো করছেন, সোহম চক্রবর্তী ও লাল জিপে রাজ্যয় ঘুরে ধূপগুড়িতে প্রচার করছেন। তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে ধূপগুড়িতে এসেছিলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। এদিন তিনি ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড়আলতা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে জনসংযোগ করেন।

**Name Change**

I MD MEHBOOB, S/O MD MAQSOOD ALAM, R/O 27, CIRCUS ROW, P.O. CIRCUS AVENUE, P.S. BENIAPUKAR, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MAHBOOB ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/09/2023.THAT MD MEHBOOB AND MD MAHBOOB ALAM SAME AND INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I S.K. SHAHADUL, S/O SEIKH NURNABI, R/O KHODAR BAZAR, UTTAR PARA, P.O. &P.S. BARUIPUR, PIN-700144, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAHADUL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/09/2023.THAT S.K. SHAHADUL AND SK SAHADUL SAME AND INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I AREEB HUSSAIN, S/O MD KHALID AKHTER, R/O 32/2, SHARIF LANE, PARK STREET, KOLKATA -700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AREEB HUSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/09/2023.THAT AREEB HUSSAIN AND MD AREEB HUSSAIN SAME AND INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I IMTIYAZ AHMED, S/O LATE MD HANIF, R/O 6/14/H/8, NILMONI HALDER LANE, P.S. NEW MARKET, P.O. DHARAMTALLA, KOLKATA -700013, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD IMTIYAZ , VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/09/2023.THAT IMTIYAZ AHMED AND MD IMTIYAZ SAME AND INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

INARAYAN CHANDAR GAUNYA, SON OF CHANDRA GAUNYA RESIDING AT VIIL+PO-NATSHAL, BALARAMCHAK, EAST MEDINIPUR 721603, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARAYAN CHANDRA GAUNYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/09/2023.THAT NARAYAN CHANDAR GAUNYA AND NARAYAN CHANDRA GAUNYA SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I LADLI BEGUM, D/O LATE MD QAIYUM, R/O 6/14/H/8, NILMONI HALDER LANE, P.S. NEW MARKET, P.O. DHARAMTALLA, KOLKATA -700013, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHAN ARA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/09/2023.THAT LADLI BEGUM AND JAHAN ARA SAME AND INDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, MOHAMMED HALIM IQBAL, S/O ABDUL HAKIM,RESIDING AT SHIBPUR 1ST LANE, POST- BANSBERIA, PS-MOGRA, DIST- HOOGHLY, PIN CODE-712502, WB. HAVE CHANGED MY MINOR SON'S NAME FROM MOHAMMED HUMAID SIDDIQUE TO MOHAMMED HUMAID IQBAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/09/2023.THAT MOHAMMED HUMAID SIDDIQUE AND MOHAMMED HUMAID IQBAL ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

Nahid Khatoon, wife of Jawed Akhtar residing at C/O Mohammad Ilyas Khan, Zen Apartment 46 B, Matheshwar Tala Road Block-A, 13th Floor, Flat 13 B, Kolkata, Gobinda Khatick Road, Kolkata, 700046, West Bengal, India, have changed my name from Nahid Jawed to Nahid Khatoon vide affidavit no 6529 on 01.09.23 before the Notary Public Government of West Bengal at Howrah. Nahid Jawed and Nahid Khatoon is on and same identical person i.e. myself.

# কাল ফিটনেস টেস্ট দিয়ে শ্রীলঙ্কায়? রাহুলকে নিয়ে আশা-আশঙ্কায় ভারত

**বেঙ্গালুরু, ৩ সেপ্টেম্বরঃ** ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের টিমে তাঁর থাকা নিশ্চিত। শুধু একটাই ব্যাপার নিয়ে এখনও প্রশ্ন থাকছে, কত দ্রুত ফিট হয়ে উঠতে পারবেন তিনি? কাল, ৪ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফিটনেস টেস্ট দেবেন লোকেশ রাহুল। এশিয়া কাপের টিমে রাখা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু দল ঘোষণার সময়ই বলে দেওয়া হয়েছিল, প্রথম দুটো ম্যাচে পাওয়া যাবে না রাহুলকে। পুরনো চোট থেকে প্রায় বেরিয়ে এলেও সামান্য চোট এখনও থেকে গিয়েছে। দ্রুত ফিট হয়ে উঠবেন, এই আশার কথা শুনিয়েছিলেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকর। এশিয়া কাপে পাকিস্তান ম্যাচে টিমে রাখা হয়নি। নেপালের বিরুদ্ধে খেলবেন না। যদি ফিট হয়ে ওঠেন রাহুল, এশিয়া কাপের সুপার ফোরে দেখা যাবে তাঁকে। সেই সম্ভাবনা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে। রাহুল যে ফিট হয়ে উঠেছেন, তা এনসিএ-র একটি সূত্র জানিয়ে দিচ্ছে। তাঁর কথায়, ''ও মোটামুটি ফিট। আশা করি শ্রীলঙ্কা উড়ে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে।'' ৫ সেপ্টেম্বর বিশ্বকাপের টিম ঘোষণা করবে বিসিসিআই। ১৫ জনের দল ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এশিয়া কাপে ১৮ জনের ভারতীয় টিম পাঠানো হয়েছে। স্ট্যান্ডবাই কিপার হিসেবে টিমে রয়েছে সঞ্জু স্যামসন। রাহুল ফিট হয়ে উঠছেন, এর অর্থই হল, বিশ্বকাপের টিমে সঞ্জুর জায়গা হবে না।

তার মধ্যে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে ঈশান কিষাণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৮২ রানের ইনিংস খেলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। মিডল অর্ডারে তাঁকে যে ব্যবহার করতে পারে টিম, বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিপার-ব্যাটার হিসেবে যদি রাহুল যদি না খেলতে পারেন, চোট পেয়ে বসেন, তা হলে ঈশানকেই তাঁর পরিবর্তে খেলাতে পারবে টিম ম্যানেজমেন্ট। আর তাই সঞ্জুর ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা কার্যত রইল না। সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে এখনও রাহুলকে নিয়ে খানিকটা চিন্তা থেকে গিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। চোটমুক্ত হলেও তাঁর ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। এশিয়া কাপে কয়েকটা ম্যাচ পাবেন নিজের ফর্ম প্রমাণ করার। কিন্তু তা কি যথেষ্ট? যদিও গত দু'বছরে মিডল অর্ডারে সবচেয়ে সফল ব্যাটার লোকেশ রাহুলই। কিন্তু ফর্মে না থাকলে ভারতীয় টিমের চিন্তা বাড়িয়ে দেবেন।

# মামলায় সাব জুনিয়ার ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ

**দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ সেপ্টেম্বরঃ** অল ইন্ডিয়া ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিচালনা এবং মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সাব জুনিয়র বয়েজ ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা। রবিবার বিকেলে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে পতাকা উত্তোলন করে শুরু হয় সাব জুনিয়র বয়েজ ফুটবল প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাতটি দল অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতা। কেরল, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, উড়িষ্যা, মেঘালয়, মিজোরাম ও উত্তর প্রদেশ এই সাতটি দল অংশগ্রহণ করে সাব জুনিয়র বয়স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায়। উদ্বোধনী প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হয় উত্তর প্রদেশ ও মেঘালয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি তথা জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, সম্পাদক তথা ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট স্পোর্টস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত সাহা, মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী কমিটির সদস্য দুলাল সরকার সহ অন্যান্য ক্রীড়া প্রেমীরা। ৩-১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাব জুনিয়র বয়েজ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থা ময়দানে। চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে বহরমপুরে। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, ''প্রায় কুড়ি বছর পর মালদা জেলায় এ ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রতিযোগিতা। কেরল, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, উড়িষ্যা, মেঘালয়, মিজোরাম ও উত্তর প্রদেশ এই সাতটি দল অংশগ্রহণ করছে সাব জুনিয়র বয়েজ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায়। তিনি ম্যানেজমেন্ট এবং প্রত্যেকটি দলকে শুভেচ্ছা জানান।

# চূড়ান্ত ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড

**মুম্বই, ৩ সেপ্টেমম্বরঃ** চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে ভারতের ওডিআই বিশ্বকাপ স্কোয়াড। শনিবার গভীর রাতে বিসিসিআইয়ের জাতীয় নির্বাচন কমিটি ১৫ সদস্যের স্কোয়াড বেছে নিয়েছে। বিশ্বকাপের দল বেছে নিতে মুখ্য নির্বাচক অজিত আগরকর শ্রীলঙ্কা গিয়েছেন। শনিবারের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টির কারণে ম্যাচ অমীমাংসিত থেকে যায়। দুটি দলকে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ায় অধিনায়ক রোহিত শর্মা, কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মুখ্য নির্বাচক অজিত আগরকর। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাছাই করা ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে রয়েছেন কিপার ব্যাটার কেএল রাহুল। তিনি ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণার সময়সীমা ৫ সেপ্টেম্বর। শেষদিনেও ঘোষিত হতে পারে দল। ১৭ জনের স্কোয়াড নিয়ে এশিয়া কাপ খেলতে গিয়েছে ভারতীয় দল। ব্যাকআপ হিসেবে দলে ছিলেন সঞ্জু স্যামসন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, সঞ্জু ছাড়াও এশিয়া কাপের দলে থাকা তিলক ভার্মা এবং প্রসিধ কৃষ্ণও বিশ্বকাপ স্কোয়াডে নেই। প্রসিধ কৃষ্ণ চোট পাওয়ার আগে ওডিআই টিমের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে মহম্মদ সিরাজ দলে তাঁর জায়গা মজবুত করে ফেলেন। তাই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ঠাঁই হয়নি প্রসিধের। এদিকে ওডিআইতে ক্রমাগত খারাপ ফর্ম থাকা সত্ত্বেও বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। ওডিআইতে সূর্যের গড় ২৫-এর কম। এর পাশাপাশি, অক্ষর প্যাটেলকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দলে আছেন ঈশান কিষাণও। পাঁচ নম্বরে খেলতে নেমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন ঈশান। পেস বিভাগে জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে দেখা যাবে মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ ও শার্দুল ঠাকুরকে। একই সঙ্গে দলে একমাত্র স্পিনার হিসেবে থাকবেন কুলদীপ যাদব। এশিয়া কাপের পর বিশ্বকাপ স্কোয়াডেও ঠাঁই হয়নি যুজবেন্দ্র চাহালের!

**ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য ভারতের স্কোয়াড (সম্ভাব্য)ঃ** রোহিত শর্মা (ক্যাপ্টেন), শুভমন গিল, ঈশান কিষাণ (উইকেটকিপার), লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাডেজা, শার্দূল ঠাকুর, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, অক্ষর প্যাটেল, সূর্যকুমার যাদব এবং মহম্মদ সামি

# এশিয়া কাপে কলম্বো থেকে সরল সুপার ফোরের সব ম্যাচই

**কলম্বো, ৩ সেপ্টেম্বরঃ** ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টির কারণে বাতিল হয়ে যায়। রোহিত শর্মারা ৫০ ওভার ব্যাট করার পর আর খেলা হয়নি। সেই ম্যাচ ছিল ক্যান্ডিতে। কিন্তু কলম্বোতেও বৃষ্টি হচ্ছে তাই সেখান থেকে এশিয়া কাপের সুপার ফোরের ম্যাচ সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। কলম্বোতে গত কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। সেখানেই সুপার ফোরের পাঁচটি ম্যাচ এবং এশিয়া কাপের ফাইনাল হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। সেই কারণে সুপার ফোরের খেলাগুলি পাল্লেকেলে এবং ডাম্বুলাতে করার কথা ভাবা হচ্ছে। ক্যান্ডিতে তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা। এর মধ্যে দু'টি ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। সোমবার নেপাল এবং ভারতের ম্যাচ রয়েছে ক্যান্ডিতে। সেই ম্যাচেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই খেলার জায়গা পাল্টানোর কথা ভাবা হচ্ছে। এশিয়া কাপ হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তানে। কিন্তু সেখানে খেলা সম্ভব হয়নি। ভারত সেই দেশে গিয়ে খেলতে রাজি হয়নি। এর পরেই শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপের কিছু ম্যাচ খেলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমন অবস্থায় ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ায় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলকে (এসিসি) এক হাত নিলেন নাজম শেঠি। এই সময় শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপ আয়োজনের সিদ্ধান্তকে এক হাত নিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রাক্তন চেয়ারম্যান। শেঠির দাবি, তাঁদের প্রস্তাব মতো এসিসি ভারতীয় দলের ম্যাচগুলি সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আয়োজন করলে সমস্যা হত না। এই সময় শ্রীলঙ্কায় বৃষ্টি হয় তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মাথায় রাখা উচিত ছিল এসিসি কর্তাদের। শেঠি বলেছেন, ''পুরো বিষয়টাই অত্যন্ত হতাশার। ক্রিকেটের সব থেকে বড় লড়াই বৃষ্টিতে ভেসে গেল। বৃষ্টির পূর্বাভাস আগেই ছিল। পিসিবি চেয়ারম্যান থাকার সময় এসিসি কর্তাদের অনুরোধ করেছিলাম, ম্যাচগুলি সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আয়োজন করার। অথচ শ্রীলঙ্কায় খেলা আয়োজনের পক্ষে দুর্বল অজুহাত তৈরি করা হয়েছিল। ওদের দাবি ছিল, দুবাইয়ে নাকি ভীষণ গরম। অথচ গত বছর সেপ্টেম্বরে সেখানেই এশিয়া কাপ হয়েছিল। ২০১৪ এবং ২০২০ সালে এপ্রিল মাসে সেখানে আইপিএল ও হয়েছিল। আসলে খেলা নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। যা মেনে নেওয়া যায় না।'' সমাজমাধ্যমে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শেঠি।

# এবার সত্যিই চলে গেলেন হিথ স্ট্রিক

**হারারে, ৩ সেপ্টেম্বরঃ** জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক হিথ স্ট্রিক মারা গেছেন। তাঁর স্ত্রী নাদিনে স্ট্রিক এক ফেসবুক পোস্টে খবরটি নিশ্চিত করেছেন। জিম্বাবোয়ের সংবাদমাধ্যম হেরাল্ডকে হিথ স্ট্রিকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন তাঁর বাবা ডেনিসও। এর আগে গত ২৩ আগস্ট জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন ক্রিকেটার হেনরি ওলোঙ্গার একটি টুইটারের সূত্র ধরে হিথ স্ট্রিকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। পরে হিথ নিজেই জানান, তিনি বেঁচে আছেন, ভালো আছেন। তবে ক্যানসারে আক্রান্ত প্রাক্তন এই ক্রিকেটার বেঁচে থাকলেও সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিলেন। নাদিনে তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'আজ ভোরে, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রবিবার, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা এবং আমার চমৎকার সন্তানদের পিতাকে তার বাড়ি থেকে দেবদূতেরা সঙ্গে নিয়ে গেছেন, যেখানে তিনি তার শেষটা পরিবার ও প্রিয়জনবেষ্টিত হয়ে কাটাতে চেয়েছিলেন। তিনি একা যাননি, আমাদের ভালোবাসা ও শান্তিতে আচ্ছাদিত হয়ে গেছেন। আমাদের অন্তর অনন্তকালের জন্য স্ট্রিকের সঙ্গে মিশে গেছে।' নাদিনে পোস্ট শেষ করেছেন 'যতক্ষণ না তোমাকে আমি পাই' লিখে, সঙ্গে ভগ্নহৃদয়ের ইমোজি জুড়ে দিয়ে। স্ট্রিকের বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। গত মে মাসে জানা গিয়েছিল ক্যানসারের সঙ্গে লড়ছেন জিম্বাবোয়ের প্রথম ও একমাত্র বোলার হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ১০০ উইকেট নেওয়া এই পেসার। জিম্বাবোয়ের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার স্ট্রিক ২০০০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত জিম্বাবোয়ের অধিনায়ক ছিলেন। ৬৫ টেস্ট ও ১৮৯টি ওয়ানডে খেলা স্ট্রিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ ম্যাচটি খেলেছেন ২০০৫ সালে। টেস্টে তাঁর উইকেট ২১৬টি, ওয়ানডেতে ২৩৯টি। ব্যাট হাতে টেস্টে ১৯৯০ রান করা স্ট্রিক ওয়ানডেতে করেছেন ২৯৪৩ রান। খেলা ছাড়ার পর কোচিংয়ে আসা প্রাক্তন এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বোলিং কোচের দায়িত্ব পান। এ ছাড়া কোচিং ক্যারিয়ারে জিম্বাবোয়ে, স্কটল্যান্ড, গুজরাট লায়নস ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে কাজ করেছেন স্ট্রিক। আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারটা ঝলমলে হলেও একটা কালো দাগ নিয়েই পৃথিবী ছেড়েছেন স্ট্রিক। আইসিসির দুর্নীতিবিরোধী বিধির কয়েকটি ধারা ভঙ্গের কারণে ২০২১ সালে আট বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন স্ট্রিক। নিজের কর্মকাণ্ডের (নিয়মভঙ্গ) দায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেও কখনোই ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িত ছিলেন না বলে জানিয়েছিলেন। এখন তিনি দায় শিকার বা প্রশংসিত হওয়া- সবকিছুরই উর্ধ্বে চলে গেলেন।

# প্রিমিয়ার লিগে দলবদলের খরচ ২০০ কোটি পাউন্ড ছাড়িয়েছে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ম্যানচেস্টার সিটিতে যাওয়ার জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন মাথেউস নুনেস। ব্রাজিলে জন্ম নেওয়া পর্তুগিজ মিডফিল্ডারের ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত পূরণ হয়েছে। ৫ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ডে তাঁকে উলভারহাম্পটনের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে সিটি। নুনেসের নতুন ক্লাবে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে ইংলিশ ফুটবলে এবারের গ্রীষ্মকালীন দলবদল। শেষ মুহূর্তে নুনেসের ক্লাব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন রেকর্ডও হয়েছে। প্রথমবারের মতো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দলবদলের খরচ ২০০ কোটি পাউন্ড ছাড়িয়েছে। বিশ্বের সর্ববৃহ হিসাবরক্ষণ পরিষেবা নেটওয়ার্ক ডেলয়েট এ তথ্য দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, প্রিমিয়ার লিগের ২০ ক্লাব এবার খেলোয়াড় কিনতে মোট ২৩৬ কোটি পাউন্ড ব্যয় করেছে, যা গতবারের চেয়ে প্রায় ৪৪ কোটি পাউন্ড বেশি। ২০২২-২৩ গ্রীষ্মকালীন দলবদলে ক্লাবগুলোর খেলোয়াড় কিনতে গুনতে হয়েছিল ১৯২ কোটি পাউন্ড। এ ব্যাপারে ডেলয়টের ক্রীড়া বাণিজ্য গ্রুপের সহকারী পরিচালক কালাম রোস বার্তা সংস্থা প্রেস অ্যাসোসিয়েশনকে বলেছেন, ''দলবদলের খরচ ১০০ কোটি পাউন্ড ছাড়াতে ১৪টি ট্রান্সফার উইন্ডো লেগেছে। ২০০ কোটি পাউন্ড ছাড়াতে লাগল মাত্র ৭টি। মানে, এর অর্ধেক। এটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অবিশ্বাস্য গতিকে প্রতিফলিত করছে।'' ডেলয়টের হিসাব অনুযায়ী, এবারের দলবদলে সবচেয়ে বেশি খরচ করেছে চেলসি। অঙ্কটা ৪২ কোটি ৮৮ লাখ পাউন্ড। মার্কিন ধনকুবের টড বোয়েলি মালিকানা বুঝে নেওয়ার পর টানা দুই মরসুম ব্যয়ে শীর্ষে থাকল লন্ডনের ক্লাবটি। তালিকার দুইয়ে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির খরচ চেলসির অর্ধেকের কম-২১ কোটি ১০ লক্ষ পাউন্ড। এতেই বোঝা যায়, কী রকম 'খরচের খেল' দেখিয়েছে ব্লুজরা। এবারের দলবদলে দুজন ফুটবলারকে কিনতে ১০ কোটি পাউন্ড বা এর বেশি ব্যয় করতে হয়েছে। একজন চেলসির মোইসেস কাইসেদো, অন্যজন আর্সেনালের ডেকলান রাইস। কাইসেদো তো ব্রিটিশ দলবদলের ইতিহাসে রেকর্ডই গড়ে ফেলেছেন। ৯ মাস আগে শীতকালীন দলবদলে যে রেকর্ডটা করেছিলেন চেলসিরই এনজো ফার্নান্দেজ। এ ছাড়া ৬ কোটি ৩০ লাখ পাউন্ডে ক্রিস্তোফার এনকুনকু ও পরশু শেষ দিনে ৪ কোটি পাউন্ডে সিটি থেকে প্রতিভাবান তরুণ কোল পালমারকে নিয়ে এসেছে চেলসি। দলবদলের খরচের তালিকায় চেলসি, সিটির পর আছে আর্সেনাল, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও টটেনহাম হটস্পার। এবার ১০টি ক্লাব ১০ কোটি পাউন্ডের বেশি খরচ করেছে জানিয়ে কালাম রস আরও বলেছেন, ''এবার লিগ মরসুমজুড়ে প্রতিযোগিতার মাত্রা আরও তীব্র হবে। আমার মনে হচ্ছে, অর্ধেকের বেশি ক্লাব গত মরসুমের চেয়ে এবার বেশি খরচ করেছে।''

ইউরোপীয় ফুটবলের বাকি চার শীর্ষ ঘরোয়া প্রতিযোগিতা (লা লিগা, সিরি 'আ' বুন্দেসলিগা ও লিগ আঁ) মিলিয়ে যত খরচ হয়েছে, প্রিমিয়ার লিগের একারই খরচ তার কাছাকাছি। তবে বিশ্বের সব লিগ মিলিয়ে খরচের তালিকায় এবার শীর্ষ পাঁচে নেই 'বিগ ফাইভ'। প্রিমিয়ার লিগের পরের জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে ইউরোপীয় ফুটবলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দেওয়া সৌদি প্রো লিগ। বছরের শুরুতে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর হাত ধরে যেটার শুরু, নেইমার-বেনজেমা-মানে-কান্তে-মাহরেজ-ফাবিনিওদের মতো তারকাদের এনে সেটা এখন 'নক্ষত্রপুঞ্জ' বানানোর পথে। এ ব্যাপারে রস বলেছেন, ''২০১৬ সালের পর প্রথমবার লা লিগা (দলবদলের খরচে) শীর্ষ পাঁচ থেকে ছিটকে গেছে। সেই জায়গা নিয়েছে সৌদি প্রো লিগ। আমার মনে হয়, তারা এ মুহূর্তে দ্বিতীয় স্থানে আছে। সৌদি লিগের ক্লাবগুলো ৭২ কোটি ৮০ লাখ পাউন্ডের বেশি ব্যয় করেছে।'' ইউরোপীয় ফুটবলে গ্রীষ্মকালীন দলবদলের সময়সীমা গত রাতে শেষ হলেও সৌদির ট্রান্সফার উইন্ডো বৃহস্পতিবার পর্যন্ত খোলা থাকছে। আগামী কয়েক দিনে প্রো লিগ আরও এগিয়ে যাবে বলে ধারণা রসের।

# 'এত পিরিত মাঠের বাইরে রাখা উচিত', বিরাট-বাবরদের 'বন্ধুত্ব' নাক সিঁটকোলেন গম্ভীর

**নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বরঃ** এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে ভারত ও পাকিস্তান মুখোমুখি হয়েছিল শনিবার। ২২ গজে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পরিচিত দুই দেশ। দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্ক এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বরাবরই আঁচ বাড়িয়েছে। কয়েকটা উদাহরণ বাদ দিলে দুই দেশের ক্রিকেটাররা নিজেদের মধ্যে বরাবরই সম্ভাব বজায় থেকেছে। দুই দলের বর্তমান ক্রিকেটাররাও সেই ধারা বজায় রেখেছেন। মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাইরে বিরাট কোহলি, বাবর আজমদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক রয়েছে। একে অপরকে শ্রদ্ধা করেন তাঁরা। সাক্ষাৎকারে দু'জনের মুখে একে অপরের প্রতি ভালো কথাই শোনা যায়। ক্যান্ডিতে এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের আগের দিন বিরাট কোহলি ও হ্যারিস রউফের একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনুশীলনের ফাঁকে দু'জনের দেখা হতেই আলিঙ্গন করেন। এরপর বিরাট ও রউফকে হাসিমুখে কথা বলতে দেখা যায়। এই ভিডিয়ো অবশ্য সবার মন গলাতে পারেনি। তাঁদের মধ্যে একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেন, ''যখন আপনি নিজের জাতীয় দলের হয়ে খেলছেন তখন বন্ধুত্বকে বাউন্ডারির বাইরে রেখে আসা উচিত। দুটি দলের ক্রিকেটারদের চোখে আগ্রাসন থাকা প্রয়োজন। ম্যাচের ছয় থেকে সাত ঘণ্টা বাদ দিয়ে বন্ধুত্ব পালন করুন। এই কয়েকটা ঘণ্টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনি শুধু নিজেকে নয় দেশের কোটি কোটি মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করছেন।'' ২০১১ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য বলেছেন, ''অথচ এখনকার রাইভেল টিমরা একে অপরের পিঠ চাপড়ে দেয়, ম্যাচ চলাকালীন ফিস্ট বাম্প দেয়। কয়েকবছর আগেও এগুলো দেখা যেত না। আপনারা তো ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছেন না।''

# ৮৫০ গোলের চূড়ায় উঠে যা বললেন রোনাল্ডো

**রিয়াধ, ৩ সেপ্টেম্বরঃ** প্রথম দুই ম্যাচে হেরে বেশ চাপে ছিল আল নাসর। মনে হচ্ছিল, আরেকটি হতাশার মরসুমই হয়তো অপেক্ষা করছে রিয়াদের ক্লাবটির জন্য। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর জাদুর ছোঁয়ায় গোটা দৃশ্যপট এখন বদলে গেল। টানা তিন ম্যাচে ৬ গোল করে আল নাসরের সমর্থকদের মনে আশা ফিরিয়ে এনেছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। সর্বশেষ গতকাল রাতে আল হাজমের বিপক্ষে ৫-১ ব্যবধানে পাওয়া জয়ে দলের চতুর্থ গোলটি এসেছে রোনাল্ডোর কাছ থেকে। এই গোলে নতুন এক মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন 'সিআর সেভেন'। এটি রোনাল্ডোর ক্যারিয়ারের ৮৫০তম গোল। বর্তমানে যাঁরা খেলছেন, তাঁদের মধ্যে রোনাল্ডোর কাছাকাছি আছেন কেবল লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন অধিনায়কের গোলসংখ্যা ৮১৮। আল হাজমের মাঠে পাওয়া এ জয়ে রোনাল্ডো শুধু গোলই করেননি, দুটি গোলে তিনি সহায়তাও করেছেন। প্রথম গোলে প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে বল বাড়িয়ে দেন রোনাল্ডো। আর তাঁর কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করেন আবদুলরহমান ঘারিব। দলের

দ্বিতীয় গোলটি আসে আবদুল্লাহ আল খাইবারির কাছ থেকে। এরপর তৃতীয় গোলটিতে রোনাল্ডো চাইলে নিজেই শট নিতে পারতেন এবং যে জায়গায় ছিলেন, গোল হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। কিন্তু রোনাল্ডো তা না করে বল বাড়িয়ে দেন ফাঁকায় থাকা ওতাবিওকে। এরপর গোলের জন্য পর্তুগিজ সতীর্থের আলতো ছোঁয়ারই শুধু প্রয়োজন ছিল। পরে চতুর্থ গোলটি করেন রোনাল্ডো নিজেই। বক্সের ভেতর বল পেয়ে জোরালো শটে লক্ষ্যভেদ করে দলকে গোল এনে দেন এই উইঙ্গার। আল নাসরের হয়ে এ নিয়ে ৩০ ম্যাচে এটি রোনাল্ডোর ২৬তম গোল। এরপর ম্যাচের শেষ গোলটি করেন সাদিও মানে। এ জয়ে ৫ ম্যাচ শেষে ৯ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার ৬ নম্বরে উঠে এল রোনাল্ডোর আল নাসর। এখন শীর্ষে থাকা আল হিলালের সঙ্গে ব্যবধানটা চারে নামিয়ে এনেছে আল নাসর। মাইলফলক-ছোঁয়া গোলে পাওয়া জয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বার্তাও দিয়েছে রোনাল্ডো। তিনি বলেছেন, ''আরও একটি দলীয় পারফরম্যান্স। আমরা উন্নতি করছি। এগিয়ে চলো আল নাসর।'' এরপর নিজের মাইলফলক নিয়ে রোনাল্ডো আরও বলেছেন, ''৮৫০তম ক্যারিয়ার গোল এবং আরও আসছে।'' রোনাল্ডো-মানেদের জয়ের রাতে রীতিমতো বিধ্বস্ত হয়েছে ফিরমিনো-মাহরেজদের আল আহলি। আল ফাতেহর বিপক্ষে তাদের মাঠে আল আহলি উড়ে গেছে ৫-১ গোলের বড় ব্যবধানে। একই রাতে ৩-১ গোলে জিতেছে স্টিভেন জেরার্ডের আল ইত্তিফাক। এ জয়ে ইত্তিফাকের হয়ে জোড়া গোল করেছেন মুসা দেম্বেলে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501